বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২০ ॥ ১০ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৯ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

‘মব জাস্টিসের’ বিরুদ্ধে কঠোর হবে সরকার: তথ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম জানিয়েছে, এখন থেকে যেকোনো ধরনের ‘মব জাস্টিসের’ বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে যাবে। যিনিই ‘মব জাস্টিস’ করেন না কেন, তাকে আইনের আওতায় আনতে আজ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রোববার (৯ মার্চ) সচিবালয়ের আইন মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ের সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।

জুলাই শহীদদের কাছে আমরা সবাই ঋণী: ফরিদা আখতার

খুলনা প্রতিনিধি : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, জুলাই শহীদদের কাছে আমরা সবাই ঋণী। জুলাই এর শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যদের যে আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। তাদের কারণেই আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। গতকাল রোবব-ার খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন আয়োজিত আহত যোদ্ধাদের পাশে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

প্রাথমিকের শূন্য পদে নতুন নিয়োগ দেয়া হবে: উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন

কক্সবাজার প্রতিনিধি : দেশের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা নির্বিঘ্ন করতে শূন্য পদগুলোতে নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। রোববার (৯ মার্চ) সকালে কক্সবাজারে ‘মাঠ প্রশাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়’ বিষয়ে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

কুয়েতের বিনিয়োগকারীদের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস কুয়েতের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (এসইজেড) বিনিয়োগ এবং আগামী ৭ থেকে ৯ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। রোববার ঢাকায় নবনিযুক্ত কুয়েতের রাষ্ট্রদূত আলি তুনইয়ান আবদুল ওয়াহাব হামাদাহ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান। এসময় কুয়েতি রাষ্ট্রদূতকে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘বিনিয়োগ সম্মেলনে কুয়েত থেকে বিনিয়োগকারীদের নিয়ে আসুন। এটি উভয় দেশের জন্য একটি বড় সুযোগ হবে। রাষ্ট্রদূত হামাদাহ কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমেদ আবদুল্লাহ আল-আহমদ আল-সাবাহ এবং কুয়েতের জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে কাজ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’ উভয় পক্ষ বাংলাদেশে সাক্ষাতকালে তারা বিনিয়োগ, জ্বালানি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অভিবাসী কল্যাণের ওপর গুরুত্বারোপ করে কূটনৈতিক, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশ ও কুয়েতের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে আরও সহযোগিতার আহ্বান জানান। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘কুয়েত ও বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের বন্ধু। এখানে বিনিয়োগের অনেক সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে হালাল খাদ্য শিল্প একটি সম্ভাবনাময় খাত। হালাল খাদ্যের বৈশ্বিক বাজার অনেক বড়। আমি আপনাকে এই উদ্যোগে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করছি।

২-এর পাতায় দেখুন

এবার ঈদে দীর্ঘ ছুটি

স্টাফ রিপোর্টার : এবার ঈদে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দীর্ঘ ছুটি পাচ্ছেন। ঈদের টানা পাঁচ দিন সরকারি ছুটির সঙ্গে এবার আগে-পরেও মিলছে স্বাধীনতা দিবস, শবে কদর ও সাপ্তাহিক ছুটি। সবকিছু মিলিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মার্চের শেষ সপ্তাহ ও এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ যাবে ছুটির মধ্যে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৩১ মার্চ (সোমবার) মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। ৩১ মার্চ ঈদুল ফিতর ধরে ঈদের ছুটি নির্ধারণ করে রেখেছে সরকার। ঈদ উপলক্ষে এবারই প্রথম পাঁচ দিনের ছুটি দেওয়া হচ্ছে। ছুটি মূলত শুরু হচ্ছে ২৬ মার্চ (বুধবার) স্বাধীনতা দিবসের দিন। এরপর ২৭ মার্চ (বৃহস্পতিবার) একদিন অফিস খোলা। ২৮ মার্চ (শুক্রবার) শবে কদরের ছুটি। এবার ২৯ মার্চ (শনিবার) থেকে শুরু হচ্ছে ঈদুল ফিতরের ছুটি। টানা পাঁচ দিনের ছুটি (২৯, ৩০, ৩১ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল) থাকবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর মাঝখানে একদিন (৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার) অফিস খোলার পর আবার ৪ ও ৫ এপ্রিল (শুক্র ও শনিবার) দুদিনের সাপ্তাহিক ছুটি। সেই হিসাবে ২৬ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ১১ দিনের মধ্যে মাত্র দু’দিন অফিস খোলা। তবে ‘নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯’

২-এর পাতায় দেখুন

নারী হয়রানি ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের নির্দেশ: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলাদেশে ধর্ষকদের কোনো স্থান হবে না

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটিকে দেখতে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) গিয়ে নারী হয়রানি ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। রোববার (৯ মার্চ) সকালে শিশুটিকে দেখতে তিনি সিএমএইচ এ যান। এ সময় উপদেষ্টা শিশুটির চিকিৎসার খোঁজখবর নেন ও সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। তখন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মাগুরায় আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টা মামলায় মাগুরা সদর থানায় চারজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলার এজাহারভুক্ত চার আসামিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। দোষীরা যেন কোনভাবেই ছাড় না পায় সেবিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোচ্চার রয়েছে। উপদেষ্টা বলেন, আমি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নারী

২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (৯)

স্টাফ রিপোর্টার : সালাতে অধিক নড়াচড়া করা প্রসঙ্গ মূলত প্রয়োজন ছাড়া সালাতে নড়াচড়া করা মাকরূহ। তবে সালাতের মধ্যে নড়াচড়া করা পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : (১) ওয়াজিব নড়াচড়া (২) হারাম নড়াচড়া (৩) মাকরূহ নড়াচড়া (৪) মুস্তাহাব নড়াচড়া (৫) মুবাহ বা জায়েয নড়াচড়া। ওয়াজিব বলতে বুঝায় এমন নড়াচড়া যার উপর সালাত শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে। যেমন সালাত অবস্থায় কারো পাগড়িতে নাপাক বস্তু দেখা গেল। তখন ওয়াজিব হবে নড়াচড়া করে নাপাক বস্তুটি ফেলে

২-এর পাতায় দেখুন

অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার

নির্ধারিত ১০০ কূপ প্রকল্প থেকে ৭টি কূপ এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : একশ কূপ খনন প্রকল্প থেকে ৭টি কূপ এগিয়ে এনে ২০২৫ সালেই খনন করতে চায় পেট্রোবাংলা। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করার অংশ হিসেবে ওই প্রকল্প এগিয়ে আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান রেজানুর রহমান। তিনি বলেছেন, দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অনেকগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তারমধ্যে ২০২৬-২০২৮ সালের জন্য নির্ধারিত ১০০ কূপ প্রকল্প থেকে ৭টি কূপ এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় ৭টি কূপ চলতি বছরেই খনন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি কতগুলো কূপের ওয়ার্কওভার করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি এর মাধ্যমে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। ২০২৪ সালের ১০০ কূপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৬৯টি অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ আর ৩১টি পুরাতন কূপের ওয়ার্কওভার। ওই প্রকল্পের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোম্পানি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কোম্পানি বাপেক্স ৫২টি অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, ৩১ কূপের ওয়ার্কওভার, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি ৯টি অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, ১২ কূপের ওয়ার্কওভার আর সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি ৮টি অনুসন্ধান ও উন্নয়ন এবং ৩ কূপের ওয়ার্কওভার করার কথা। ওই প্রকল্পে ১৯ হাজার ৫০ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করেছে পেট্রোবাংলা। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদ উপলক্ষে অগ্রিম বেতন পাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর মার্চ মাসের বেতন চলতি মাসের ২৩ তারিখেই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার? রোববার (৯ মার্চ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে? সিনিয়র সহকারী সচিব মো. আব্দুল গফুর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকারি বর্ষপঞ্জি-২০২৫ অনুযায়ী ৩১ মার্চ তারিখে (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে) পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। সেজন্য সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব কর্মকর্তা-কর্মচারী (গেজেটেড-নন-গেজেটেড), সামরিক বাহিনীর কমিশন্ড/নন-কমিশন্ড অফিসারদের

২-এর পাতায় দেখুন

১৫ দিনে তদন্ত, ৯০ দিনের মধ্যে ধর্ষণের মামলার বিচার: আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, ধর্ষণ মামলার তদন্ত ১৫ দিনে এবং বিচার ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করার বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সংশোধন আনা হচ্ছে। রোবব-ার (৯ মার্চ) আইন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। আসিফ নজরুল বলেন, আমরা বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা মাগুরায় আছিয়ার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই এবং এ ঘটনার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে সরকার নারী নির্যাতন আইন পরিবর্তন করছে। গত কয়েকদিনে যেসব মব জাস্টিস এবং মোরাল পুলিশিংয়ের ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দোষীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সব ঘটনা সরকারের পর্যবেক্ষণে আছে। আমরা দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, কোনো অপরাধী বিচারের বাইরে থাকবে না। উপদেষ্টা আরও বলেন, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দমনে সরকার সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠিত সব ধর্ষণের মামলার দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি কল্পে মামলাগুলো নিয়মিত পর্যালোচনায় আনছে। রাস্তাঘাটে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধ করতে পুলিশ দ্রুত আলাদা হটলাইন চালু করবে।

নতুন দল নিবন্ধন আজ আবেদন আহ্বান করতে পারে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন দল নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আজ (১০ মার্চ) গণবিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রোববার (৯ মার্চ) এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে দায়িত্বশীল সূত্র। জানা গেছে, আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধন পেতে ইচ্ছুক দলগুলোকে আবেদনের সময় দেওয়া হতে পারে। এরপর যাচাই-বছাই শেষে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নতুন দলের নিবন্ধ দেওয়া হবে। বর্তমানে

২-এর পাতায় দেখুন

খাদ্য উপদেষ্টার সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব ব্যাংকের প্র্যাকটিস ম্যানেজার, এগ্রিকালচার প্রাকটিস গ্রুপ, সাউথ এশিয়া রিজিওন, মিস্টার তমাস রিকার্দো রসদ ভিয়ামারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। রোববার (৯ মার্চ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৯ মার্চ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। খাদ্য উপদেষ্টা মিস্টার তমাস রিকার্দো রসদ ভিয়ামারকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান। এ সময় দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এদেশে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাতকালে খাদ্য সচিব মো. মাসুদুল হাসানসহ খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতকরণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মানববন্ধন করে ঢাকা মহানগর শিবিরের নেতাকর্মীরা।

ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে রাজু ভাস্কর্যে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে অব্যাহত ধর্ষণের প্রতিবাদ ও ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের (ঢামেক) শিক্ষার্থীরা। গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ষকদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে মুখে লাল কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় ঢামেকের নারী শিক্ষার্থীদের। এসময় তারা ‘আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাঁই নাই’, ‘সারা বাংলায় খবর দে, ধর্ষকদের ফাঁসি দে’, ‘হ্যাং দ্যা রেপিস্ট, ইউ ওয়ান্ট জাস্টিস’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। ঢামেকের অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহাব বলেন, যারা ধর্ষণ করে এবং যারা এদের মদদ দেয় তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। এর আগে আওয়ামী লীগের

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু ১৪ মার্চ

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১ এপ্রিল পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন ধরে ট্রেনের আসনের অগ্রিম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। আগামী ১৪ মার্চ অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হবে। বরাবরের মতো এবারও আন্তঃনগর ট্রেনের ৭ দিনের অগ্রিম টিকিট বিশেষ ব্যবস্থায় বিক্রি করা হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি করা হবে। রোববার (৯ মার্চ) বিকেলে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এসব তথ্য জানান বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঈদের আগে আন্তঃনগর ট্রেনের ২৪ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৪ মার্চ; ২৫ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৫ মার্চ; ২৬ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৬ মার্চ; ২৭ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৭ মার্চ; ২৮ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৮ মার্চ; ২৯ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৯ মার্চ এবং ৩০ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ২০ মার্চ। আরও জানানো হয়েছে, চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে ৩১ মার্চ, ১ ও ২ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি করা হতে পারে। এছাড়া যাত্রী সাধারণের অনুরোধে ২৫ শতাংশ টিকিট যাত্রা শুরুর আগে প্রারম্ভিক স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে। ঈদ যাত্রার অগ্রিম টিকিট একজন যাত্রী সর্বোচ্চ একবার কিনতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে ৪টি আসন সংগ্রহ করতে পারবেন। কোনো টিকিট রিফান্ড করা যাবে না। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের

২-এর পাতায় দেখুন

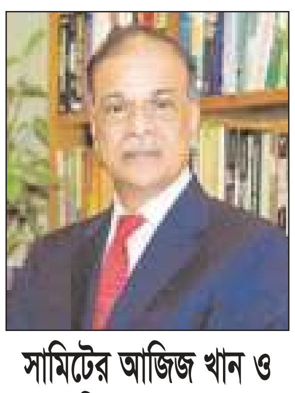

সামিটের আজিজ খান ও তার পরিবারের ১৯১ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতির অভিযোগে সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান ও তার পরিবারের ১৯১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন

২-এর পাতায় দেখুন

দেশে কঠিন হয়ে পড়ছে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা

স্টাফ রিপোর্টার : মিটারগেট ইঞ্জিনের তীব্র সঙ্কটে কঠিন হয়ে পড়ছে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা। ইঞ্জিন সংকটের কারণে ট্রেন চলাচলে পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে সবচেয়ে বেশি হিমশিম খাচ্ছে। ওই অঞ্চলে প্রতিদিন অন্তত ১১৬টি ইঞ্জিনের প্রয়োজন হলেও বিপরীতে মাত্র ৭০ থেকে ৭২টি ইঞ্জিনের বরাদ্দ মিলছে। যাত্রী পরিবহন ট্রেনের ইঞ্জিনে সবচেয়ে বেশি সংকট। প্রয়োজনীয় ৭২টির বিপরীতে মিলছে ৫৩টি। তাছাড়া জ্বালানি তেল, কনটেইনার এবং সার পরিবহনের জন্য ১৪টি ইঞ্জিন দরকার হলেও পাঁচ থেকে ছয়টি ইঞ্জিনের বরাদ্দ মিলছে। স্টেশন ও ডিপোতে ট্রেন শান্টিংয়ের জন্য ১২ থেকে ১৩ ইঞ্জিন সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখতে হয়। কিন্তু সেখানেও ইঞ্জিন সংকট রয়েছে। ইঞ্জিন সংকটে আটকে রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য পরিবহনও। বাংলাদেশ রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, নতুন করে ৩০টি ইঞ্জিন কক্সবাজার রুটের জন্য কেনার কথা থাকলেও তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। অথচ ইতিমধ্যে ঢাকা-কক্সবাজার, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ও ঢাকা-জয়দেবপুর রুটে ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়েনি। যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনের জোগান দিতে পণ্যবাহী ও তেলবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনে টান পড়েছে। অথচ সমপ্রতি নতুন কিছু যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করা হয়েছে। আর নিয়মিত ট্রেনের ইঞ্জিনের পাশাপাশি শান্টিং (বগি ডিপো থেকে আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হওয়া ইঞ্জিন) কাজে এবং কোনো ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দিলে সাপোর্ট ইঞ্জিন রাখতে হয়। তাতে বাড়তি ইঞ্জিন

২-এর পাতায় দেখুন

বাড়তে থাকবে তাপমাত্রা সপ্তাহান্তে বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা দুটোই বেড়েছে। এরই মধ্যে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠে গেছে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। সামনের দিনগুলোতে আরও বাড়বে এই তাপমাত্রা। তবে, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য স্বস্তির খবর, সপ্তাহের শেষদিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে এ অঞ্চলে। রোববার (৯ মার্চ) সকালে আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত সবশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়া অফিস বলছে, তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। এর মধ্যে রোববার (৯ মার্চ) সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা এক থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।

২-এর পাতায় দেখুন

কমে গেছে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সবচেয়ে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। কিন্তু কাপ্তাই হ্রদে পানি কমে যাওয়অয় কমে গেছে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদনও। ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাঁচটি ইউনিটের দৈনিক ২৪২ মেগাওয়াট সক্ষমতা থাকলেও বর্তমানে একটি ইউনিটে কেবল ৪০ মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে। আর চলতি ফেব্রুয়ারিজুড়েই ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে কেন্দ্রটি। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) এবং কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে বর্তমানে আরো বেশি উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও সারা বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কাপ্তাই হ্রদের পানি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। যে কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমানো হয়েছে। কারণ আগামী মার্চ-এপ্রিলের দিকে হ্রদের পানি আরো কমলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫-৩০ মেগাওয়াটে নামতে পারে। দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর কাপ্তাই হ্রদের পানি কর্ণফুলী নদীতে ছাড়া হয়। আবার কর্ণফুলীর পানি শোধনাগারে পরিশোধন করে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সরবরাহ করে চট্টগ্রাম ওয়াসা। কর্ণফুলীর পানি বছরজুড়ে প্রবাহিত না হলে সমুদ্রের পানির প্রভাবে নদীর লবণাক্ততা বাড়তে পারে। তাতে ওয়াসার পানি পরিশোধন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা থাকে। তাই চট্টগ্রাম নগরে পানি সরবরাহের সঙ্গে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদনের সম্পর্ক থাকায় বছরজুড়েই বিদ্যুৎ উৎপাদন সচল রাখতে হয়। সূত্র

২-এর পাতায় দেখুন

এপ্রিল থেকে স্থগিত থাকা স্মার্ট কার্ড বিতরণ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : চলমান ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম শেষ করার পর আগামী ১২ এপ্রিল থেকে স্থগিত থাকা স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বিতরণ শুরু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইসির মাসিক সমন্বয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইসির আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা সোমবার ॥ ১০ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

সিরিয়ায় তিনদিনে আসাদপন্থী গোষ্ঠীর ৭৪৫ বেসামরিক সদস্যকে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ায় পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল ও লাতাকিয়ার পার্বত্য এলাকায় ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের অনুগত আলাউইত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ও তাদের মিত্র গোষ্ঠীগুলো। লাগাতার এ অভিযানে গত তিনদিনে জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীটির ৭৪৫ বেসামরিক সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। রোববার (৯ মার্চ) সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি ও রয়টার্স। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী ও তাদের মিত্র গোষ্ঠীগুলোর অভিযানকালে বিভিন্ন স্থানে তাদের সঙ্গে বাশার আল-আসাদের অনুগত যোদ্ধাদের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে সহিংসতায় এখন পর্যন্ত সিরিয়ায় এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এরমধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে ১২৫ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং বাশার আল-আসাদের অনুগত ১৪৮ জন যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। এর আগে, সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কর্নেল হাসান আব্দুল গনি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে লাতাকিয়ায় যুদ্ধরত আসাদের অনুগতদের প্রতি একটি সতর্কবার্তা জারি করেন।

তিনি বলেন, হাজার হাজার মানুষ তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আবার কেউ কেউ খুনি এবং অপরাধীদের রক্ষায় পালিয়ে যাওয়ার ও মৃত্যুর জন্য জোর দিচ্ছে। পছন্দটি স্পষ্ট; আপনার অস্ত্র জমা দিন অথবা অনিবার্য পরিণতির মুখোমুখি হোন। এ অবস্থায় সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার ক্ষমতার জন্য এই অঞ্চলটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে প্রচারিত এক বক্তব্যে আসাদপন্থীদের উদ্দেশে শারা বলেন, আপনারা সিরীয় নাগরিকদের ওপর আক্রমণ এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। আপনাদের অস্ত্রগুলো জমা দিন এবং দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আত্মসমর্পণ করুন। এদিকে আলাউইত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলছেন, আসাদের পতনের পর থেকে তাদের সম্প্রদায় সহিংসতা ও আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিশেষ করে, হোমস ও লাতাকিয়ার গ্রামীণ এলাকাগুলো এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারপন্থী যোদ্ধারা আলাউইত সম্প্রদায়ের সদস্যদের 'মৃত্যুদণ্ড কার্যকর' করার মতো করে হত্যা করেছে। এ ছাড়া তাদের বাড়িঘর এবং সম্পত্তিও লুটপাট করা হয়েছে। সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল লাতাকিয়া ও তারতুসে শনিবার পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়। আলাউইত সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়

৭-এর পাতায় দেখুন

আদালত চত্বরে অবস্থান ধর্ষকদের ফাঁসির দাবি আসামিপক্ষে দাঁড়াবেন না কোনও আইনজীবী

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরার ধর্ষিত শিশুর আসামিদের ফাঁসির দাবিতে আদালত চত্বরে অবস্থান নিয়েছেন মাগুরার ছাত্র-জনতা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর ধর্ষকের ফাঁসি আদেশ না হওয়া পর্যন্ত তারা অবস্থান থেকে নড়বেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল রোববার সকালে বিক্ষোভ মিছিল শেষে তারা মাগুরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে অবস্থান নেন। সমাবেশে যোগ দেওয়া মাগুরা জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শায়ের হাসান টগর বলেন, 'আমরা কথা দিচ্ছি ধর্ষকদের পক্ষে মাগুরার কোনও আইনজীবী আদালতে দাঁড়াবে না।' সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'অতীতে পার পেয়ে গেছে বলেই এখন এমন দুঃসাহস দেখাচ্ছে ধর্ষকরা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের ফাঁসি দিতে হবে অন্যথায় আমরা এখান থেকে যাবো না।' সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার সেলিম হোসেন, সাদিয়া ইসলাম, রকিবুল ইসলাম, সুবর্ণা প্রমুখ। প্রসঙ্গত, গত বুধবার রাতে শহরের নিজনান্দুয়ালী এলাকায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার শিকার হয় মেয়েটি। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিশুটিকে প্রথমে মাগুরা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত

৭-এর পাতায় দেখুন

নৈতিক শিক্ষার অভাবেই মাগুরায় এমন ঘটনা ঘটেছে : জামায়াত আমির

স্টাফ রিপোর্টার : সমাজে নৈতিক শিক্ষা নেই বলেই মাগুরায় নিজ আত্মীয়ের হাতে শিশু নিপীড়নের এমন ঘটনা ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, যে শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা, আমরা সেটিকে সমর্থন করব। ৯১ শতাংশ মুসলমানের দেশে শিক্ষা হতে হবে ইসলামী চেতনার শিক্ষা। এটি ছাড়া সমাজ ভালোভাবে চলবে না সেটি প্রমাণিত। তাই বলতে চাই ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার জন্য এগিয়ে যেতে চাই। রোববার (৯ মার্চ) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষক প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, আজকে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন তাদের ছাত্রদের সামনে, তাদের দাবি আদায়ের জন্য। কারণ শিক্ষকরা যাদের কাছে দাবি আদায়ের জন্য অনুরোধ করছেন, তারাই একদিন এই শিক্ষকদের ছাত্র ছিলেন। তাহলে কেন আজকে শিক্ষকদের তাদের ছাত্রদের সামনে অসহায়ের মতো হাত পাততে হচ্ছে। তিনি বলেন, আপনি আজকে যত বড় সচিব, সেনা কর্মকর্তাসহ যেই হন না কেন, একদিন কিন্তু আপনারা এই শিক্ষকদের ছাত্র ছিলেন। তবে আজকে মানুষের মতো মানুষ না হয়ে এই দশার কারণ কী। কারণ একটাই, শিক্ষাটা ভালো ছিল না। তাই সামনে এই শিক্ষাটাকে ঠিক করতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর ড. এম কোরবান আলী। সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট সদস্য ও বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি অধ্যাপক এবিএম ফজলুল করিম।

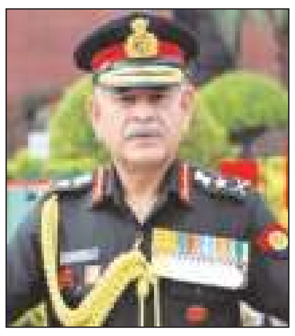

বাংলাদেশে সরকার বদলে সম্পর্কের পরিবর্তন হতে পারে: ভারতীয় সেনাপ্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশে সরকার বদল হলে ঢাকা-নয়াদিল্লি সম্পর্কেরও পরিবর্তন হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। শনিবার (৮ মার্চ) ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে এক ইন্টারেক্টিভ অধিবেশনে এ মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় পাকিস্তান ও চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় সেনাপ্রধান বলেন, উভয় দেশের মধ্যে উচ্চ মাত্রার যোগসাজশ রয়েছে এবং এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। এর

৭-এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণের শিকার শিশুটির সব ছবি অপসারণের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটির সব ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিটিআরসি কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। রোববার (৯ মার্চ) বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ স্ব-প্রণোদিতভাবে এই আদেশ দেন। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন আদালতের নজরে আনেন ব্যারিস্টার মাহসিব হোসাইন। শুনানিকালে তিনি শিশুটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আরজি জানান। এদিকে এ ঘটনায় মামলা করেছেন শিশুটির মা। মামলার এজাহারে তিনি অভিযোগ করেন, মেয়ের স্বামীর সহায়তায় তার বাবা (শ্বশুর) শিশুটিকে ধর্ষণ করে। বিষয়টি মেয়ের শাশুড়ি ও ভাসুর জানতো। পরে ঘটনা ধামাচাপা দিতে শিশুটিকে হত্যাচেষ্টা চালানো হয়।শনিবার (৮ মার্চ) সকালে বড় বোন ও বাবাকে দিয়ে মাগুরা সদর থানায় এজাহার পাঠান শিশুটির মা। সেই অনুযায়ী বেলা ৩টার দিকে মামলা রেকর্ড হয়। মামলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ (৪) এর ক/৩০ ধারায় ধর্ষণ ও ধর্ষণের মাধ্যমে আহত করার অভিযোগ করা হয়। মামলায় শিশুটির বোনের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও ভাসুরকে আসামি করা হয়েছে। তারা আগে থেকেই পুলিশের হেফাজতে ছিল। পরে তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়। আট বছরের এই শিশুটি বুধবার (৫ মার্চ) বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গভীর রাতে ধর্ষণের শিকার হয়। শিশুটিকে প্রথমে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেও তার অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। ৬ মার্চ রাতে অচেতন অবস্থায় শিশুটিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে শুক্রবার (৭ মার্চ) রাতে শিশুটিকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। শনিবার (৮ মার্চ) বিকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে শিশুটিকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়েছে।

ভারতের কারাগারে বন্দি বাংলাদেশির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ১৮ মাস ধরে ভারতীয় কারাগারে বন্দি সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত মো. আশরাফ হোসেন (৪৮) শ্যামনগর উপজেলার কৈখালী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে। 'অসুস্থতাজনিত কারণে' গত ৬ মার্চ রাতে পশ্চিমবঙ্গের দমদম জেলখানায় তার মৃত্যু হয়। কৈখালী ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আলীর দেওয়া তথ্যে, শ্যামনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইএনও) রনী খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আশরাফের স্ত্রী নাছিমা বেগম বলেন, কাজের সন্ধানে ১৮ মাস আগে ভারতে যাওয়ার সময় আটক হন আশরাফ। এক পর্যায়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে তিন বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ৭ মার্চ তার মৃত্যুর খবর এসেছে। 'যোগাযোগের অভাবে' ঠিকমত তার চিকিৎসা করানো যাচ্ছিল না বলেও তিনি দাবি করেন। এদিকে ঘটনাটি জানতে পেরে গতকাল রোববার বিভিন্ন সহায়তা সামগ্রী

৭-এর পাতায় দেখুন

শিবগঞ্জে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

মোসাঃ শামসুন্নাহার সোহানা ষ্টাফ রিপোর্টারঃ "অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন, নারী ও কন্যার উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্যে- শিবগঞ্জে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শনিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও জাতীয় মহিলা সংস্থার আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান মোঃ আজাহার আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তৌফিক আজিজ, উপজেলা কৃষি অফিসার নয়ন মিয়া, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার উম্মে সুমাইয়া ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার শাহিন আকতারসহ অন্যরা। এছাড়া উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও নারীরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরার গণহত্যা আতিকসহ ১০ জনের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরায় গণহত্যার ঘটনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামসহ মোট ১০ আসামির তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ১২ মে দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। রোববার (৯ মার্চ) দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শুনানি শেষে এক ব্রিফিংয়ে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম এ তথ্য জানান। এর আগে সকালে রাজধানীর উত্তরায় জুলাই-আগস্ট গণহত্যার মামলায় সাবেক মেয়র আতিক, আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর মিয়া, উত্তরা পশ্চিম থানার আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোয়ার ইসলাম চৌধুরীসহ ১০ জনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। জুলাই-আগস্টে উত্তরা এলাকায় দুই শতাধিক ছাত্র-জনতাকে হত্যার ঘটনায় সম্পৃক্ততা ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে সাবেক মেয়র আতিকসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। এসব ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায়

৭-এর পাতায় দেখুন

জেদ্দায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তৌহিদ হোসেনের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : জেদ্দায় পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের সাইড লাইনে তারা এ বৈঠক করেন। রোববার (৯ মার্চ) ঢাকার পাকিস্তান হাইকমিশন এ তথ্য জানায়। উভয় পক্ষের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অনুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ঊর্ধ্বমুখী অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা পারস্পরিক স্বার্থের সব ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত হন। বৈঠককালে উভয় পক্ষই দুদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা তুলে ধরেন বিশেষ করে বাণিজ্য, জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা

৭-এর পাতায় দেখুন

রোববার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের নাম শহীদ মীর মুগ্ধ তোরণ উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

সাবেক বিডিআর সদস্যসহ কেন্দ্রীয় কারাগারের দুই বন্দির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাবেক বিডিআর সদস্যসহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) দুই বন্দির মৃত্যু হয়। তারা হলেন, সাবেক বিডিআর সদস্য শেখ জোবায়ের হোসেন (৬৫) ও কারাবন্দি শামসুল আলম (৪৪)। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান। হাসপাতাল ও কারাসূত্রে থেকে জানা গেছে, গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সাজাপ্রাপ্ত কারাবন্দি সাবেক বিডিআর সদস্য শেখ জোবায়ের হোসেন। তাকে গত ৫ মার্চ রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার দরগাইপুর গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে শেখ জোবায়ের। অপর দিকে, অসুস্থতার কারণে গত ৪

৭-এর পাতায় দেখুন

পানিতে ডুবে মারুফ নামে এক শিশুর মৃত্যু

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি, ষ্টাফ রিপোর্টার : তত্তিপুর ব্রিজের নিচে পাগলা নদীতে গরু ধোয়াতে গিয়ে মারুফ নামে ১১ বছরের শিশুর পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে,৮ ই মার্চ ২০২৫ সকাল দশটার সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার একতা মোড় উজিরপুর গ্রামের বাদল আলীর ছেলে মোঃ মারুফ আলী তত্তিপুর ব্রিজের নিচে গরু ধোয়াতে গেলে নিখোঁজ হয়,স্থানীয়রা আধা ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর তাকে শিবগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মঞ্জিলা আক্তার বলেন,মারুফ নামে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মৃত্যু হয়।

সারাদেশে আজ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে ছাত্রদল

স্টাফ রিপোর্টার : দেশব্যাপী নারীদের ওপর সহিংসতা, নিপীড়ন, ধর্ষণ, অনলাইনে হেনস্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি ও বিচারহীনতার প্রতিবাদে আজ সোমবার সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে ছাত্রদল। গতকাল রোববার ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক (সহ-সভাপতি পদমর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলমের পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। বার্তায় বলা হয়েছে, দেশব্যাপী নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নিপীড়ন, ধর্ষণ, অনলাইনে হেনস্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি ও বিচারহীনতার

৭-এর পাতায় দেখুন

পুরান ঢাকায় বোন জামাইয়ের কাঁচির আঘাতে আহত ব্যবসায়ীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পুরান ঢাকার ইসলামপুরে বোন জামাইয়ের কাঁচির আঘাতে আহত ব্যবসায়ী সেলিম রাজা (৪০) মারা গেছেন। গত শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান। বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার নুরুল হক মুন্সির ছেলে সেলিম। বর্তমানে পুরান ঢাকা ইসলামপুরের আশেক লেনে পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। নিহতের বড় ভাই মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'সেলিম কাপড়ের ব্যবসা করতো। টাকা-পয়সা লেনদেন নিয়ে ছোট বোনের জামাই সুমনের সঙ্গে বেশকিছু ধরে মনমালিন্য চলছিল সেলিমের। গত শুক্রবার বিকালে বিষয়টি

৭-এর পাতায় দেখুন

হিলিতে কমেছে বেগুন শসা ও লেবুর দাম

হিলি প্রতিনিধি : তিন দিনের ব্যবধানে দিনাজপুরের হিলিতে কমেছে বেগুন, শসা ও লেবুর দাম। বর্তমানে বেগুন কেজি প্রতি প্রকারভেদে ৫ থেকে ১০ টাকা কমে ৪০ থেকে ৫০ টাকা, শসা কেজি প্রতি ১০ টাকা কমে ৩০ টাকা, খিরা কেজি প্রতি ১০ টাকা কমে ২০ টাকা এবং লেবু হালি প্রতি ১৫ টাকা কমে ২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে কমতে শুরু করেছে দাম বলছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা। রমজান মাসে দাম কমাতে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ ক্রেতাদের মাঝে। রোববার (৯ মার্চ) দুপুরে হিলির কাঁচাবাজার ঘুরে এ তথ্য পাওয়া যায়। হিলি বাজারে সবজি কিনতে আসা মোসলে উদ্দীন বলেন, কয়েক দিনের তুলনায় বর্তমানে বেগুন, শসা ও লেবুর দাম কমেছে। তবে বেগুনের দাম ২০ টাকার মধ্যে থাকলে ভালো হতো। রমজান মাসে বেগুন, শসার এবং লেবুর চাহিদা বেশি থাকে। কোন অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় দাম যেন বৃদ্ধি না করতে পারে নেই জন্য প্রশাসনের উচিত এই নিত্যপণ্যগুলোর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া। হিলি বাজারে সবজি বিক্রেতা আমিনুল ইসলাম বলেন, দেশের বিভিন্ন মোকামে বেগুন, শসা এবং লেবুর সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে দাম কিছুটা কমেছে। আমরা কম দামে কিনে কম দামে বিক্রি করছি। রমজান মাস উপলক্ষে এইসব নিত্যপণ্য বিক্রির অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। রমজান মাসে দাম বৃদ্ধি হবে না বলেও জানান তিনি।

সেহরির সময় চুলা জ্বালাতেই বিস্ফোরণ, একই পরিবারের ৬ জন দগ্ধ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে গ্যাসের চুলা জ্বালানোর সময় বিস্ফোরণে একই পরিবারের ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। রোববার (৯ মার্চ) ভোররাত ৪টার দিকে চাঁদপুর শহরের কোড়ালিয়া এলাকার রুস্তম বেপারী বাড়ির ৬ষ্ঠ তলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেহরির জন্য রান্নার চুলা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। দগ্ধদের মধ্যে আব্দুর রহমান (৫০), শানু বেগম (৪০), খাদিজা আক্তার (৩০) ও মঈন (১৬) নামে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কিছুটা কম দগ্ধ হয়েছেন এমন দুজন, ইমাম হোসেন (৩৫) ও দিবা আক্তার, চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, রোববার ভোররাতে

৭-এর পাতায় দেখুন

উৎপাদন ভালো হলেও লবণ নিয়ে চরম হতাশয় চাষিরা

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার সদরের চৌফলদণ্ডীর চাষি শাহজাহান মনির (৪৩) গত বছর লাভবান হয়ে এবার ৯ কানি (৪০ শতকে কানি) জমিতে লবণ চাষ করছেন। গত মৌসুমে তিনি চাষ করেছিলেন ৬ কানিতে। এবার মৌসুমের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় লবণের উৎপাদন ভালোই হচ্ছে। গত সোমবার (৩ মার্চ) পর্যন্ত ৯ কানিতে প্রায় এক হাজার মণ লবণ উৎপাদন হয়েছে। উৎপাদন ভালো হলেও লবণ নিয়ে চরম হতাশ তিনি। কারণ উৎপাদন খরচের চেয়ে ১৫০-১৬০ টাকা কম দামে লবণ বিক্রি হচ্ছে। গত এক সপ্তাহ ধরে মাঠে লবণ বিক্রি হচ্ছে ৩২০-৩২৫ টাকা মণ। পরিবহন ও মধ্যস্বত্বভোগী মিলে মণে আরও খরচ পড়ে ১০০ থেকে ১১০ টাকা। অথচ এক মণ লবণ উৎপাদনে খরচ পড়ছে ৩৬০-৩৮০ টাকা। যেখানে প্যাকেটজাত লবণ ৪০-৪৫ টাকা কেজি কিনতে হয়, সেখানে মাঠে উৎপাদিত লবণ বিক্রি করে কেজিপ্রতি দাম মিলছে ৬ টাকা। ফলে এবার বাড়তি দামে জমি লিজ নেওয়া, লেবার ও অন্যান্য খরচ ওঠাতো দূরে থাক, উল্টো ধার-দেনায় শ্রমিক বিদায় করতে হবে বলে মনে করছেন শাহজাহান। শুধু তিনি নন, এই একই চিত্র ঈদগাঁওয়ের পোকখালী, গোমাতলী, চকরিয়া, পেকুয়া, মহেশখালী, বাঁশখালী, আনোয়ারা, টেকনাফ, সদরের ভারুয়াখালী, খুরুশকুল এলাকায় মাঠে থাকা সব লবণচাষির। ঈদগাঁওয়ের গোমাতলীর লবণচাষি রিদুয়ানুল হক বলেন, চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই লবণের দাম গত মৌসুমের চেয়ে কম। এর ধারাবাহিকতা এখনো বিদ্যমান। এক মণ লবণ বিক্রি করে ২২০টাকা পেতে কষ্ট হচ্ছে। এতে প্রতি মণ লবণের বিপরীতে চাষিদের ১৬০ হতে ১৮০ টাকার মতো লোকসান হচ্ছে। প্রতি মণ লবণ উৎপাদনে খরচ পড়ছে প্রায় ৩৬০-৩৮০টাকা। এ অবস্থা শেষ পর্যন্ত চলতে থাকলে চাষিদের পথে বসতে হবে। লবণের দাম কমার বিষয়ে আরেক চাষি সাইফ উদ্দিন বলেন, মিল মালিকরা সিন্ডিকেট করে লবণের দাম কমিয়ে দিয়েছেন। সিন্ডিকেটের বাইরে গিয়ে লবণ বিক্রির সুযোগ নেই। উৎপাদিত লবণ পোকখালী ও গোমাতলী থেকে নদীপথে কার্গো বোটে ইসলামপুর লবণ শিল্পাঞ্চলে পাঠানো হয়। চলতি মৌসুমে

৭-এর পাতায় দেখুন

শান্তিবাগে মুদি দোকানির দুই হাতের রগ কর্তন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার শান্তিবাগ এলাকায় এক মুদি দোকানে ঢুকে দোকানি রুহুল আমিনকে চোখ বেঁধে কোপানোর পাশাপাশি দুই হাতের রগ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার সকাল ৬টার দিকে পানির পাম্প সংলগ্ন বাসার নিচতলায় দোকান খোলার পর পরই হামলার শিকার হন তিনি। রুহুল আমিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় সকাল ৮টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক। তিনি বলেন, ৫৫ বছর বয়সী আহত ব্যবসায়ী রুহুল আমিন জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছে, তার অবস্থা গুরুতর। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দোকানির শ্যালক আমানউল্লাহ বলেন, দোকান খোলার পর কয়েকজন এসে রুহুল আমিনকে জিম্মি করে তার চোখ বেঁধে ছুরি দিয়ে দুই হাতের রগ

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

এপ্রিল থেকে স্থগিত থাকা স্মার্ট কার্ড

(আইডিইএ) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী জানিয়েছেন, ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান থাকায় স্মার্ট কার্ড বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সীমিত ছিল। এছাড়া কারিগরি যন্ত্রপাতিগুলো হালনাগাদ কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকায় বিতরণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ইসি জানায়, সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী দেশের মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। এর মধ্যে স্মার্ট এনআইডি পেয়েছেন ৬ কোটি ৯১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪৯ জন। বাকি ৫ কোটি ২৭ লাখ ৮১১ জন এখনও এই সেবা থেকে বঞ্চিত। ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর আগামী জুনে আরও একটি সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেখানে নতুনভাবে ৫০ লাখের বেশি ভোটার যুক্ত হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের ৩ অক্টোবর স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। তবে দীর্ঘ আট বছরেও দেশের সব নাগরিকের হাতে কার্ড পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

ঈদে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট

উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব এহসানুল হক।

ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে রাজু

ছড়াছড়ায় ধর্ষণের সেঞ্চুরি করা হয়েছে। ধর্ষক রাজনৈতিক দল এবং নির্বাহী ক্ষমতা যারা ছিল তারা তাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। ভোট না দেওয়া কারণে উলঙ্গ করে ভিডিও বানিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, দেশে চলমান এসব ধর্ষণের সুরাহা হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও এ বিষয় সচেতন হতে হবে। তাদের নেতাকর্মীদের সচেতন করতে হবে। ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সমাবেশে এক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা প্রতিবাদ করা না পর্যন্ত ধর্ষকদের কেন বিচার শুরু হয় না? অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে আমরা দায়িত্ব তুলে দিয়েছি। আপনারা কোনও দলীয় সরকার নন। এরপরে ধর্ষকদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারছেন না। প্রতিটি ধর্ষিত হবার পেছনে আমরা দায়ি। তাদের ধর্ষণের বিচারের জন্য আমরা রাস্তায় নামবো। এর আগে ঢামেক শিক্ষার্থীরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজু ভাস্কর্যে এসে জড়ো হয়। বিক্ষোভ মিছিলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাধিক শিক্ষক সংহতি জানিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

বাড়তে থাকবে তাপমাত্রা সপ্তাহান্তে

একইসঙ্গে সামান্য বাড়তে পারে রাতের তাপমাত্রা। এ ছাড়া আগামীকাল সোমবার ও পরদিন মঙ্গলবারও ধারাবাহিকভাবে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বা আগামী সপ্তাহের শুরুতে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। এতে আরও বলা হয়েছে, রোববার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। এদিন ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দেশে কঠিন হয়ে পড়ছে ট্রেন

লাগছে। সূত্র জানায়, রেলওয়ের ইঞ্জিন মেরামতের সবচেয়ে বড় কারখানা পার্বতীপুরে কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা। তাছাড়া চট্টগ্রামে পাহাড়তলী, ঢাকা ও পার্বতীপুরে তিনটি ডিজেলশপ রয়েছে। সেখানেও ইঞ্জিন মেরামত হয়ে থাকে। তবে পার্বতীপুরে সবচেয়ে বড় আকারে মেরামত হয়ে থাকে। কিন্তু ওসব কারখানাগুলোয় দক্ষ কর্মী কমে গেছে। ফলে সঠিকভাবে মেরামত হচ্ছে না। আর এর প্রভাব ট্রেন পরিবহনে পড়ছে। পার্বতীপুরে থাকা দেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানায় মোট জনবল ৭২৪ জন জনবলের মধ্যে মাত্র ২১০ জন রয়েছে। আবার তাদের মধ্যে অভিজ্ঞরা অবসরে চলে গেছেন। ইঞ্জিন মেরামতের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি ভোগাচ্ছে। আবার জনবল নিয়োগ বন্ধ থাকা এবং পদোন্নতি নীতিমালার সমস্যার কারণে ওপরের পদগুলোয় পদোন্নতি দেয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। বর্তমানে মেরামতের জন্য থাকা ১১টি ইঞ্জিনের মধ্যে ১০টি মিটারগেজের এবং একটি ব্রডগেজের। আর ইঞ্জিন মেরামতে ৮০ শতাংশ বিদেশি উপকরণ সরবরাহ করার কথা থাকলে সরবরাহ করা হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। যথারীতি কম গুণগতসম্পন্ন উপকরণ দিয়ে মেরামতের কারণে সেগুলো আবার দ্রুত অকেজো হয়ে পড়ছে। সূত্র আরো জানায়, ল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের হয়ে ১৯৫৩, ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সাল যুক্ত হয়েছিল ২০০০ সিরিজের মিটারগেজ ডিজেল-বৈদ্যুতিক ৪০টি ইঞ্জিন। ৭১ বছরের পুরনো ওসব ইঞ্জিনের মধ্যে ছয়টি এখনো রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগে ব্যবহার হয়। তবে সেগুলোর মধ্যে দুটি শুধু ট্রেন শান্টিংয়ের কাজে ব্যবহার হয়। বাকি চারটি পাহাড়তলী রেলওয়ে লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপে পড়ে আছে। পরে ৬১ থেকে ৬৪ সালে আমেরিকা থেকে আসে ২৫টি ইঞ্জিন, ২৩০০ সিরিয়ালের ২৪টি ইঞ্জিন কানাডা থেকে আসে ১৯৬৯ ও ৭০ সালে। একই দেশ থেকে ১৯৭৮ সালে ২৪০০ সিরিয়ালের ১২টি ইঞ্জিন আসে। ১৯৮১ সালে জাপান থেকে ২৫০০ সিরিয়ালের ১৮টি, ১৯৮৮ সালে কানাডা থেকে ২৬০০ সিরিয়ালের ১৬টি, ১৯৯৪ ও ৯৫ সালে জার্মানি থেকে ২৭০০ সিরিয়ালের ২১টি, ১৯৯৬ সালে ভারত থেকে ২৮০০ সিরিয়ালের ১০টি, ১৯৯৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত- দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ২৯০০ সিরিয়ালের ৩৯টি এবং ২০২০ সালে একই দেশ থেকে ৩০০০ সিরিয়ালের ৩০টি ইঞ্জিন কেনা হয়েছে। সব মিলিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়েতে এ পর্যন্ত ৩৩৮ ইঞ্জিন কেনা হলেও অনেক ইঞ্জিন আয়ুষ্কাল পার হয়ে গেছে। এখন ভঙ্গুর অবস্থায় বিভিন্ন শেডে পড়ে রয়েছে। তাতে ইঞ্জিনের সংকট দেখা দিয়েছে। এদিকে এ বিষয়ে পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. সবুক্তগীন জানান, লোকোমোটিভ কারখানাগুলোতে দ্রুত ইঞ্জিন মেরামত করে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। কারখানাগুলো শিগগিরই কিছু ইঞ্জিন সরবরাহ করবে। তখন হয়তো এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) আহমেদ মাহবুব চৌধুরী জানান, এখনই সমাধান নেই। আপাতত ইঞ্জিন মেরামত করেই চালানো হবে। কক্সবাজার রুটের জন্য ৩০টি ইঞ্জিন কেনার প্রস্তাবনা রয়েছে। ওসব ইঞ্জিন কেনা হলে হয়তো সমাধান হতে পারে।

আজ আবেদন আহ্বান

ইসিতে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৪৯। প্রতি সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নতুন দলের নিবন্ধন দিতে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন আহ্বান করে ইসি। জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া প্লাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সম্প্রতি 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করেছেন। এছাড়া আরও কিছু নতুন দল হয়েছে এরই মধ্যে। এই গণবিজ্ঞপ্তি জারি হলে সবাই নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারবে।

সামিটের আজিজ খান ও তার

ঢাকার একটি আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (৯ মার্চ) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এই আদেশ দেন। আজিজ খান গোপালগঞ্জ-১ আসনের সাবেক আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) ফারুক খানের ভাই। আদালত যে ১৯১টি অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে জমা রয়েছে ৪১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর আদালতে দুদকের পক্ষে আবেদন উপস্থাপন করেন। আদালতে দাখিল করা আবেদনে দুদক উল্লেখ করেছে, সামিট গ্রুপ এবং তাদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগের তদন্ত চলছে। তদন্তে দেখা গেছে, আজিজ খান ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা অ্যাকাউন্টগুলোতে বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে, যা অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক। দুদক আরও জানায়, এই অর্থ যেকোনো সময় তুলে ফেলা বা বিদেশে পাচারের আশঙ্কা রয়েছে। তাই, অর্থপাচার বা লুকানোর সম্ভাবনা রোধে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর আদালতে দুদকের পক্ষে আবেদন উপস্থাপন করেন। আদালতে দাখিল করা আবেদনে দুদক উল্লেখ করেছে, সামিট গ্রুপ এবং তাদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগের তদন্ত চলছে। তদন্তে দেখা গেছে, আজিজ খান ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা অ্যাকাউন্টগুলোতে বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে, যা অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আজিজ খান ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করে এবং গত বছরের ৭ অক্টোবর ব্যাংকগুলোকে আজিজ খান ও তার পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যবসায়ী আজিজ খান সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ব্যবসায়ীর একজন হিসেবে পরিচিত।

ঈদ উপলক্ষে অগ্রিম বেতন পাচ্ছেন

মার্চ-২০২৫ মাসের বেতন ভাতাদি এবং অবসরপ্রাপ্ত পেনশনারদের মার্চ-২০২৫ মাসের অবসর ভাতা ২৩ মার্চ দেওয়া হবে।

নির্ধারিত ১০০ কূপ প্রকল্প থেকে ৭টি

ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৫ হাজার ৭২২ কোটি টাকা ও সরকারি তহবিল থেকে ১৩ হাজার ৩২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২৬ সালে শুরু করে ২০২৮ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেখান থেকে ৭টি কূপ এগিয়ে আনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, ১০০ কূপ প্রকল্পে অনেকগুলো পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ১০০ কূপের মধ্যে একটি অগ্রাধিকার তালিকা করা হয়েছে। যেসব কূপে সফলতার সম্ভাবনা বেশি, যেখানে গ্যাস পেলে দ্রুত পাইপলাইনে দেওয়া যাবে এমন কিছু কূপ এই তালিকায় থাকছে। ওই তালিকায় বাপেক্সের ৯টি এবং এসজিএফএল ও বিজিএফসিএল এর ৫টি কূপ থাকছে বলে জানা গেছে। বাপেক্সের ৯টি কূপের জন্য পৃথক ৩টি ডিপিপি করার হয়েছে। সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বেগমগঞ্জ-৫ ও ৬, সুনেত্র-২ প্রকল্পের ডিপিপি। প্রকল্পটির ডিপিপি একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বেগমগঞ্জ-৭, চরলক্ষা-১ ও সেমুতাং-১ এর ফিজিবিলিটি চলমান, প্রায় একই ধাপে রয়েছে সুবর্ণচর-১, নোয়াখালী-১ ও সুন্দলপুর-৫। পেট্রোবাংলার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, ৬৯ কূপের মধ্যে প্রায় অর্ধেক রয়েছে নির্ভরশীল কূপ। অনেকটা এমন অনুসন্ধান কূপে গ্যাস পাওয়া গেলে সেখানে উন্নয়ন কূপ করা হবে। সে কারণে প্রকৃত অর্থে ৩৫টির বেশি কূপ এই মুহুর্তে খনন করার সুযোগ নেই। প্রথম ধাপে ৩৫টির মতো হয়ে গেলে পরেরগুলো খনন করতে হবে। যেমন জকিগঞ্জ-২ সফল হলে জকিগঞ্জ-৩ কূপ খনন করা হবে। বর্তমানে ৪৮ কূপ খনন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। যদিও পরে কূপের সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ কূপ করা হয়েছে। ২০২৫ সালে শেষ হতে যাওয়া ওই প্রকল্পে বাপেক্সের ১৭টি কূপ ছিল পরে ১টি কূপ বাড়িয়ে ১৮ করা হয়েছে। এসব কূপের মধ্যে ১০টি খনন শেষ হয়েছে। কাজ চলমান রয়েছে জামালপুর কূপের, শিগগিরই শুরু হবে শ্রীকাইল-৫, সুন্দলপুর-৪ ও সুন্দলপুর সাউথ-১। উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ভোলা নর্থ-৩ ও ৪, শাহবাজপুর-৫ ও ৭ শাবাজপুর নর্থ ইস্ট-১ খনন প্রকল্পের। ৫০ কূপ খনন প্রকল্পে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে জকিগঞ্জ-১ ও ২। জকিগঞ্জের জন্য এখন ডিপিপি চূড়ান্ত করতে পারেনি বাপেক্স। থ্রি-ডি রিপোর্টের কারণে বিলম্বিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। দেশে গ্যাস সংকটের জন্য অনুসন্ধান স্থবিরতাকেই দায়ী করে আসছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। পেট্রোবাংলার কয়েক দশকের ঢিলেমির কারণে সমালোচনায় মুখর ছিলেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে ১১২ বছরে অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে কমবেশি ৯৯টি। আর ৩ বছরে ৬৯টি কূপ খনন করতে চায় পেট্রোবাংলা। একে অনেকে উচ্চাভিলাষী মনে করলেও খুবই জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম বলেছেন, একটি কূপে গ্যাস পাওয়া না গেলে হৈচৈ শুরু করলে চলবে না। ১০টির মধ্যে ৮টি ড্রাই হলে ফেলে আসবো তাহলে সম্ভব না। রাজস্থানে ইউনোকল টানা ১৩টি কূপ খনন করে ড্রাই পায়। এরপর কোম্পানির সদরদফতর বলেছিল আর কূপ খনন না করতে, কিন্তু জিওলজিষ্ট অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে চৌদ্দ নম্বর কূপ খনন করে ভারতের সবচেয়ে বড় খনি আবিস্কার করেছে। পেট্রোবাংলার ১০০ কূপ খনন প্রকল্প সংক্রান্ত সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন ভূইয়া বলেছিলেন, ২৫টি কূপ খনন করে যদি ব্যর্থ হন, যদি ছাব্বিশ নম্বর কূপে গ্যাস পাওয়া যায়, তার দাম অনেক বেশি। খরচের কয়েকগুন উঠে আসবে।

কমে গেছে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ

জানায়, কাপ্তাই হ্রদের পানি পরিমাপের রুল কার্ড (সময়সূচিভিত্তিক পানি ওঠানামার মাপ) অনুযায়ী হ্রদে পানি রয়েছে ৮৯ দশমিক ৫ মিন সি লেভেল (এমএসএল)। যদিও স্বাভাবিকভাবে পানি থাকার কথা ৯৩ দশমিক ৯০ এমএসএল। রুল কার্ডের হিসাবেই বর্তমানে হ্রদে সাড়ে ৪ এমএসএল পানি কম রয়েছে। তবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা রাঙ্গামাটি জেলায় বড় ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা না থাকায় হ্রদের পানি বাড়ার সুযোগ নেই। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনাও নেই। এর আগে ২০২৪ সালের আগস্টের শেষ দিকে ও সেপ্টেম্বরের শুরুতে ভারি বৃষ্টিপাত ও উজানের ঢলে কাপ্তাই হ্রদে সর্বোচ্চ সীমা ১০৮ দশমিক ৬৯ এমএসএল পানি সংরক্ষিত হয়। তখন হ্রদের পানির ভারসাম্য ঠিক রাখতে কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি স্লুইস গেট বা স্পিলওয়ে খুলে দেয়া হয়। আগস্টের দিকে পাঁচ ইঞ্চি করে স্লুইস গেট খোলা রাখা হলেও সেপ্টেম্বরে হ্রদের পানি বাড়ায় সর্বোচ্চ পাঁচ ফুট পর্যন্ত খুলে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। তখন কেন্দ্রটির পাঁচ ইউনিট দিয়ে উৎপাদন হয় ২২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। সূত্র আরো জানায়, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ মাত্র ৩০-৪০ পয়সা (সব ইউনিট সচল রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়া সাপেক্ষে)। তবে ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টারের (এনএলডিসি) চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়ানো-কমানো হয়। গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পরিমাণ ব্যয় হয় তা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি। তাই ওই কেন্দ্রের উৎপাদন বাড়ানো গেলে বিপিডিবিরসার্বিক ব্যয় কম হয়। বর্তমানে কাপ্তাই হ্রদের পানি কমতে থাকায় ওই কেন্দ্রের উৎপাদন কমিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির একাধিক ইউনিট সচল রাখার সুযোগ থাকলেও বছরজুড়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে একটি ইউনিটে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্ণফুলী নদীতেও পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখা যাচ্ছে।

এদিকে বিগত ষাটের দশকে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলায় খরস্রোতা কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দেয়া হয়। তাতে গড়ে ওঠে বিস্তীর্ণ কৃত্রিম কাপ্তাই হ্রদ। পরে ১৯৬২ সালে বাঁধ দেয়া অংশে চালু করা হয় কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। কৃত্রিমভাবে হ্রদের পানি সংরক্ষণ করে এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। শুরুর দিকে কেন্দ্রটির উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ৮০ মেগাওয়াট। পরে ধাপে ধাপে সক্ষমতা বাড়িয়ে ২৪২ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়। এ উৎপাদনের পুরো বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যায়। কাপ্তাই হ্রদে বাঁধ দেয়া অংশে ১২ দশমিক ২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১১ দশমিক ৩ মিটার প্রস্থের ১৬টি জলকপাট বা স্লুইস গেট রয়েছে। সেগুলো একসঙ্গে প্রতি সেকেন্ডে ৫ লাখ ২৫ হাজার কিউসেক পানি নির্গমন করতে পারে। হ্রদে ১০৯ এমএসএলের (বিপৎসীমা) কাছাকাছি পানি হলে জলকপাট দিয়ে পানি নির্গমন করা হয়। এ বিষয়ে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী) এটিএম আব্দুজ্জাহের জানান, কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাঁচটি ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে একটি ইউনিটের উৎপাদন চালু রাখা হয়েছে। এক ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ৪০ মেগাওয়াট। কাপ্তাই হ্রদের পানি কমতে থাকায় আপাতত বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ নেই। উৎপাদন এর চেয়ে কমানোর পরিকল্পনাও আপাতত নেই, যদি বৃষ্টিপাত নাও হয়।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

দিয়ে পাগড়িকে না পাকী থেকে হেফাজত করা। যেমন হাদীসে এসেছে যে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ইমামতি করছিলেন, এমতাবস্থা জিবরীল (আঃ) এসে বললেন যে, আপনার জুতায় না পাকী আছে। তখন তিনি সালাতের মধ্যে জুতা খুলে ফেললেন ও সালাতে নিমগ্ন থাকলেন। এমন আরেকটি দৃষ্টান্ত হল কিবলা পরিবর্তনের মাছআলা। সকলে সালাতে মগ্ন ছিলেন। একজন এসে খবর দিলেন কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। সাথে সাথে সকলে সালাতের মধ্যেই ঘুরে গেলেন। আর হারাম নড়াচড়া বলতে বুঝায় কোন ধরনের প্রয়োজন ছাড়া অনর্থক অধিক নড়াচড়া করা। এতে সালাত বাতিল হয়ে যায়। যা সালাত বাতিল করে তা সালাতের মধ্যে করা হারাম বলেই গণ্য এবং আল্লাহর হুকুমের সাথে বিদ্রূপ করার শামিল। আর মুস্তাহাব নড়াচড়া হল সালাতের মধ্যে কোন মুস্তাহাব আমল সম্পাদন করার জন্য যে সকল নড়াচড়া করার দরকার হয়। যেমন কেহ কাতার সোজা করার জন্য অথবা সামনের কাতারে স্থান পূরণ করার জন্য সামনে চলে গেল অথবা কাতারের খালি জায়গা পূরণ করার জন্য সরে দাঁড়াল। এ ধরনের কাজের জন্য নড়াচড়া করলে অসুবিধা নেই, কারণ ইহা সালাতের পূর্ণতার জন্য করা হয়। তাই তো হাদীসে এসেছে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা:) সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাকে ধরে পিছন দিক থেকে ডান পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর মুবাহ নড়াচড়া হল প্রয়োজনে নড়াচড়া করা। কম হোক বা বেশি। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়রত অবস্থায় তার নাতনী উমামাহ বিনতে জয়নবকে কোলে তুলে নিতেন, যখন তিনি সেজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন। এ হল প্রয়োজনে অল্প নড়াচড়া করার দৃষ্টান্ত। প্রয়োজনে অধিক নড়াচড়া করার দৃষ্টান্ত ও রয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে। বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীত ভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা শত্রুর আশঙ্কা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায়ে যত্নবান হবে, যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। সূরা বাকারা :২৩৮-৯ পথচলা অবস্থায় সালাত আদায় করলে অধিক নড়াচড়া করতে হয়। কিন্তু ইহা প্রয়োজনে, তাই তা সালাত ভঙ্গ করবে না। আর উপরে উল্লেখিত নড়াচড়া ব্যতীত যতপ্রকার নড়াচড়া আছে সবগুলো মাকরূহ নড়াচড়া বলে গণ্য। এর উপর ভিত্তি করে আমি ঐ ভাইকে বলব যাকে প্রশ্নকারী নড়াচড়া করতে দেখেছেন, আপনি যে নড়াচড়া করেছেন তা নিশ্চয়ই মাকরূহ। এতে সওয়াব কমে যায়। আর এক পা কে অপর পায়ের চেয়ে আগে বাড়ানো উচিত নয়। বরং সুন্নত হল আপনার দু পা সামন্ত রাল থাকবে। শুধু আপনার নয় সকল মুসল্লিদের পা সামন্ত-রাল থাকবে। কেননা কাতার সোজা করা ওয়াজিব। যদি তা ত্যাগ করা হয় তবে আল্লাহর রাসূলের অবাধ্যতা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের পিঠে ও কাঁধে হাত দিয়ে কাতার সোজা করে দিতেন আর বলতেন"তোমরা আলাদা হয়োনা যদি হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের অন্তর আলাদা করে দিবেন।' তিনি একদিন কাতার সোজা করার হুকুম জারি করার পর এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে তার বুক সামনে নিয়ে গেছে তখন বললেন : "হে আল্লাহর বান্দাগন! তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা রাখবে অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন।" আসল কথা হল কাতার সোজা করা ওয়াজিব। এ টা ইমাম ও মুক্তাদীর উভয়ের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

নারী হয়রানি ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে

হয়রানি ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। এ পর্যন্ত যত নারীর প্রতি সহিংসতা হয়েছে সেগুলোর তালিকা করে দ্রুত তদন্ত সম্পন্নপূর্বক আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দিয়েছি। তিনি বলেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ধর্ষণের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা হবে। কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে। নারীরা নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে ঘরে-বাইরে দায়িত্ব পালন করবে। এতে যারা তাদের বাধা দিতে আসবে, সহিংসতা করতে আসবে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না। জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন ও সোচ্চার থাকতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ লালন করতে হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা শিশুটির মাকে ফোন দিয়ে খোঁজখবর নেন ও সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, শনিবার শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

এবার ঈদে দীর্ঘ ছুটি

অনুযায়ী, দুটি ছুটির মাঝখানে ছুটি নেওয়ার নিয়ম নেই। তাই মাঝখানের কর্মদিবসগুলোতে ছুটি নিয়ে কেউ চাইলেই টানা ছুটি নিতে পারবেন না। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি শাখার একজন কর্মকর্তা জানান, কেউ শুধু ৩ এপ্রিল ছুটি নিতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে ৩ এপ্রিলের সঙ্গে পরবর্তী দুদিন (৪ ও ৫ এপ্রিল) ছুটি নিলে কেউ ২৯ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ৯ দিন ছুটি কাটাতে পারবেন। একইভাবে কেউ শুধু ২৭ মার্চও ছুটি নিতে পারবে না, এ ক্ষেত্রে কেউ ২৬ ও ২৭ মার্চ দুদিন ছুটি নিলে ২৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ছয়দিন ছুটি কাটাতে পারবেন। গ্রামের বাড়িতে থাকা প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে রেল, সড়ক ও নৌপথে রাজধানী ছাড়বেন অসংখ্য মানুষ। ফাঁকা হয়ে যাবে রাজধানী।

কুয়েতের বিনিয়োগকারীদের বিশেষ

অপরিশোধিত জ্বালানি আমদানি বাড়ানো নিয়ে আলোচনা করেন, যা দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশে একটি যৌথ উদ্যোগে অপরিশোধিত তেল শোধনাগার স্থাপনের জন্য কুয়েতকে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এবং উপসাগরীয় তেল-সমৃদ্ধ দেশটিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে সহযোগিতার সুযোগ অনুসন্ধানের পরামর্শ দেন। অধ্যাপক ইউনূস কুয়েতে বাংলাদেশি শ্রমিক বিশেষ করে নারী কর্মীদের জন্য আরও ভালো কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কুয়েতের সঙ্গে বাংলাদেশের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং কুয়েতে কর্মরত বাংলাদেশি সামরিক সদস্যদের পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন। উভয় পক্ষ অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের অংশীদারিত্ব পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আমরা বাণিজ্য, জ্বালানি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

দখলমুক্ত হলো সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের সেই বাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইল শহরে ছাত্র প্রতিনিধি পরিচয়ে সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জোয়াহেরুল ইসলাম জোয়াহেরের ছয়তলা বাড়িটি দখলমুক্ত করা হয়। গত গত শনিবার মারইয়াম মুকাদ্দাস মিষ্টি নামের ছাত্র প্রতিনিধি তালা ভেঙে শহরের ছোট কালীবাড়ি রোডের বাড়িতে 'মানসিক ভারসাম্যহীন' ব্যক্তিদের এনে রাখেন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুহুল আমিন শরিফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও পুলিশ জোয়াহেরুল ইসলামের বাসভবনে যায়। এরপর ওই বাড়ি থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষদের বের করে সন্তোষ বড়ইতলা এলাকার আগের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুহুল আমিন শরিফ বলেন, ১৭ জন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে। সমাজসেবাসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পুনর্বাসন করা হবে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে সপরিবারে আত্মগোপনে জোয়াহেরুল ইসলাম। এর মধ্যে ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে জোয়াহেরের বাড়িটি দখল করে আশ্রম করার ঘোষণা দেওয়া হয়। স্থানীয়রা জানান, সকালে মিষ্টি তালা ভেঙে আল মুকাদ্দাস ফাউন্ডেশনের মানসিক ভারসাম্যহীন ২০ ব্যক্তিকে নিয়ে জোয়াহেরের বাড়িতে প্রবেশ করেন। জানতে চাইলে মিষ্টি বলেন, এটি জবরদখল নয়। কারণ কোনো ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারে বাড়িটি নেওয়া হয়নি। ফেসবুকে আগেই আওয়ামী লীগের সব নেতার বাড়িতে পাগলদের জন্য 'আশ্রম' গড়ে তোলার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে গত শনিবার ছয়তলা ভবনে ২০ পাগল রাখা হয়েছে। এ কাজে তাঁকে অন্যান্য ছাত্র প্রতিনিধি সমর্থন দিয়েছেন বলে জানান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের টাঙ্গাইলের আহ্বায়ক আল আমিন জানান, মারইয়াম মুকাদ্দাস মিষ্টি নামে এক ছাত্র প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে পাগলের আশ্রম করেছেন বলে তিনি শুনেছেন। তবে তারা এটি সমর্থন করেন না। আল আমিন বলেন, 'মিষ্টি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই বলে তিনি বিশেষ সুবিধা নেবেন, তা কাম্য নয়। এটি ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের মূল চেতনার সঙ্গে যায় না। তা ছাড়া বর্তমানে কেউ সমন্বয়ক পরিচয় দিতে পারবেন না। বাড়ি দখলের মতো অপরাধ করলে অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' জোয়াহেরুল ইসলামের স্ত্রী রওশন আরা খান অভিযোগ করে বলেন, আমাদের কাছে প্রথমে মিষ্টি নামের এক মেয়ে ১০ কোটি টাকা চাঁদা চেয়েছিল। সেই টাকা না দেওয়ায় তারা বাড়ি জবরদখল করেছে।

গোবিন্দগঞ্জ পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে বিশেষ অভিযানে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম মিন্টুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শনিবার সন্ধ্যায় পৌরশহরের পুরাতন বন্দর এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, বিগত সরকারের আমলে যুবলীগের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল লতিফ প্রধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকে বিগত সরকারের নানা কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। ফলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতের মাধ্যমে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

সিদ্ধিরগঞ্জে গ্যাস বিস্ফোরণ: শিশু সুমাইয়ার পর মায়ের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের আট জন দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় শিশু সুমাইয়ার পর তার মা রুপালী বেগম (২০) মারা গেছেন। গতকাল রোববার সকাল পোনে ৬টার দিকে তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে এ ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হলো। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'রুপালীর শরীরের ৩৪ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।' কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার ঝগড়াচর গ্রামের বিল্লাল মিয়ার মেয়ে ও সোহাগের স্ত্রী রুপালি। এর আগে, গত শনিবার ১৮ মাস বয়সী সুমাইয়া মারা যায়। তার আগে মারা যান হান্নান। গত ৩ মার্চ গভীর রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল চেয়ারম্যান বাড়ী এলাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে দগ্ধদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন- সোহাগ (২৩), সাব্বির (১২), সামিয়া (১০), জান্নাত (৪) ও নুরজাহান লাকি (৩০)। তাদের অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।

নরসিংদীতে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে দলবেঁধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর সদর উপজেলার পাঁচদোনায় সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারীকে একটি বাসায় দুদিন আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়। গত শনিবার রাতে ভুক্তভোগী ওই নারী বাদী হয়ে দুজনের নাম উল্লেখ করে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মাধবদী থানায় মামলাটি করেন বলে মাধবদী থানার ওসি মো. নজরুল ইসলামর জানান। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই গৃহবধূকে নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী থানার পাঁচদোনা মোড়ে অবস্থিত একটি সাততলা ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে আটকে রেখে ওই নারীকে দলবেঁধে ধর্ষণ করা হয়। ভুক্তভোগী ওই নারী গত শুক্রবার রাতে মাধবদী থানায় হাজির হয়ে পুলিশকে ঘটনাটি জানান। তার অভিযোগের পর গত শুক্রবার রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মাধবদী থানার পুলিশ। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ইকবাল হোসেন (৪৩) পাঁচদোনা ইউনিয়নের আসমান্দীচর এলাকার জয়নালের ছেলে। আরেক আসামি হলেন, একই এলাকার আব্দুল মোতালেবের ছেলে পাপ্পু মিয়া (২৯)। নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ওই নারীর স্বামী একটি মামলায় জেলে ছিলেন। তখন ইকবাল হোসেন আইনজীবী সেজে তাকে মুক্ত করার নামে ওই নারীকে বিভিন্ন লোভ দেখান। পরে চারজন মিলে ওই নারীকে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে অজ্ঞান করে একটি ভবনে নিয়ে আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পুলিশ গত শুক্রবার রাতে দেখিয়ে দেওয়া ওই ভবন পরিদর্শন করে। পরে নির্যাতিত নারী বাদী হয়ে মামলা করলে ইকবালকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়। মাধবদী থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগী নারী ভগিরথপুর এলাকার একটি বাড়িতে স্বামীসহ থাকতেন। তার স্বামী বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় করা একটি মামলায় জেলে ছিলেন। জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর স্বামীকে ঘটনা জানান ওই নারী। পরে এ ঘটনায় দুজনের নাম উল্লেখসহ ৫ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। আসামিদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।

গাজীপুরে শিশুকে ধর্ষণের পর ভিডিও ধারণ, যুবক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে আট বছরের শিশুকে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ এবং সেই ভিডিও ধারণ করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উপজেলার বরমী ইউনিয়নের দরগারচালা গ্রামের শাল বনের ভেতর গত শনিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। রাতে মেয়েটির মা বাদী হয়ে মামলা করেন বলে শ্রীপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শামীম আকতার জানান। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার মো. আরমান মিয়া (২৭) ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার নিগুয়ারী ইউনিয়নের মো. শামসুল হকের ছেলে। তিনি শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের দরগারচালা গ্রামের মাঝেরটেক এলাকার বাসিন্দা। আর ভুক্তভোগী শিশুটি একই এলাকার একটি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। মেয়েটির স্বজন ও প্রতিবেশীরা বলছে, গত শনিবার দুপুরের পর থেকে মেয়েটিকে খোঁজাখুজি করছিলেন তার মা-বাবা। এক পর্যায়ে গভীর শাল বনের ভেতর শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ভেতর গিয়ে আরমান ও শিশুটিকে পাওয়া যায়। এরপর শিশুটির কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে আরমানের মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। তাতে আপত্তিকর ভিডিও পাওয়া যায়। পরে শিশুটিকে উদ্ধার এবং আরমানকে গণপিটুনি দিয়ে আটকে রেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। জনতার হাতে আটকের সময় আরমান মিয়া বলেন, ধর্ষণের ভিডিও আমি নিজেই ধারণ করেছি। পরে আমার কয়েক বন্ধুর ইমুতে ওই আপত্তিকর ভিডিও পাঠিয়েছি। আমাকে কয়েকজন মিলে ইয়াবা ট্যাবলেট সেবন করিয়েছে। এরপর থেকে আমার মাথা ঠিক ছিল না। ভুক্তভোগী মেয়েটির মা শারীরিক প্রতিবন্ধী। আর বাবার মাছ বিক্রির টাকায় তাদের সংসার চলে। মেয়েটির বাবা বলেন, আরমান আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে পাশের একটি গভীর শাল বনে নিয়ে ধর্ষণ করে। এ সময় তার কান্নাকাটির শব্দে আশপাশের মানুষ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। পরিদর্শক শামীম আকতার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়ে শিশুকে উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া গ্রেপ্তার আরমানের মোবাইল ফোনে ধারণ করা কয়েকটি ভিডিও উদ্ধার করা হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে তার মোবাইল ফোনও।

ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন ইবি শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় ৭ বছরের শিশু ধর্ষণে অভিযুক্তের জনসম্মুখে ফাঁসি ও জনপরিসরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। এ সময় ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও প্রদান করেন তারা। গতকাল রোববার দুপুর সোয়া ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক-সংলগ্ন খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশে করেন তারা। এর আগে, দুপুর ১২টায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বের হয়। পরে মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রধান ফটক-সংলগ্ন সড়কে অবস্থান নেয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা 'সারা বাংলায় খবর দে, ধর্ষকদের কবর দে', 'আমার বোন ধর্ষিত কেন, প্রশাসন জবাব দে', 'দড়ি লাগলে দড়ি নে, ধর্ষকদের ফাঁসি দে', 'আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ', 'ধর্ষকদের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না', 'জাস্টিস ফর আছিয়া, আছিয়া আছিয়া', 'তুমি কে আমি কে, আছিয়া আছিয়া'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেয়। এ ছাড়াও তারা 'মাগুরায় ধর্ষণকাণ্ডের অভিযুক্তদের ফাঁসি চাই', 'ধর্ষণের বিচার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক', 'আমি মেয়ে আমি অবহেলিত না', 'আশ্বাস নয় আইনের বাস্তবায়ন চাই'সহ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে উপস্থিত হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহসমন্বয়ক সাদিয়া মাহমুদ মীম বলেন, 'মাগুরায় একটি ছোট্ট শিশু আছিয়াকে ধর্ষণের ঘটনা আমাদের সমাজের জন্য লজ্জাজনক। আছিয়া আমাদের সকলের ছোট বোন। সেই ছোট্ট আছিয়াকে তারই নিকটাত্মীয়রা নরপশুর মতো ধর্ষণ ও নির্যাতন করেছে। আমরা এই ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই যাতে পরবর্তীতে আর কেউ ধর্ষণের সাহস না করে। এদিকে সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, 'ছোট্ট আছিয়া ধর্ষণের ঘটনায় আজ সারা বাংলাদেশ প্রতিবাদে জেগে উঠেছে। বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে। আমরা এই সকল নরপশুদের ফাঁসি কার্যকর চাই। যদি ধর্ষকদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হতো তাহলে কোনও ধর্ষণ হতো না। বর্তমান সরকার ধর্ষণসহ অন্যান্য অন্যায় কর্মকাণ্ডের যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে শিক্ষার্থীরা মাঠে নামতে বাধ্য হবে। আমরা ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি জনসম্মুখে ফাঁসি দেখতে চাই।'

মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে শিক্ষক গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা ও যৌন হয়রানির অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক আব্দুল মালেককে (২২) গ্রেফতার করেছে শ্রীপুর থানা পুলিশ। গত শনিবার রাতে উপজেলার মাওনা (উত্তরপাড়া) বাগে জান্নাত নুরানীয়া হাফেজি মাদ্রাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর দেড়টায় মাদ্রাসার নুরানী শাখায় ওই শিশু শিক্ষার্থীকে একা পেয়ে শিক্ষক আব্দুল মালেক যৌন নিপীড়ন (দুই গালে চুমু দেয়) ও ধর্ষণচেষ্টা করে। অভিযুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুল মালেক নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার শিবপুর (লেংগুরা) মাহাতাব উদ্দিনের ছেলে। তিনি ওই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। ওই শিশু কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। সে তার বাবার সঙ্গে মাওনা (উত্তরপাড়া) এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে ওই মাদ্রাসায় নুরানী বিভাগে পড়াশোনা করতো। ভিকটিমের বাবা জানান, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর দেড়টায় মাদ্রাসার নুরানী বিভাগে মেয়েকে একা পেয়ে শিক্ষক আব্দুল মালেক যৌন হয়রানি ও ধর্ষণচেষ্টা করে। এ সময় তার চিৎকার দিলে তাকে ছেড়ে দেয় এবং এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলার জন্য ভয়ভীতি দেখায়। এরপর মেয়ে মাদ্রাসায় যেতে চায় না। পরে তারা বাবা তাকে মারধর করে। গত শনিবার রাতে ঘটনা খুলে বললে তারা পুলিশকে জানায়। শ্রীপুর থানাধীন চকপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ হাসমত উল্লাহ জানান, ঘটনা প্রকাশের পর স্থানীয়রা ওই শিক্ষককে গণপিটুনি দেওয়ার চেষ্টা করে। পরে মাদ্রাসা পরিচালক পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। শ্রীপুর থানার ওসি (তদন্ত) শামীম আকতার বলেন, ধর্ষণচেষ্টা এবং যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ওই শিশুর বাবা বাদী হয়ে গত শনিবার রাতে শ্রীপুর থানায় মামলা করেছেন। আসামি আব্দুল মালেককে রাতেই গ্রেফতার করা হয়। গতকাল রোববার দুপুরে তাকে গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়।

রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্রকে অব্যাহতি

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদা দাবির অভিযোগ ওঠায় এবং এ সংক্রান্ত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুর মহানগর মুখপাত্র নাহিদ হাসান খন্দকারকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। গত শনিবার গভীর রাতে সংগঠনটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়। রংপুর মহানগর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহামেদ ইমতি, সদস্য সচিব রহমত আলী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে মহানগর মুখপাত্র নাহিদ হাসান খন্দকারকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ কার্যকর থাকবে। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুর মহানগর কমিটি থেকে নাহিদ হাসান খন্দকারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত শনিবার রাতে সংগঠনটির মিডিয়া সেল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। তিনি মহানগর কমিটির মুখপাত্র ছিলেন। এদিকে নাহিদ খন্দকারকে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করে মহানগর কমিটির মুখ্য সংগঠক আলী মিলন জানান, কমিটির মুখপাত্র পদ থেকে নাহিদ হাসান খন্দকারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কেন্দ্রীয় কমিটি। তারা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি একটি অবৈধ বালু মহালে গিয়ে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ওঠে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রংপুর মহানগরের মুখপাত্র নাহিদ হাসান খন্দকারের বিরুদ্ধে। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় তোলপাড় শুরু হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই বালু মহালের মালিক আজহারুল ইসলাম তড়িঘড়ি জমির মালিক তিনি বলে দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, তার জমি জবর দখল করে জমি থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করার অভিযোগ করে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুরের নেতাদের কাছে অভিযোগ করলে তারা সেখানে যাওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে টাকা দাবি করার বক্তব্য ভিডিও করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে চাঁদা দাবির বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে নাহিদ হাসানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। অবশেষে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। তবে চাঁদা দাবির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কি না তা উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে নাহিদ হাসানের মোবাইল নম্বরে কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

খাগড়াছড়িতে ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙা উপজেলার তবলছড়ি এলাকা থেকে ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত শনিবার অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতার নাম রাকিবুল হাসান চৌধুরী রকি। তিনি তবলছড়ি গ্রিনহিল কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন এবং একই এলাকার আওয়ামী লীগের নেতা মুকবুল আহাম্মদ চৌধুরীর ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল। পুলিশ সুপার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তবলছড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতার কর হয়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, আদালতে অভিযুক্ত শিক্ষককে গণপিটুনি

স্টাফ রিপোর্টার : ঠাকুরগাঁওয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার স্কুলশিক্ষক মোজাম্মেল হক মানিককে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার সকালে অভিযুক্ত শিক্ষককে অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শরিফুল ইসলামের আদালতে তোলা হলে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর আগে আদালতে তোলার সময় অভিযুক্ত আসামি মানিককে দেখেই উৎসুক জনতা গণপিটুনি দেয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। অন্যদিকে অভিযুক্ত ধর্ষকের সর্বোচ্চ বিচারের দাবিতে ছাত্র জনতার ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় তারা দাবি তোলেন অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। পরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ করেন।

ভারতের কারাগারে বন্দি বাংলাদেশির

নিয়ে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যান শ্যামনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইএনও) রনী খাতুন। এ সময় তার সঙ্গে শ্যামনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. নাজমুল হুদা, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সুব্রত কুমার উপস্থিত ছিলেন। ইউএনও বলেন, "আশরাফ হোসেনের পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু খাবার এবং নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পরিবারটির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। কৈখালী ইউনিয়নের আরেক সদস্য শেখ শাহিনুর বলেন, আশরাফের স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে আছে। তার মৃতদেহ দেশে আনার চেষ্টা চলছে।

আতিকসহ ১০ জনের তদন্ত

আতিকুল ইসলামসহ ১০ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল। মামলার অন্যান্য অভিযুক্তরা হলেন- গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন মণ্ডল, উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টর আওয়ামী লীগের সভাপতি বশির উদ্দিন, মহানগর উত্তরের এক নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন রুবেল, ওসি মশিকুর রহমান, কনস্টেবল হোসেন আলী, এসি জাবেদ ইকবাল এবং ওমর আলী।

যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করছে

নেবে। চীনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উইচ্যাটে দেওয়া এক বার্তায় বেইজিংয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, ''চাবাহার বন্দরে শুরু হওয়া মহড়ায় বিমান একটি বিধ্বংসী রণতরী ও একটি সরবরাহ জাহাজ মোতায়েন করবে। সম্ভাব্য হুমকির বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে গত ফেব্রুয়ারিতে একই অঞ্চলে সামরিক মহড়া পরিচালনা করেছিল ইরানি সেনাবাহিনী।

জেদ্দায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

আরও বাড়াতে সম্মত হন। উল্লেখ্য, গত ৭ মার্চ ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ইস্যুতে সৌদি আরবের জেদ্দায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করে ওআইসি। এতে যোগ দেন তৌহিদ হোসেন।

সারাদেশে আজ মানববন্ধন কর্মসূচি

প্রতিবাদে সোমবার (আজ) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সারাদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। বার্তায় আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির গতকাল রোববার এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচিতে সব নেতাকর্মীদের উপস্থিত থেকে কর্মসূচি সফল করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

শান্তিবাগে মুদি দোকানির দুই হাতের

কেটে দেয়। পায়ে ও বুকেসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম করে। "আমরা খবর পেয়ে সেখান থেকে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি। আমানউল্লাহ বলেন, দোকান থেকে নগদ টাকা বা অন্যকিছু নিয়ে গেছে কি না, তা বাসায় না গিয়ে এবং ভগ্নিপতি কিছুটা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না। শাহজাহানপুর থানার ওসি জাহাঙ্গীর হোসেন বেলা ১২টার দিকে বলেন, ভোরবেলা ওই দোকানি দোকান খোলার পর কে বা কারা এসে স্টেপ করে চলে গেছে। বড় ধরনের স্ট্যাব করা হয়েছে। পূর্বশক্রতা নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল- আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। সিআইডির ফরেনসিক টিম ও ডিবির টিম কাজ করছে।

উৎপাদন ভালো হলেও লবণ

যারা ১০ কানি মাঠে চাষ করছেন তাদের মৌসুম শেষে ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা লোকসান গুনতে হবে। এখন পর্যন্ত কানিতে ১০০ থেকে ১১০ মণ লবণ উৎপাদন হয়েছে পোকখালী-গোমাতলী-চৌফলদণ্ডী ও আশপাশের মাঠ এলাকায়। এসব এলাকায় ৬ হাজার একর জমিতে লবণ চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে কক্সবাজার জেলা সদর, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, ঈদগাঁও, টেকনাফ এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও আনোয়ারা এবং পটিয়া উপজেলার কিছু অংশে সাড়ে ৬৮ হাজার একর জমিতে লবণ চাষ হচ্ছে। গত ১ মার্চ পর্যন্ত উৎপাদিত হয়েছে ৬ লাখ ৩২ হাজার মেট্রিক টন লবণ। এবার লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৬ লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন। দেশে লবণের বার্ষিক চাহিদাও ২৬ লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন। মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত লবণ বিক্রি হচ্ছে গড়ে ২২৫ টাকায়। সূত্রমতে, মৌসুম শুরুর আগে লবণ উৎপাদনে নামেন দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া ও মহেশখালীর চাষিরা। তাই জেলার অন্য এলাকার চেয়ে এখানকার চাষিরা উৎপাদনে এগিয়ে থাকে। কুতুবদিয়ায় ৬ হাজার সাড়ে ৭০০ একর, আর মহেশখালীতে ১৭ হাজার একর জমিতে লবণ চাষ হয়। আগাম চাষের কারণে কুতুবদিয়ায় মাঠের বার্ষিক ইজারার দাম সবসময় বেশি। কক্সবাজার সদর, ঈদগাঁও এবং অন্য এলাকায় ৩০-৪০ হাজার টাকা হলেও কুতুবদিয়ায় ৫০ হাজার হয়। গত মৌসুমে লবণের দাম ভালো পাওয়ায় চলতি মৌসুমে জেলার স্থল উপকূলের লবণ মাঠের লাগিয়ত (৬ মাসের লিজ) ৪০-৫০ হাজারে আর কুতুবদিয়ায় তা দাঁড়ায় প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকা। এছাড়া মাঠে পলিথিন বিছানো, উৎপাদিত লবণ পরিবহন ও শ্রমিকের মজুরি বাবদ খরচ বেড়েছে গত বছরের তুলনায়। ফলে প্রতি মণ লবণ উৎপাদনের বিপরীতে চাষিদের খরচ হচ্ছে ৩৫০-৩৮০ টাকা। প্রতি মণ লবণের দাম গত বছরের মতো ৪৫০-৫০০ টাকা না পেলে চাষিরা লবণ চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। তখন উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে লবণ চাষে নামা ৮০ শতাংশ চাষি পথে বসবেন। চাষিদের অভিযোগ, সিন্ডিকেট করেই লবণের দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে চাষিরা লবণ উৎপাদন বন্ধ রাখেন। এমনটি হলে দেশে লবণের সংকট সৃষ্টি হলে বিদেশ থেকে লবণ আমদানি করা যাবে। এটা হলে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ লবণ শিল্পকে ধ্বংস করার সামিল হবে এটি। আবার সঠিক মূল্য না পেয়ে সরকারিভাবে লবণ সংরক্ষণ করার কোনো গুদাম নেই। পুরোনো নিয়মে আমরা গর্তেই তা সংরক্ষণ করছি। ভবিষ্যতে দাম বাড়লে গর্ত থেকে তুলে সেই লবণ বিক্রি হবে। মহেশখালী লবণচাষি ঐক্য সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শাহাব উদ্দিন বলেন, লবণের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে বহু চাষি হতাশ হয়ে পড়েছেন। অনেকে লবণ উৎপাদন বন্ধ করে দিচ্ছেন। যারা উৎপাদন অব্যাহত রাখছেন তারা গর্তে জমিয়ে ফেলছেন লবণ। বিসিকের লবণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাঠ পরিদর্শক মো. ইদ্রিস আলী বলেন, লোকসানেই লবণ বেচাবিক্রি করতে হচ্ছে চাষিদের। এতে চরম হতাশ হয়ে অনেক চাষি উৎপাদন বন্ধ রাখছেন। আবার নিরুপায় হয়ে অনেকে উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। তবে অধিকাংশ চাষিই লবণ বিক্রি না করে গর্তে সংরক্ষণ করছেন। টেকনাফ, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, পেকুয়া, ঈদগাঁও, চকরিয়াতে অন্তত কয়েক হাজার গর্তে বর্তমানে লাখো মেট্রিক টন লবণ মজুত রয়েছে। আকারভেদে প্রতিটি গর্তে লবণ রাখা যায় ২০০ থেকে এক হাজার মণ পর্যন্ত। ইদ্রিস আলীর মতে, গুদামে লবণ মজুত করলে তা শুকিয়ে ওজনও কমে যায়। গর্তে রাখলে শুকিয়ে যায় না। বরং নিরাপদে থাকে। ঝড়বৃষ্টি কিংবা জলাবদ্ধতাতেও গর্তের লবণ নষ্ট হয় না। গর্তের ভেতরে এসব লবণ পলিথিন মোড়ানো থাকে। গর্তের মুখও মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়। এদিকে গত ১৮ জানুয়ারি কক্সবাজারের লবণের মাঠ পরিদর্শনে আসেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান। তিনি লবণ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর জেলা প্রশাসন, লবণচাষি, লবণ মিলের মালিক ও বিসিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। বৈঠকে কক্সবাজার লবণচাষি ও ব্যবসায়ী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মো. মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেছিলেন, বাজারে প্যাকেটজাত প্রতি কেজি লবণ কিনতে হয় ৪০ থেকে ৫০ টাকায়। মাঠ থেকে বাজার পর্যন্ত লবণের দামের এত তারতম্য অনুসন্ধানের যেন কেউ নেই। এরপরও লবণের দামের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় কক্সবাজারে উৎপাদিত লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের দাবিতে সড়কে লবণ ফেলে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বিক্ষোভ করেছে লবণ চাষি ও ব্যবসায়ী সংগ্রাম পরিষদ। আন্দোলনকারীদের দাবি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম দেশের একমাত্র দেশীয় লবণ উৎপাদন কেন্দ্র। চাহিদার প্রায় ৯৫ শতাংশ লবণ উৎপাদন হয় কক্সবাজারের টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, ঈদগাঁও, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, পেকুয়া, চকরিয়া উপজেলায় এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ লবণ উৎপাদন হয় চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়ায়। গত মৌসুমে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে থাকায় উৎপাদিত লবণ চাহিদা মিটিয়ে দুই লাখ ২২ হাজার মেট্রিক টন লবণ মজুদ ছিল। চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় উৎপাদন প্রক্রিয়া ভালোভাবেই চলছে। প্রায় ৬৮ হাজার একর জমিতে দেশীয় লবণ শিল্পের উৎপাদনে ৬৫ হাজার চাষিসহ ১০ লাখ মানুষের আয়ব্যয় সক্রিয়। তাদের দাবি, লবণ মিল মালিকরা সিন্ডিকেট করে দেশীয় লবণ শিল্পকে ধ্বংসের কু-মানশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবণের নাম দিয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে লবণ আমদানির এলসি অনুমোদন করার পাঁয়তারা করছে। লবণ শিল্পকে বাঁচাতে লবণের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন কুতুবদিয়ার বাসিন্দা বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামির কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য এইচএম হামিদুর রহমান আযাদ। দেশের একমাত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ লবণ শিল্পকে বাঁচাতে হলে মাঠ পর্যায়ে লবণের মূল্য নির্ধারণ করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, দেশের ১৮ কোটি মানুষ ও শিল্প কারখানার লবণের চাহিদা মেটাচ্ছে কক্সবাজার জেলার উৎপাদিত লবণ। বিসিক কক্সবাজার লবণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. জাফর ইকবাল ভূঁইয়া বলেন, লবণের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় আবহাওয়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার পরও চাষিরা লবণ উৎপাদনে অনীহা প্রকাশ করছেন। লবণের দাম কেন কমে গেলো তার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

সাবেক বিডিআর সদস্যসহ কেন্দ্রীয়

ফেব্রুয়ারি একটি বিচারাধীন মামলার আসামি শামসুল আলমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শনিবার দিবাগত ২টার দিকে তিনি মারা যান। তিনি চাটখিল থানার একটি মামলায় বন্দি ছিলেন। নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার উলুপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রবের ছেলে শামসুল আলম। মো. ফারুক বলেন, 'তাদের দুজনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়।'

পুরান ঢাকায় বোন জামাইয়ের কাঁচির

সমঝোতার জন্য পারিবারিকভাবে ইসলামপুরে সেলিমের অফিসে বসা হয়। সেখানে আলোচনা চলাকালে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। সে সময়ে সুমন ওই অফিসে থাকা কাঁচি নিয়ে সেলিমকে আঘাত করে। পরে তাকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'এ বিষয়ে আমরা কোনও অভিযোগ পাইনি।' মো. ফারুক বলেন, 'ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়।'

সেহরির সময় চুলা জ্বালাতেই

সেহরির জন্য খাবার গরম করতে রান্নাঘরে যান পুত্রবধূ খাদিজা বেগম। ওই সময় গ্যাসের চুলার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তারা জানান, ওই বাসায় মোট ১১ জন সদস্য ছিলেন। এর মধ্যে ছয়জন দগ্ধ হন। আবদুর রহমানের ছোট ছেলে রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি বাসার প্রধান দরজায় তালা লাগিয়ে যান। এতে আগুন লাগার পর অন্যদের বাসা থেকে বের হতে বিলম্ব হয়। প্রতিবেশীরা দরজা খোলার পর তাদের উদ্ধার করে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। চাঁদপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. আশরাফ আহমেদ চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চারজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়। বাকি দুইজন এখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মুহাম্মদ মোরশেদ হোসেন বলেন, এ ব্যাপারে আমরা এখনো কিছু জানতে পারিনি। তবে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হবে।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে

অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিবিএ), বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমবিএ), শীর্ষ ব্রোকারেজ হাউস, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) ও সেন্ট্রাল কাউন্টার পার্টি বাংলাদেশ লিমিটেডের (সিসিবিএল) প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিএসইসির কমিশনার মু. মোহসিন চৌধুরী, মো. আলী আকবর ও ফারজানা লালারুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে সরকার বদলে সম্পর্কের

অর্থ কী আমার মতে, দুটি ফ্রন্টের হুমকি এখন বাস্তবতা। অধিবেশন চলাকালীন ভবিষ্যতের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি, চলমান সংঘাত থেকে শিক্ষা, বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং নিয়ন্ত্রণ রেখা সম্পর্কে বিস্তৃত প্রশ্নের জবাব দেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এর মধ্যে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যেহেতু আমি বলেছিলাম সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল একটি নির্দিষ্ট দেশে, তাদের আবার আমার যেকোনও প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, তাই আমার চিন্তিত হওয়া উচিত। কারণ যতদূর আমি জানি, সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি সেই দেশ থেকেও ব্যবহার করা যেতে পারে, যা আজ আমাদের প্রধান উদ্বেগ। অবশ্য ভারতীয় সেনাপ্রধান এটাও বলেন, বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া 'অনেক তাড়াতাড়ি' হতে পারে। বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের ফলে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে পরিবর্তন আসতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমি খুব স্পষ্ট করেই বলব, বাংলাদেশ ও ভারতের বর্তমান সামরিক সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী। আমরা নিয়মিতভাবে নোট বিনিময় করি, যাতে যেকোনও ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ এড়ানো যায়। পরিশেষে সহাবস্থান, সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের আহ্বান জানিয়ে জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, যুদ্ধে জড়ানো এই অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য ভালো নয়। তাই, আমরা যা দেখছি তা হলোঃ কীভাবে আমরা আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারি এবং কূটনৈতিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা না করা পর্যন্ত তা কীভাবে পরিচালনা করতে পারি।

ধর্ষকদের ফাঁসির দাবি আসামিপক্ষে

শুক্রবার সকালে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে সে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকার সিএমএইচে লাইফ সাপোর্টে রয়েছে।

সিরিয়ায় তিনদিনে আসাদপন্থী

ওই এলাকাগুলোতে। এ ছাড়া হোমস শহরেও কারফিউ জারি করা হয়েছে। আসাদের অনুগত সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থকদের লক্ষ্য করে এসব অভিযান চালানো হচ্ছে। এসব অভিযানের সময় বেসামরিক নাগরিকদের নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সুনামগঞ্জে জমি নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ গুলিবিদ্ধসহ আহত ২০

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার বনভুমি গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন গুলিবিদ্ধসহ ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার দুপুরে সাবেক চেয়ারম্যান লুৎফুর ও মুক্তিযোদ্ধা আশিকের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় সাবেক চেয়ারম্যানের পক্ষের লোকজন অবৈধ অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করলে ১৫ জন গুলিবিদ্ধ হন। দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মূলত জমি নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে প্রায় ১৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়।

স্বামীর সঙ্গে রাগ করে ঢাকায় এসে ধর্ষণের শিকার অন্তঃসত্ত্বা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের নয়াবাড়ী এলাকায় সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক নারী। ওই নারী (২০) ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় ২ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তিনি বর্তমানে হাসপাতালের গাইনি বিভাগের ২১২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার নারী কনস্টেবল সাদিয়া আফরিন জানান, গত শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে চাঁদপুর থেকে লঞ্চে করে ঢাকার সদরঘাটে আসেন ওই নারী। পরে পোস্তাগোলা এলাকায় রাত সাড়ে ৮টার দিকে অজ্ঞাত চার যুবক তাকে প্রলোভন দেখিয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পাঁচগাও ঋষিপাড়া এলাকার নির্জন জায়গায় নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। পরে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন টের পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। বাকি দুইজন পালিয়ে যায়। আমরা ওই নারীর কাছে থেকে জানতে পারি তিনি চার মাসে অন্তঃসত্ত্বা। তিনি আরও জানান, আমরা অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে এসে গাইনি বিভাগের ২১২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করি। ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থেকে এক নারী ধর্ষণের শিকার হয়ে ঢাকা মেডিকেলে এসেছেন। তাকে ২১২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় দুই ধর্ষককে আটক করা হয়েছে। বাকি দুইজন পালিয়েছে বলে জানতে পেরেছি।

কালীগঞ্জে ১২৫০ কৃষকের বিনামূল্যের সার ও বীজ বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের ১ হাজার ২৫০ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে উপজেলা কৃষি অফিস এ সার ও বীজ বিতরণ করে। সে সময় প্রধান অতিথি সার ও বীজ বিতরন উদ্বোধন করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম। কৃষকদের সার ও বীজ বিতরণ পূর্ববর্তী আলোচনা সভায় কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহাবুব আলম রনির সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কৃষি সমপ্রসারণ কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান মিয়া, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাসান সাজ্জাদসহ কৃষি অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা। আলোচনা সভা শেষে উপজেলার ১ হাজার ২৫০ কৃষকের মাঝে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে গ্রীস্মকালীন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ১ হাজার ২৫০ কৃষককে প্রণোদণার তিল ও মুগ ফসলের বীজ এবং সার দেওয়া হয়।

ফরিদগঞ্জে ইয়াবাসহ ২ মাদক কারবারি গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প এর তত্ত্বাবধানে ঊইঙ এর অধীনে ২ জন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ২টা ২০ মিনিটের সময় যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে ঊইঙ এর অধীনে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার চররামপুর এলকা থেকে তালিকাভুক্ত মাদক সন্ত্রাসী রুবেল মিজি (২৮)কে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে আরো একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানে ফরিদগঞ্জ উপজেলার বালিথুবা এলাকা থেকে তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী জানে আলম মুন্সি (৪৮)কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত জানে আলম মুন্সির নিকট হতে ১০৩ পিস ইয়াবা এবং ১টি ফয়েল রোল পেপার উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত দ্রব্যসামগ্রী এবং গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়কে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চাঁদপুর জেলায় সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

যেকোনো মূল্যে ঐক্য ধরে রাখতে হবে : হাসান সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার বলেছেন, সকল ইসলামী দল ও বিএনপির মধ্যে যেকোনো মূল্যে ঐক্য ধরে রাখতে হবে। এমন ঐক্য রাখতে হবে যাতে আওয়ামী লীগ বাংলার জমিনে চিরতরে আর রাজনীতি করতে না পারে। গত শনিবার বিকেলে টঙ্গীর বড়দেওড়া আহসান উল্লাহ সরকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও জুলাই-আগস্টের সকল শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। হাসান উদ্দিন সরকার বলেন, আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীর অনেক নিরপরাধ নেতাকে হত্যা করেছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, খালেদা জিয়াকে জেল খানায় রেখে স্লো-পয়জনের মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা করেছে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে তো মেরেই ফেলল। তিনি আরও বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছি ভারতের দাসত্ব গ্রহণ করার জন্য, প্রয়োজনে ভারতের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আবার একটি যুদ্ধ করবো। গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আফজাল হোসেন কায়সারের সভাপতিত্বে ও মহানগর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক আব্দুর রহিম খান কালার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বক্তব্য গাজীপুর মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমীর খাইরুল হাসান, মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক রাকিব উদ্দিন সরকার পাপ্পু, মহানগর জামাতের সহকারি সেক্রেটারি আফজাল হোসাইন, মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আক্তারুজ্জামান, বাসন থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি বশির আহমেদ বাচ্চু, গাজীপুর মহানগর যুবদলের আহ্বায়ক সাজেদুল ইসলাম, ফারুক হোসেন খান, সরকার শাহনূর ইসলাম রনি প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন আজিজুল হক রাজু মাস্টার, শেখ মোহাম্মদ সুমন, হাবিবুর রহমান আজাদ, রাতুল ভুইয়া, আব্দুস সাত্তার, আলী আহমেদ টুকু প্রমুখ। পরে সকলের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

টেকনাফ ও হাতিয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক ৭

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে দায়িত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। মাদক, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে নৌবাহিনী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে টেকনাফ উপজেলাস্থ হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের বালুখালী নামক স্থানে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও পুলিশ। অভিযানকালে অপহরণ চক্রের মূল হোতা এবং কুখ্যাত মাদক ও অস্ত্র কারবারি হেলাল উদ্দিনকে তার ০২ সহযোগীসহ আটক করা হয়। এ সময় তার বাসা হতে অপহরণের শিকার নরসিংদীর মনোহরদি উপজেলার বাসিন্দা আরেফুল ইসলাম শুভ নামে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। অপহরণের শিকার ব্যক্তি গত সোমবার নরসিংদী হতে কাজের সন্ধানে টেকনাফ বাসিন্দা মজিবের নিকট আসলে মজিব তাকে কাজ না দিয়ে হেলাল উদ্দিন এর আস্তানায় একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে। চক্রটি অপহৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবী করে বলে জানা যায়। আটককৃত হেলাল উদ্দিনের বাড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকা তল্লাশি করে মাটির নিচে পুঁতে রাখা অবস্থায় ৪ টি আগ্নেয়াস্ত্র ৭ রাউন্ড তাজা গোলা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে হত্যা, অপহরণ, মাদক, চোরাচালানসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে বলে থানাসূত্রে জানা যায়। এছাড়াও গতকাল সন্ধ্যায় পৃথক অভিযানে টেকনাফ উপজেলাস্থ বাহারছড়া ইউনিয়নের শ্যামলাপুর বাজার হতে ইজি বাইক ও টমটম হতে চাঁদা তোলার সময় হাতেনাতে ০৩ চাঁদাবাজকে আটক করা হয়। অপরদিকে হাতিয়া উপজেলার ০৭ নং তমরদ্দি ইউনিয়ন বাজার সংলগ্ন ব্রিকফিল্ড এলাকা হতে মোঃ আফসার উদ্দিন জিয়া নামের আরেক অপরাধীকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত আফসার উদ্দিন জিয়ার বিরুদ্ধে হাতিয়া থানায় তমরদ্দি ঘাটের সহিংস হামলাসহ চাঁদাবাজি ও টেন্ডার বাজির অভিযোগে মামলা রয়েছে। পরবর্তীতে আটককৃতদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সসংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অপরাধ বিরোধী অভিযান চলমান রয়েছে।

শৈলকুপায় জমিজমা কেন্দ্র করে দুগ্রুপের সংঘর্ষে আহত ২৫

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের শৈলকুপার মির্জাপুর ইউনিয়নের বালাপাড়া গ্রামে জমিজমাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের ২৫ জন গুরুত্বর ভাবে আহত হয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে। এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে বালা পাড়া গ্রামের সেলিম হোসেন নামের এক ব্যক্তি নিমতলা এলাকায় কুমার নদের মধ্যে কিছু খাস জমি সরকারের নিকট থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে দীর্ঘদিন ভোগ দখল করে আসছিল। সম্প্রতি একই গ্রামের আমিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি ওই সম্পত্তির কিছু অংশ নিজের দাবি করে দখল করে চাষাবাদ শুরু করে। তার জের ধরে গত শুক্রবার বিকালে সেলিম হোসেনের দুই সমর্থক একই গ্রামের চাঁদ আলী ও মোজামকে প্রতিপক্ষ আমিরুল ইসলামের সমর্থকরা মারধর করে। সেই ঘটনায় গত শনিবার দিবাগত রাতে সেলিম হোসেন তার সমর্থকদের নিয়ে বাড়িতে মিটিং করে। মিটিং শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা আমিরুল ইসলামের সমর্থকরা তাদের উপর অতর্কিতভাবে আমরা চালায়। তখন উভয় গ্রুপের সদস্যরা ঢাল, সড়কি, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘন্টা ব্যাপী এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের জাহিদ, মোজাম, চাঁদ আলী, লিয়াকত হোসেন, সাদ্দাম হোসেন ও কাউসারসহ ২৫ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে শৈলকুপাও ঝিনাইদহ হাসপাতলে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে সাদ্দাম হোসেনের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেফার্ড করেছে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। এ ব্যাপারে সেলিম হোসেন জানান আমি দীর্ঘদিন সরকারের কাছ থেকে খাসজমি বন্দোবস্ত নিয়ে ভোগদখল করে আসছি হঠাৎ একই গ্রামের আমিরুল নামে এক ব্যক্তি এই জমিতার বলে দাবি করে। তার জরির ধরে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এদিকেএই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুম খান জানান বালাপোড়া গ্রামে রাতে জমি জমা কে কেন্দ্র করে আমিরুল ইসলাম ও সেলিম হোসেন গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই সংবাদ শুনে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে মামলা নিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চাঁদপুরের কোড়ালিয়ায় গ্যাস লিকেজে একই পরিবারের ৬ জন দগ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুর শহরের কোড়ালিয়া এলাকার জাকিরের ভবনের চতুর্থ তলায় চুলার গ্যাস লিকেজে একই পরিবারের ৬ জন দগ্ধ হয়েছে। প্রথমে চারজনকে গুরুতর অবস্থা ঢাকা বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়। গতকাল রোবব-ার ভোররাতে সেহেরীর খাবার গরম করতে গিয়ে পুত্রবধূ খাদিজা বেগমের হাতে গ্যাসের চুলা লিকেজ হয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় পরিবারটিকে। দগ্ধরা হলেন ভাড়াটিয়া আবদুর রহমান (৬০), তার স্ত্রী শাহনাজ বেগম (৫৫), ছেলে ইমাম হোসেন সর্দার (৩৫), পুত্রবধূ খাদিজা বেগম (২৫), প্রতিবন্ধী মহিন সর্দার (১৬) ও মিরাজের স্ত্রী নুসরাত জাহান নিভা (২২)। তাদের মধ্যে প্রথমে চারজনকে ঢাকায় জাতীয় বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। বাকি ২ জনকে পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। পরিবারের সদস্য লিজন তালুকদার বলেন, বাসায় ১১ জন ছিল। এরমধ্যে ৬ জন দগ্ধ হয়। আবদুর রহমানের ছোট ছেলে রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন। এতে রাতে বাসার প্রথম দরজায় তালা লাগিয়ে রাখে। এতে করে আগুন পুরো বাসায় ছড়িয়ে পড়লে তারা বাসা থেকে বের হতে বিলম্ব হয়। মূলত ভোর রাতে সেহরির খাবার গরম করার জন্য গ্যাসের চুলা জ্বালানো মাত্র বিকট শব্দে গোটা ৬ তলা বাড়ি কেঁপে ওঠে। এসময় রান্নাঘর ছাড়াও আশপাশের আরো ৩টি কক্ষে আগুন লেগে যায়। এতে বিছানাপত্র এবং আসবাবপত্রের অংশ বিশেষ পুড়ে যায়। প্রতিবেশী বাসার রাশিদা বেগম বলেন, সেহেরী খেতে উঠার পর বিকট আওয়াজ ও চিৎকার শুনতে পান তারা। পরে দরজা খুলতে বিলম্ব হয়। দরজার খোলার পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের সবার শরীর মারাত্মকভাবে জ্বলসে গেছে। চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক ডা. মাহমুদুল হাসান বলেন, তারা শরীরের হাত-পা, মুখ মন্ডল দগ্ধ হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ৪জনে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। পরে পরিবারের চিকিৎসার স্বার্থে বাকী দুজনকেও ঢাকায় পাঠানো হয়।

কিশোরগঞ্জের খামারীদের সংবাদ সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার নির্ধারিত মূল্যে ডিম-মুরগী বিক্রয় করতে না পারায় কিশোরগঞ্জের কয়েকশত খামারী সংবাদ সম্মেলন করেছে। গত শনিবার বিকেলে জেলা শহরের উজান ভাটি রেস্টুরেন্টের হল রুমে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে কিশোরগঞ্জ পোল্টি ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন। এতে লিখিত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আহবায়ক মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান সাদেক। সংবাদ সম্মেলনে সংহতি প্রকাশ করে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক ভিপি খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল। বিশেষ অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি একে নাসিম খান, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল মালেক চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক মুনিরুজ্জামান খান চৌধুরী সোহেল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম ফকির মতি। বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য মো.শহিদ মল্লিকের পরিচালনায় অন্যন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সদস্য সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশনের সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ, জাতীয় যুব পদকপ্রাপ্ত খামারী মো. নুরুল আরেফিন লিংকন, খামারী হাফেজ মাও রাশিদ আহমেদ, সংগঠনের পাকুন্দিয়া উপজেলা শাখার আহবায়ক কামাল উদ্দিন ছোটন প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, কিশোরগঞ্জ জেলার প্রায় ৫ হাজার পোল্ট্রি খামারীরা নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছি। প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে সরকার কর্তৃক ডিম ও মুরগীর দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিলো। এতে খামারী পর্যায়ে ডিম প্রতিটি ১০.৮০ পয়সা, ব্রয়লার ১৭০ টাকা কেজি, সোনালী ২৬০ টাকা কেজি দরে নির্ধারিত হওয়ার পরেও বাজারে ডিম ও মুরগীর উৎপাদন কম থাকায় বাজার মূল্য কিছুটা বেড়ে গিয়েছিলো। তখন সরকার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে। মোবাইল কোর্ট বিভিন্ন ডিম ও মুরগীর আড়তে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা আদায় করে। ওই সময়ে বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে আমরা ডিম ও মুরগী বিক্রয় করতে বাধ্য হই। বর্তমানে আমরা খামারীরা প্রতি ডিম ও মুরগীর উৎপাদনের খরচের চেয়ে অধিক নিম্ন দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। ডিম প্রতিটি ৮.২০ পয়সা, ব্রয়লার মুরগী ১৪০/- কেজি, সোনালী ২০০/- টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এতে করে খামারীরা ব্যাপক লোকসানের মুখে পতিত হচ্ছে। খামারীরা পুঁজি হারিয়ে খামার বন্ধ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এভাবে খামার বন্ধ হতে থাকলে ডিম ও মুরগীর উৎপাদনে ব্যাপক হ্রাস পাবে এবং বাজার অস্থিতিশীল হবে এবং দেশে আমিষের ঘাটতি দেখা দিবে। শুধু তাই না সরকার কর্তৃক একদিনের বাচ্চা লেয়ার প্রতিটি ৫৭ টাকা, ব্রয়লার প্রতিটি ৫৩ টাকা নির্ধারণ করে। কিন্ত দাম নির্ধারণ করে দেওয়া সত্ত্বেও বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটি অসাধুচক্র সিন্ডিকেটের মাধ্যমে লেয়ার বাচ্চা প্রতিটি ৯০-১০০, ব্রয়লার বাচ্চা প্রতিটি ৮০-৯০ টাকা দরে বিক্রয় করছে। এমনকি খাদ্য, ভ্যাকসিন ও মেডিসিনের দর ব্যাপক উর্ধ্বগতি থাকায় উৎপাদন খরচ বেড়েই চলছে। শুধু ১ দিনের বাচ্চায় বিগত ২ বছরে খামারীদের কাছ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্রটি। এমতাবস্থায় সরকারের নির্ধারিত মূল্যে বাচ্চা ও উৎপাদিত ডিম মুরগী বিক্রয় করতে পারার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি। সেই সাথে পোল্ট্রি শিল্পকে বাঁচাতে অবশ্যই সরকারকে কৃষি খাতের মতো পোল্ট্রি খাতকেও ভর্তুকির আওতায় আনতে হবে। সহজ শর্তে বিদ্যুতের ২০% রিভ্যাট ও ব্যাংকে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কিশোরগঞ্জের পোল্ট্রি অধ্যাষিত খামারীদের সকল দাবীগুলো বাস্তবায়ণে আপনাদের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি। সংবাদ সম্মেলনে জেলার কয়েক শতাধিক খামারী উপস্থিত ছিলেন। পরে খামারিদের নিয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে মোনাজাত পরিচালনা করেন খামারী হাফেজ মাও রাশিদ আহমেদ।

পূর্ব চাঁদপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তবর্তীকালীন (অ্যাডহক) কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার আমীর, বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ রফিকুল ইসলামকে সভাপতি করে বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের পূর্ব চাঁদপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন অন্তবর্তীকালীন (অ্যাডহক) কমিটির অনুমোদন দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। গত বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ গিয়াস উদ্দিন জাহাঙ্গীরকে সদস্য সচিব করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ৪ সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন (অ্যাডহক) কমিটির শিক্ষক সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছে মোঃ বশির উদ্দিন। এছাড়াও কমিটিতে সমাজসেবক মোঃ মঞ্জু ফকিরকে অভিভাবক সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আগামী ৬ মাস এই অ্যাডহক কমিটি দায়িত্ব পালন করবে বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়মিত গভর্নিং বডি গঠনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে কমিটিকে। এদিকে সমাজসেবক মোঃ রফিকুল ইসলামকে পূর্ব চাঁদপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনীত করায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-অভিভাবক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছেন।

কমলগঞ্জে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলা; গ্রেফতার ৯

স্টাফ রিপোর্টার : জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে সংঘবদ্ধ দল কর্তৃক প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালিয়ে মহিলাসহ ৫ জনকে আহত করা হয়েছে। আহত মহিলাসহ দু'জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের সিলেট ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসী আক্রমনকারী লোকদের অবরুদ্ধ করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। এ ঘটনায় কমলগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। গত শুক্রবার দুপুরে পতনঊষার ইউনিয়নের পূর্ব শ্রীসূর্য্য গ্রামের আলেক মিয়ার বাড়িতে এঘটনা ঘটে। তবে অভিযুক্তরা দাবি করছেন তাদের দুইজনও আহত হয়েছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আলেক মিয়া ও মঈন উদ্দীন দু'পক্ষের মধ্যে জমি সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধ এবং আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। ঘটনার দিন মঈন উদ্দীনরা তাদের আত্মীয় স্বজন ও বহিরাগত লোকদের এনে দেশিয় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে আলেক মিয়ার বসতঘরে হামলা চালায়। এসময় বাঁধা দিতে গেলে ফাতেমা বেগম (৬০), সালেক আহমদ (৩২), আব্দুল কুদ্দুস (৬০), আলেক মিয়া (৩০) ও সেলিম আহমদ (৩৫) আহত হন। আহতদের মৌলভীবাজার সদর ও সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের সংঘবদ্ধ হামলার বিষয়টি গ্রামের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং গ্রামবাসী বহিরাগত লোকদের অবরুদ্ধ করে থানা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ৯ জনকে আটক করে নিয়ে যায়। মামলার বাদি আলেক মিয়া অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় মেম্বার সিরাজুল ইসলামের ইন্ধনে মবশ্বির আলীর ছেলে মঈন উদ্দিন, নছির মিয়া, আলাউদ্দিন, জহিরুল ইসলাম মিলে বহিরাগত কমলগঞ্জের লাল মিয়া, কেছুলুটির শাওন মিয়া, বাঘরিয়ালের ছয়ফুল মিয়া, টিলাগাঁও এর রিয়াজ আহমদ, দক্ষিণ কড়াইয়ার সালমান হোসেন, হাটি করাইয়ার রাজু মিয়া সহ ২০ থেকে ২৫ জন ভাড়াটিয়া লোক জড়ো করে দা, রড, লাটিসোটা নিয়ে আমাদের বাড়িতে আক্রমন করে এবং আমাদের উপর হামলা করে আমার মা সহ ৫জনকে কুপিয়ে আহত করে। এঘটনায় আমি ১৫ জন কে আসামী করে গত শুক্রবার রাতে কমলগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছি। অভিযোগ বিষয়ে প্রতিপক্ষের সাথে জানতে চেয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, তাদের যাতায়াতের রাস্তা আলেক মিয়ারা বন্ধ করে দেয়ায় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে মবশ্বির মিয়ার পক্ষের দুইজন আহত হয়েছেন। তাছাড়া বহিরাগত কেউ ছিলেন না। মবশ্বির আলীর মেয়ের জামাইরা উপস্থিত ছিলেন। এব্যাপারে কমলগঞ্জ থানার ওসি সৈয়দ ইফতেখার হোসেন সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে এবং আটক ৯ জনকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে প্রেরন করা হয়।

কমলগঞ্জে আগুনে পুড়ে এক পরিবার নিঃস্ব

স্টাফ রিপোর্টার : গভীর রাতে কমলগঞ্জে আগুনে পুড়ে এক প্রবাসীর পরিবার নিঃস্ব হয়েছে। আগুনে আধা কাঁচা বসতঘরের আসবাবপত্র, কাপড় চোপড়, স্মার্ট ফোন, স্বর্ণালঙ্কার সব পুড়ে ছাই হয়েছে। এতে প্রায় পনের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। গত শুক্রবার গভীর রাতে উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের কাউয়ারগলা গ্রামের মন্তাই মিয়ার বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে। অগ্নিকা- ক্ষতিগ্রস্ত সত্তরোর্ধ কুলসুম বিবি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, গভীর রাতের অগ্নিকা- তার সদ্য বিবাহিত ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে দেওয়া নতুন সোফাসেট সহ কয়েকলক্ষ টাকার আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। তার মেয়ে রোমানা বেগম বলেন, গত শুক্রবার রাতে তারাবির নামাজ পড়ে তারা খাওয়াদাওয়া শেষে ঘুমিয়ে যায়। পরে রাত প্রায় দেড়টার সময় রান্নাঘরে আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে। পরিবারের লোকজন উঠে ঘরে বাহির হওয়ার পর পরই তাদের শয়ন কক্ষে আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। এসময় প্রতিবেশিদের সহযোগিতায় আগুন নিযন্ত্রণে আনলেও ঘরের কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, তার দুই ভাই ইন্তাজ আলী ও ইকরাম আলী মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী। তাদের কষ্টার্জিত অর্থে জমানো সব সহায় সম্পদ চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা শুধু পরনের কাপড় নিয়ে ঘর থেকে বের হতে পেরেছেন। এখন তারা আরেকটি ঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়েছে। তবে কমলগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ফারুকুল ইসলাম এবিষয়ে তাৎক্ষণিক কোন খবর পাননি বলে জানান। আদমপুর ইউপি চেয়ারম্যান আবদাল হোসেন অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বসতঘর পরিদর্শন করে তাদেরকে যথাসম্ভব সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এ পরিবারের পূনর্বাসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

চাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে অবৈধ ইটভাটা

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুর জেলার ৮ উপজেলায় ৯১ ইটভাটার মধ্যে ৪১ ভাটাই অবৈধ। আর এসব অবৈধ ইটভাটা বন্ধে শুরু হয়েছে যৌথ বাহিনীর অভিযান। একইদিন ফরিদগঞ্জ উপজেলার তিনটি ইটভাটা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে অভিযানের অংশ হিসেবে ফরিদগঞ্জ উপজেলার মেসার্স টুগবি ব্রিক ফিল্ড, ভঙ্গেরগাঁও ব্রিক ফিল্ড এবং মানিকরাজ ব্রিক ফ্লিল্ড এ ভ্রাম্যামান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় এসব ব্রিক ফিল্ড বুলডুজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হয় এবং দমকল বাহিনী পানি দিয়ে ভাটার চলমান আগুন বন্ধ করে দেয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে থাকা চাঁদপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশানার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকারিয়া হোসেন বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক জেলার অবৈধ ইটভাটাগুলো বন্ধ করার জন্য জেলা প্রশাসক বলেছেন। এরপরও যারা বন্ধ করছে না, তাদের ইটভাটাগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং এই কাজ অব্যাহত থাকবে। অভিযানে অংশগ্রহণকারী আরেক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিপঙ্কর বড়াই বলেন, জেলায় ৯১ ইটভাটার মধ্যে অধিকাংশ ভাটাই অবৈধ। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক যারা ভাটা বন্ধ করবেন না, তাদেরগুলো বন্ধে ব্যবস্থ করা হবে। তারই অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সহযোগিতায় অভিযান শুরু হয়েছে। এটি চলমান থাকবে। পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান বলেন, আমরা উচ্চ আদালতের আদেশ অনুযায়ি কাজ শুরু করেছি।

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ ছুটিতে শিক্ষার্জন

পবিত্র রমজান, ঈদুল ফিতরসহ বিভিন্ন ছুটি মিলিয়ে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী, গত রবিবার (২ মার্চ) শুরু হয়েছে ছুটি। খুলবে আগামী ৮ এপ্রিল। সরকারি শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী এ ছুটি, যা সরকারি ও বেসরকারি সব স্কুলের জন্য প্রযোজ্য। দীর্ঘ ছুটিতে ঘরে বসে পাঠ চালিয়ে যাওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গরমে ও রমজানে বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে, কিন্তু পড়ালেখা থেমে থাকবে না, এটাই প্রত্যাশিত। তবে পাঠ্যবই প্রাপ্তিতে অচলাবস্থার কারণে এ বছর ছুটিতে ঘরে বসে শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একটু পেছনে ফিরে নতুন বছরের শুরুর সময়গুলোতে তাকানো যাক। বছরের শুরুতে বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই নিয়ে বিপুল আগ্রহ ও কৌতূহল থাকে। তারা আশা করে, নতুন ক্লাসে যোগদানের আগেই তাদের হাতে আসবে নতুন ক্লাসের এক সেট বই। সেটি না পেলে স্বভাবতই তারা দমে যায়। সময়ক্ষেপণে তাদের ভেতরে হতাশা তৈরি হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। এবার সময়মতো ছাপানো সম্ভব না হওয়ায় দেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছায়নি, অথচ ক্লাস শুরু হয়ে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক যখন পড়াচ্ছেন, তখন শিক্ষার্থীদেরও মুখে হাত। শিক্ষক যখন পড়ান, তখন শিক্ষার্থীরা বই খুলে বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু চলতি বছর পাঠ্যবই সংকটে এবার তার কিছুই হচ্ছে না। এতে ক্রমেই তারা পিছিয়ে পড়ছে। বাস্তবতা এরকম, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণির সব পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো সরবরাহ করতে পারেনি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হয়েছে কিছু বই। পরে আরও কিছু বই সরবরাহ করা হলেও বহু শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই পৌঁছায়নি। জনকণ্ঠের প্রতিবেদনেই উঠে এসেছিল চড়া দামে নতুন বইয়ের ফটোকপি বিক্রির তথ্য। সপ্তম শ্রেণির যে গণিত বই বিনামূল্যে পাওয়ার কথা, সেটির ফটোকপি অনেকে কিনেছেন ৫০০ টাকার বেশি দিয়ে। এটা ঠিক যে, এবার বছরের শুরুতে নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে কর্তৃপক্ষ কিছুটা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ৪০ কোটি বই ছাপাতে কত হাজার টন কাগজ প্রয়োজন, দেশে এই পরিমাণ কাগজ মজুত আছে কিনা তথা সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবনে অসফল হয়েছে কর্তৃপক্ষ। বই ছাপানোর জন্য ছাপাখানা নির্বাচনও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রেও সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ সক্রিয় হওয়া। এবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিলে আগামী বছরের শুরুতেই নিয়ম অনুযায়ী নতুন বই বিতরণে সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। যেহেতু স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, তাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্জন যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেজন্যে অভিভাবকরা সক্রিয় হলেই আপাত সমাধান মিলতে পারে। আধুনিক এই ডিজিটাল সময়ে ৪০ দিন পাঠাভ্যাস বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ কষ্ট করে সংগ্রহ করে নেওয়ার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে যাদের হাতে বই পৌঁছেছে, তাদেরও সহায়তা নিতে হবে।

> বাস্তবতা এরকম, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণির সব পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো সরবরাহ করতে পারেনি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হয়েছে কিছু বই। পরে আরও কিছু বই সরবরাহ করা হলেও বহু শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই পৌঁছায়নি। জনকণ্ঠের

উদ্বেগজনক হারে বায়ুদূষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জরুরি

রাজধানীর বায়ুদূষণ ক্রমেই ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান শহরগুলোর মধ্যে বায়ুদূষণের দিক থেকে প্রায়ই শীর্ষস্থানে উঠে আসে ঢাকা। ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণের কারণে হাসপাতালগুলোতে অ্যাজমা, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়াসহ শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত মানুষের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ছে ক্যান্সার, হৃদরোগে আক্রান্তের হার। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে শিশু, বৃদ্ধ, অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভোগা বা দুর্বল স্বাস্থ্যের মানুষের। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি মাসেই রাজধানীর বায়ুদূষণ রেকর্ড গড়েছে। এ সময় বায়ুদূষণ ছিল ৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বায়ুদূষণ নিয়ে কাজ করা বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) ঢাকার আমেরিকান দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত ২০১৬ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের বায়ুমান সূচকের (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স-একিউআই) উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বায়ুদূষণের একটি চিত্র তুলে ধরেছে। তাতে দেখা যায়, এ বছর জানুয়ারি মাসের বায়ুদূষণের গড় আগের আট বছরের জানুয়ারি মাসের তুলনায় ২৪.৫২ শতাংশ বেশি ছিল। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারির বায়ুদূষণ আগের আট বছরের তুলনায় ১৪.৭৪ শতাংশ বেশি ছিল। গত বছরের তুলনায় এ বছর রাজধানীর বায়ুদূষণ জানুয়ারিতে ৫.৪১ ও ফেব্রুয়ারিতে ১.২১ শতাংশ বেশি ছিল। শুধু তা-ই নয়, ক্যাপসের হিসাবে গত ১১০ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষিত বায়ু ছিল চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে। অন্যদিকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের বায়ুমান সূচক আগের আট বছরের ডিসেম্বর মাসের গড়মানের তুলনায় ৩১.০৯ শতাংশ বেশি ছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বায়ুমান সূচক ২৬.৪৫ শতাংশ বেড়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, বায়ুদূষণ জনস্বাস্থ্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। বায়ুদূষণজনিত কারণে বছরে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বায়ুদূষণের ফলে সর্বাগ্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্বাসনালি ও ফুসফুস। অ্যালার্জি, অ্যাজমা, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, শ্বাসনালির সংক্রমণসহ শ্বাসতন্ত্রের নানা ধরনের রোগ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা আরো অনেক রোগের কারণ হয়।

> তাতে দেখা যায়, এ বছর জানুয়ারি মাসের বায়ুদূষণের গড় আগের আট বছরের জানুয়ারি মাসের তুলনায় ২৪.৫২ শতাংশ বেশি ছিল। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারির বায়ুদূষণ আগের আট বছরের তুলনায় ১৪.৭৪ শতাংশ বেশি ছিল। গত বছরের তুলনায়

বায়ুদূষণের কারণে ক্যান্সার, হৃদরোগের মতো প্রাণঘাতী রোগেরও বিস্তার ঘটছে। তার পরও বায়ুদূষণ রোধে আমাদের উদ্যোগ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে বায়ুদূষণের একটি প্রধান কারণ যত্রতত্র গড়ে ওঠা ইটভাটা। এগুলোর বেশির ভাগই অবৈধ এবং এগুলোতে ভাটা স্থাপনসংক্রান্ত আইন-কানুন প্রায় কিছুই মানা হয় না। পুরনো ও ফিটনেসহীন যানবাহনের ছড়াছড়ি। এগুলোর দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। কারখানার বায়ুদূষণও কম নয়। স্থাপনা নির্মাণে স্বাস্থ্যসম্মত নির্মাণ বিধিমালা মানা হচ্ছে না। বিভিন্ন সেবা সংস্থার খোঁড়াখুঁড়ি লেগেই থাকে। ভাঙাচোরা রাস্তায় যানবাহন চলায় ধুলা বেশি ছড়ায়। আমরা আশা করি, জনস্বাস্থ্যের অন্যতম হুমকি বায়ুদূষণ কমাতে সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

প্রযুক্তির দুনিয়ায় চীন-যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই এবং বাংলাদেশ

খন্দকার আপন হোসাইন

পশ্চিমা বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে পশ্চিমা বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। পাল্লা দিয়ে চীনের ডিপসিক-আর ওয়ান মডেলের আত্মপ্রকাশ বিশ্বমঞ্চে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির নীতিনির্ধারণী বার্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার্তাটি সুস্পষ্ট। পশ্চিমা বিশ্বের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণার তুলনায় চীনের গবেষণা অধিক শক্তিশালী। চীনের জাতীয় পরিকল্পনা ও অবকাঠামোর ব্যবহার এআই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্য একদিকে বিস্ময়কর, অন্যদিকে শিক্ষা নেওয়ার মতো বিষয়। চীন দীর্ঘদিন ধরেই প্রযুক্তিগত স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে আসছে। স্বপ্ন দেখেই বসে থাকেনি। সঠিক পরিকল্পনা, শ্রম এবং ধৈর্যের সমন্বয়ে শক্তিশালী বাস্তবতায় পরিণত করেছে। চীনের এআই অগ্রগতি পশ্চিমা বিশ্বের অলসতা ও রাজনৈতিক দোদুল্যমানতার ওপর স্পষ্ট কটাক্ষ। পশ্চিমা দেশগুলো নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে ব্যস্ত। কিন্তু চীন দ্বন্দ্ব এড়িয়ে ধীরে ধীরে স্থিরপদে এগিয়ে যাচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাজগতে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ পুরো ডিজিটাল খাতেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছে। তাদের লক্ষ্য হলো পূর্ণ প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতা। পশ্চিমা দেশগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ অসংগতিগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকরা রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক প্রভাব নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। অপরদিকে, চীন তাদের মতো করে নিজস্ব কৌশল সাজিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির কারণে অসংখ্য প্রতিভাবান শিক্ষার্থী পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে গেলে হয়তো যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারত। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এ ঘটনা একটি বড় শিক্ষা হতে পারে। চীনের জাতীয় নীতির প্রতি যত্নশীল মনোযোগ, সরকারি বিনিয়োগ এবং গবেষণা কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। আমাদেরও জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে আরও বিনিয়োগ করতে হবে। শুধু ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রয়াস নয়, প্রয়োজন সরকার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রে কাজ করা।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিভার অভাব নেই। সেই প্রতিভা লালন ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হারিয়ে যায়। অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। আর ফিরে আসে না। এই মেধা পাচার আমাদের জাতীয় উন্নয়নের পথকে ক্রমাগত কঠিন করে তুলছে। আমাদের উচিত প্রতিভাবানদের ধরে রাখা। তাদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের জন্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তরিকতার যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়। সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ের অভাব, গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রাপ্যতার কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত পিছিয়ে যাচ্ছে। চীনের ডিপসিক আর ওয়ান মডেলের অভিজ্ঞতা আরও একটি বিষয় মনে করিয়ে দেয়। তা হলো গবেষণায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার গুরুত্ব। চীন তার সরকারি গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এ কারণে তারা অল্প সময়ে এত বড় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। আমাদের দেশের বেসরকারি উদ্যোগগুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো, নতুন নতুন স্টার্টআপকে উৎসাহিত করা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনে আর্থিক সহায়তা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রযুক্তি খাতে সফল হতে হলে শুধু বিদেশী বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, আমাদের নিজেদেরও উদ্যোক্তা হতে হবে। বাংলাদেশ ঘোষণা দিয়ে ইতোমধ্যে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া পেয়েছে। স্বপ্ন দেখেছে। এই স্বপ্ন সফল করার জন্য গবেষণা খাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমাদের তরুণ প্রজন্মের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তা কাজে লাগাতে হবে। এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। আমরা যদি এখনই উদ্যোগ না নিই, তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো আমাদেরও একই সংকটের মুখোমুখি হতে হবে। চীনের ডিপসিক আর ওয়ান আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। শিখিয়েছে সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। প্রয়োজন সাহসী পদক্ষেপ। সেই শিক্ষা নিতে পারলে বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতেও একদিন বিপ্লব ঘটবে। আমাদের সামনে সম্ভাবনার দুয়ার খোলা। শুধু প্রয়োজন সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া। কেননা, প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ কখনোই ব্যর্থ হয় না। সঠিক পরিকল্পনা আর প্রয়াস থাকলে বাংলাদেশও একদিন প্রযুক্তি দুনিয়ার শীর্ষে পৌঁছাবে। অবচেতন মনের গহীনে আগামীর পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন সবার জাগে। সেই স্বপ্নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিঃশব্দ পদচারণা পরিবর্তনের নতুন সুর শোনায়। যে সুর একদিন শুধু কল্পবিজ্ঞান ছিল। আজ তা বাস্তবতার শেকড় গেঁড়ে নিয়েছে। বিশ্বরাজনীতির জটিল প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স) এখন বিশ্বনেতৃত্বের পালাবদল ও ক্ষমতার ভারসাম্যে বিপ্লবের ঢেউ সৃষ্টি করছে। এ বিপ্লবের ঢেউ এশিয়া থেকে ইউরোপ, ইউরোপ থেকে আমেরিকা, আমেরিকা থেকে আফ্রিকা সর্বত্র আছড়ে পড়েছে। এমনকি এআই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকেও ঠেলে দিয়েছে ভবিষ্যতের এক অজানা দিগন্তে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবির্ভাব নতুন সামরিক এবং কূটনৈতিক বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। আধিপত্য বিস্তারের নতুন পদ্ধতিতে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের বদলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর সাইবার হামলা, ড্রোন প্রযুক্তি, স্বচালিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং তথ্য বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। স্টিফেন হকিং যেমন বলেছিলেন, 'এআই মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ হতে পারে, আবার হতে পারে মহাবিপর্যয়ের পূর্বাভাস।' বিশ্বশক্তির ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এ ধারণাই সত্য হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেন প্রতিযোগিতায় মহাসড়কে নেমেছে। জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দক্ষ ব্যবহারে। চীনের 'মেড ইন চায়না ২০২৫' পরিকল্পনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে জাতীয় উন্নয়নের মূল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রও পিছিয়ে নেই। সামরিক-বেসামরিক উভয় খাতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে বিপুল অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছে। রাশিয়া রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা থেকে শুরু করে ভুয়া সংবাদ এবং প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে। এসব পদক্ষেপের মাঝে কোথাও যেন ঐতিহ্যগত কূটনীতির মূল রূপটি পাল্টে যাচ্ছে। বৈঠকের টেবিলে মানুষের পরিবর্তে রোবটিক সিদ্ধান্ত এবং ডেটা বিশ্লেষণই হয়ে উঠছে নীতিনির্ধারণের মূল হাতিয়ার। এখন প্রশ্ন হলো, এই পরিবর্তনের মুখে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? আমাদের কূটনীতি, অর্থনীতি এবং জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা কী হতে পারে? বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রযুক্তিগত অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি অবস্থান করছে। তারপরও অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত বাংলাদেশের জন্য। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে টিকে থাকতে হলে আমাদের নেতৃবৃন্দকে বুঝতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব এবং এর সঠিক প্রয়োগ। প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে সফলতা দেখিয়েছে। কৃষি খাতে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার, স্বাস্থ্যসেবায় এআই নির্ভর রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা, এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এই পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ। তবে এখনো আমাদের পথ অনেক দীর্ঘ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের পালাবদলে আমাদেরও তৈরি হতে হবে। যেমন- চীন যখন এআই গবেষণায় বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে, তখন আমাদের উচিত সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক এবং ভূরাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত কৌশলগত। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। সামরিক খাতের আধুনিকীকরণে আমাদেরও চাই ড্রোন এবং সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সাইবার হামলা মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের বড় বড় সংস্থাগুলো এখন তথ্যকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। যাকে বলে, 'ডেটাই নতুন তেল'। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিশাল। এই বিপুল জনসংখ্যার তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ জাতীয় পরিকল্পনার অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান- সবক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আমরা গ্রহণ করতে পারি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এর নিয়ন্ত্রণ এবং এর নৈতিক ব্যবহার। বিশ্ব রাজনীতির পালাবদলে এর সঠিক নীতিমালা প্রণয়নে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ মূল ট্র্যাক থেকে পিছিয়ে পড়বে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার বিষয়েও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের নীতিমালা জরুরি। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই প্রজন্মই পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে। আমাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই প্রোগ্রামিং এবং ডেটা অ্যানালাইটিকসের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে অবশ্যই একদিন বাংলাদেশও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। তাহলেই তরুণরা নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিত হবে। বিশ্ব রাজনীতির পালাবদলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষমতার নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করছে। মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। কোথাও কোথাও এর উত্থান আমাদের জন্য শুভবার্তা দিচ্ছে। আবার কোথাও তা নতুন সংকটের জন্ম দিচ্ছে। বাংলাদেশকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে চাই একটি সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিকল্পনা। উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে আমাদেরও তৈরি করতে হবে এক দীর্ঘমেয়াদি কৌশল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই হতে হবে জাতীয় উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বিশ্বরাজনীতির মঞ্চে নতুন নতুন অধ্যায় লেখা হচ্ছে। প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদেরও। মনে রাখতে হবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেন কেবল উন্নত বিশ্বের খেলোয়াড়দের হাতিয়ার না হয়। আমরাও যেন বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারি। আজকের সিদ্ধান্তই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আলোয় আলোকিত হোক বাংলাদেশ। নতুন বিশ্বে আমাদের আত্মপ্রকাশ হোক নেতৃত্বের আসনে। লেখক : শিক্ষক

> তবে এখনো আমাদের পথ অনেক দীর্ঘ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের পালাবদলে আমাদেরও তৈরি হতে হবে। যেমন- চীন যখন এআই গবেষণায় বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে, তখন আমাদের উচিত সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক এবং ভূরাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত কৌশলগত। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। সামরিক খাতের আধুনিকীকরণে আমাদেরও চাই ড্রোন এবং সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সাইবার হামলা মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের বড় বড় সংস্থাগুলো এখন তথ্যকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। যাকে বলে, 'ডেটাই নতুন তেল'। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিশাল। এই বিপুল জনসংখ্যার তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ জাতীয় পরিকল্পনার অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে

রমজানে স্বাস্থ্যকর খাবার

ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ

চলছে সংযমের মাস মাহে রমজান। রমজান মাসে সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা খুব জরুরি। কারণ, রমজানে দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থাকতে হয়। তাই এই মাসে কি খেতে হয়, কি খাওয়া উচিত নয়, সে দিকে নজর দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে রমজান মাস এলেই খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়ে যায়। মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে কী খাবে, কী খাবে না এসব নিয়ে। রোজায় প্রতিদিনের খাবারের মেন্যুতে আসে ভিন্নতা, তার সঙ্গে সময়ের ব্যবধান তো রয়েছেই। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে, রোজায় ১৪-১৫ ঘণ্টা না খেয়ে থেকে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। তাই ইফতারে বেশি বেশি খাওয়া ভালো। রোজায় খাবারের বিরতি কম হওয়ায় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাওয়া হয়ে যায়। আবার অনেকেই বলেন, রোজায় খাবারের হিসাব নেই। তাই রোজায় রকমারি খাবারের আয়োজন বেড়ে যায়, যা কি না স্বাস্থ্য উপযোগী নয়। তবে দৈনিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই খাদ্য নির্বাচন করা দরকার। রোজা পালনের জন্য প্রয়োজন সঠিক ডায়েট নির্বাচন, শারীরিক সুস্থতা, মানসিক শক্তি এবং অদম্য ইচ্ছা ও আনুগত্য। চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের মতে, কিছু নিয়মনীতি ও পরামর্শ অনুসরণ করলে কষ্ট ছাড়াই রোজা পালন করা যায়। বিভিন্ন দেশে ও সংস্কৃতি ভেদে রমজান মাসে সাহ্রী ও ইফতারের খাবারের ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে অস্বাস্থ্যকর ইফতার ও সাহ্রী নানা রোগ-ব্যাধির ঝুঁকি বাড়ায়। দিনভর রোজা রেখে শরীরে যে শক্তি ও পুষ্টির চাহিদা থাকে, তা পূরণে সাহ্রী ও ইফতারে এমন খাবার খেতে হবে যেগুলো পর্যাপ্ত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ থাকে। কী খাবেন ইফতারে রোজার প্রধান আকর্ষণই হলো ইফতার। বেশিরভাগ রোজাদারের ইফতারে তেলে ভাজা ও গুরুপাক খাবারের আয়োজন থাকে। রমজান মাস এলে বিকেল থেকেই ইফতারের জন্য নানা খাবার তৈরি ও বিক্রির হিড়িক পড়ে। হরেক রকম ইফতারির পসরা সাজিয়ে দোকানিরা রাস্তার ধারে, ফুটপাতে, অলিগলিতে, হাটবাজারে সাজিয়ে রাখেন। এসব ইফতারির মধ্যে রয়েছে ছোলা, মুড়ি, পিঁয়াজু, বেগুনি, ডালবড়া, সবজিবড়া, আলুর চপ, খেজুর, হালিম, জালি কাবাব, জিলাপি, বুন্দিয়া ইত্যাদি। আরও রয়েছে বিভিন্ন ফল ও ফলের রস, আখের গুড়ের শরবত, নানা রং মিশ্রিত বাহারি শরবত। তা ছাড়া মুখরোচক বিরিয়ানি ও তেহারি তো আছেই। প্রশ্ন হলো– এসব মুখরোচক খাবার স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি করা হয়েছে কি না। ভেজাল তেল, বেসন ও কৃত্রিম রং মেশানো হয়েছে কি না, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। যে তেলে ভাজা হয়, সেই তেল একবারের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, একই তেল বারবার আগুনে ফোটানো হলে কয়েক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হয়, যেমন পলি নিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, যার মধ্যে বেনজা পাইরিন নামে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে এমন পদার্থের মাত্রা বেশি থাকে। তা ছাড়া অপরিষ্কারভাবে ইফতারি তৈরি করলে পেটের পীড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুস্থভাবে বাঁচার জন্য যত্রতত্র খোলা খাবার না খাওয়াই উচিত। খুব কম ফলই পাওয়া যাবে যা ভেজালমুক্ত। শরবতের কথা তো বলাই বাহুল্য। রাস্তাঘাটে, হাটবাজারে রকমারি শরবত তৈরি করা হয়। আমাদের জানতে হবে, এসব শরবত যে পানি দিয়ে বানানো হয়, সে পানি বিশুদ্ধ কি না। তা ছাড়া ইফতারের জন্য তৈরি প্রায় সব খাবার তেলও উচ্চ চর্বিযুক্ত। সাধারণত এসব খাবার মানসম্মত তেলে এবং সঠিক নিয়মে ভাজা হয় না। তাই এসব স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কজন রোজাদার ইফতারে কী খাবেন তা নির্ভর করবে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা ও বয়সের ওপর। পারতপক্ষে দোকানের তৈরি ইফতার ও সাহ্রীসামগ্রী না খাওয়াই ভালো। সুস্থ, স্বাস্থ্যবান রোজাদারের জন্য ইফতারে খেজুর বা খোরমা, ঘরের তৈরি বিশুদ্ধ শরবত, কচি শসা, পিঁয়াজু, বুট, মৌসুমি ফল থাকা ভালো। ফলমূল খেলে ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং সহজে তা হজম হয়। রুচি অনুযায়ী বাসার রান্না করা নুডলসও খেতে পারেন। বেশি ভাজা-ভুনা, তেহারি, হালিম না খাওয়াই ভালো। কারণ এতে বদহজম হতে পারে। রুচি পরিবর্তনের জন্য দু-একটি জিলাপি খেতে পারেন। তা ছাড়া গ্রীষ্মকালীন রমজানে পরিমাণমতো বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত। এশা ও তারাবির নামাজের পর অভ্যাস অনুযায়ী পরিমাণমতো ভাত, মাছ অথবা মুরগির মাংস, ডাল ও সবজি খাবেন। ইফতারের পর থেকে সাহ্রী পর্যন্ত পর্যাপ্ত পানি ও পানিযুক্ত খাবার গ্রহণ করা উচিত। রাতের খাবার, এ সময়ের খাবার হালকা হতে হবে। ভাত বা রুটির সঙ্গে মুরগি, মাছ, শাক-সবজি পরিমাণ মতো খাওয়া উচিত। কী খাবেন সাহ্রীতে, রোজার প্রধান খাবারই হচ্ছে সাহ্রী। সারাদিন অনাহারে থেকে রোজা পালন করতে হয় সাহ্রী খেয়েই। সাহ্রীতে সুষম পুষ্টিকর খাবার না হলে রোজা রাখা কষ্টদায়ক হতে পারে। ইফতারের মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো সাহ্রীর খাবার, তবে খুব বেশি পরিমাণে না খাওয়াই ভালো। রমজানে স্বাভাবিক নিয়ম পরিবর্তন করে সুবহে সাদিকের আগে ঘুম থেকে উঠে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হয়। সকালের নাশতার পরিবর্তে খুব ভোরে সারাদিনের উপবাসের সময় চলার মতো খাবারের প্রয়োজন হয়। শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্য সাহ্রী খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, সাহ্রীর খাবার মুখরোচক, সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া প্রয়োজন। অধিক তেল, অধিক ঝাল, অধিক চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়া একদম উচিত নয়। ভাতের সঙ্গে মিশ্র সবজি, মাছ অথবা মাংস খাবেন। অনেকেই মনে করেন, যেহেতু সারাদিন না খেয়ে থাকতে হবে, তাই সাহ্রীর সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি বেশি খাবার খেতে হবে। তা মোটেও ঠিক নয়। কারণ, চার-পাঁচ ঘণ্টা পার হলেই খাদ্যগুলো পাকস্থলি থেকে অন্ত্রে গিয়ে হজম হয়ে যায়। তাই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি না খাওয়াই ভালো। বরং মাত্রাতিরিক্ত খেলে ক্ষতির শঙ্কাই বেশি। পিপাসা নিবারণ হয়, সেই পরিমাণ পানি নিজের অভ্যাস অনুযায়ী পান করতে হবে। দীর্ঘ সময় অভুক্ত থাকার কারণে শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। পানিশূন্যতার কারণে শরীরে নানা জটিলতা দেখা দেয়। তাই ইফতার থেকে সাহ্রী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অন্তত দেড় থেকে দুই লিটার পানি পান করবেন। অনেকে পানির পরিবর্তে লেমন অথবা রোজ ওয়াটার, ফ্রুট ওয়াটার, নানা ধরনের শরবত, ভিটামিন ওয়াটারসহ নানা ধরনের প্রক্রিয়াজাত পানীয় পান করেন। এগুলো পরিহার করা ভালো। রোজাদারদের শুধু বিশুদ্ধ পানি পান করাই ভালো। প্রচুর সবুজ শাকসবজি, ফলমূল আহার করা উচিত। উপসংহার, রমজান মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সহজেই তার স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারেন, যদি ঠিক ডায়েট অনুসরণ করা হয়। কিছু টিপস মনে রাখুন (১) অতিভোজন থেকেও বিরত থাকুন। খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে ধীরে ধীরে খান, যা আপনার হজমে সহায়ক হবে। (২) কখনোই শুধু পানি খেয়ে রোজা রাখবেন না।

অনেকেই সাহ্রীতে কিছু না খেয়েই রোজা রাখেন, তা ঠিক নয়। সাহ্রী খাওয়াও সুন্নত। (৩) ইফতার ও সাহ্রীর সময়ের মধ্যে অন্তত আট গ্লাস পানি পান করুন। গ্লাস গুনে পানি খেতে অসুবিধা হলে সমপরিমাণ পানি বোতলে ভরে রাখুন এবং ইফতার থেকে সাহ্রীর সময়ের মধ্যে তার পুরোটা পান করুন। (৪) ইফতারে বেশি ক্যালরিসমৃদ্ধ এবং সহজে ও তাড়াতাড়ি হজম হয়, এমন খাদ্য গ্রহণ করুন। সাহ্রীতেও সহজপাচ্য খাবার খান। (৫) ভাজাপোড়া ও অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্য বুক জ্বালাপোড়া এবং বদহজমের সমস্যা তৈরি করে। তাই এগুলো বর্জন করুন। (৬) রান্নার সময় ডালডার পরিবর্তে সয়াবিন তেল ব্যবহার করুন। তবে যতটা সম্ভব পরিমাণ কম করে ব্যবহার করুন। (৭) অতিরিক্ত লবণ ও লবণাক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। কারণ, এসব রোজার সময় পানির পিপাসা বৃদ্ধি করে। (৮) যাদের চা, কফি, সিগারেট, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহারের আসক্তি আছে, তারা এগুলো কমিয়ে আনার চেষ্টা করুন। হঠাৎ এগুলো ছেড়ে দিলে মাথাব্যথা, রাগ, মেজাজ খিটখিটে ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। (৯) ঘুমানোর আগে ও সাহ্রীর পরে অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করতে ভুলবেন না। (১০) রোজা রাখা অবস্থায় সকালে ব্যায়াম না করে ইফতারের পর ব্যায়াম করা উচিত। (১১) দিনে গরমের সময়ে ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে থাকা উচিত। সম্ভব হলে শারীরিক পরিশ্রম কম করুন। মনে রাখবেন, অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের কারণেই অসুস্থতা দেখা দিয়ে থাকে। ১১ মাস পর এ সময়ে রোজাদারদের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় হঠাৎ বেশ পরিবর্তন আসে। তাই যারা নিয়মিত রোজা রাখেন, তাদের খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক

> তাই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি না খাওয়াই ভালো। বরং মাত্রাতিরিক্ত খেলে ক্ষতির শঙ্কাই বেশি। পিপাসা নিবারণ হয়, সেই পরিমাণ পানি নিজের অভ্যাস অনুযায়ী পান করতে হবে। দীর্ঘ সময় অভুক্ত থাকার কারণে শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। পানিশূন্যতার কারণে শরীরে নানা জটিলতা দেখা দেয়। তাই ইফতার থেকে সাহ্রী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অন্তত দেড় থেকে দুই লিটার পানি পান করবেন। অনেকে পানির পরিবর্তে লেমন অথবা রোজ ওয়াটার, ফ্রুট ওয়াটার, নানা ধরনের শরবত, ভিটামিন ওয়াটারসহ নানা ধরনের প্রক্রিয়াজাত পানীয় পান করেন। এগুলো পরিহার করা ভালো। রোজাদারদের শুধু বিশুদ্ধ পানি পান করাই ভালো। প্রচুর সবুজ শাকসবজি, ফলমূল আহার করা উচিত। উপসংহার, রমজান মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সহজেই তার স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারেন, যদি ঠিক ডায়েট অনুসরণ করা হয়। কিছু টিপস মনে রাখুন (১) অতিভোজন থেকেও বিরত থাকুন। খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে ধীরে ধীরে খান, যা আপনার হজমে সহায়ক হবে

সার্বিয়ার পার্লামেন্টে স্মোক গ্রেনেড নিক্ষেপ, স্ট্রোকে আক্রান্ত আইনপ্রণেতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সার্বিয়ার পার্লামেন্টে গত মঙ্গলবার এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং চলমান শিক্ষার্থী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতে পার্লামেন্টের অধিবেশনকক্ষে স্মোক গ্রেনেড ও পিপার স্প্রে ছুড়ে মারেন। এই ঘটনায় বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্ষমতাসীন দলের একজন আইনপ্রণেতা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। দেশটির রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালে ক্ষমতাসীন সার্বিয়ান প্রগ্রেসিভ পার্টি (এসএনএস) তাদের এজেন্ডা অনুমোদন করলে বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। কিছু আইনপ্রণেতা তাদের আসন ছেড়ে স্পিকারের দিকে ছুটে যান এবং নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় অন্য কয়েকজন আইনপ্রণেতা স্মোক গ্রেনেড ও পিপার স্প্রে ছুড়ে মারেন, যা পার্লামেন্টের ভেতরে কালো ও গোলাপি ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয়। টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত দৃশ্যগুলোতে দেখা যায়, অধিবেশনকক্ষে উত্তপ্ত অবস্থা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষমতাসীন দলের আইনপ্রণেতা জেসমিনা ওব্রাদোভিচ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জ্লাতিবর লোনচার জানান, ওব্রাদোভিচের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ছাড়া আরও তিন আইনপ্রণেতা আহত হয়েছেন বলে পার্লামেন্ট স্পিকার আনা ব্রনাবিচ জানিয়েছেন। এই ঘটনার পেছনে সার্বিয়ায় চলমান শিক্ষার্থী আন্দোলন ও সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ কাজ করছে। গত নভেম্বরে সার্বিয়ার নোভি সাদ শহরে একটি রেলস্টেশনের ছাদ ধসে ১৫ জন নিহত হওয়ার পর থেকে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আন্দোলন দানা বাঁধে, যা পরে শিক্ষক, কৃষক ও বিভিন্ন পেশার মানুষকে আকর্ষণ করে। বিক্ষোভকারীরা সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি ও অদক্ষতার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এই আন্দোলন প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার ভুচিচের এক দশকের শাসনের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মিলোস ভুচেভিচ পদত্যাগ করলেও বিক্ষোভ থামেনি। বিক্ষোভকারীরা সরকারের পতন ও দুর্নীতির অবসান চাইছেন। ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার ভুচিচ এই ঘটনাকে 'গুন্ডামি' বলে আখ্যা দেন এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। তিনি বলেন, "এই ধরনের আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যারা এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভারতীয় নারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) এক ভারতীয় নারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। শাহজাদি খান নামের ওই নারীকে ৪ মাসের একটি শিশু হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে দেশটির আদালত মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছিল। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এই দণ্ড কার্যকর করা হয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার (৩ মার্চ) দিল্লি হাইকোর্টকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। শাহজাদির পরিবারের পক্ষ থেকে আইনি সহায়তা ও তথ্য জানতে আবেদন করা হলে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। শাহজাদি খান ভারতের উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে এক ভারতীয় দম্পতির গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। তাঁকে দম্পতির নবজাতক শিশুটির দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ২০২২ সালের ৭ ডিসেম্বর শিশুটির মৃত্যু হলে শাহজাদিকে দায়ী করা হয়। পুলিশ অভিযোগ করে যে শাহজাদি শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন। ২০২৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একই বছরের ৩১ জুলাই আবুধাবির একটি আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে পাল্টা শুল্ক আরোপ, আলোচনার ইঙ্গিত চীনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের নতুন অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি পণ্যে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে চীন। এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক বৃদ্ধির পাল্টা জবাব হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে চীন জানিয়ে দিয়েছে, তারা আলোচনার পথও খোলা রেখেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর ফেব্রুয়ারিতে চীনা পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল মাদকের প্রবেশ রোধে বেইজিং কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না, এমন অভিযোগ তুলে সম্প্রতি ট্রাম্প চীনের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক চাপান। ৪ মার্চ থেকে এই শুল্ক কার্যকর হয়, যার জবাবে চীন মার্কিন কৃষিপণ্যে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। চীনের নতুন শুল্কের আওতায় মুরগির মাংস, গরুর মাংস, শূকরের মাংস, সয়াবিন, ভুট্টা, ফলমূল, শাকসবজি ও দুগ্ধজাত পণ্য পড়বে। বেইজিংয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, "চীন কখনোই কোনো প্রকার হুমকি বা চাপের কাছে নতিস্বীকার করবে না। যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিচ্ছি, তারা যেন সংলাপ ও সহযোগিতার সঠিক পথে ফিরে আসে। এই বাণিজ্য যুদ্ধ মার্কিন কৃষকদের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের অন্যতম প্রধান ক্রেতা চীন। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র চীনে প্রায় ২,৯২৫ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য রপ্তানি করেছিল, যা ২০২২ সালের তুলনায় অনেক কম। চীন চাইলে অন্যান্য দেশ থেকেও বিকল্প কৃষিপণ্য সংগ্রহ করতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি খাতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, চীনের এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষত ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের মূল সমর্থক কৃষকদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে চীনের এই পদক্ষেপ আলোচনার দুয়ারও খুলে রাখছে। বাণিজ্য যুদ্ধ যদি অব্যাহত থাকে, তবে শুল্কহার আরও বাড়তে পারে, যা উভয় দেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে তারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। তবে যদি যুক্তরাষ্ট্র আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে পুরোপুরি বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই সংকট নিরসনের একমাত্র পথ হলো পারস্পরিক সমঝোতা। এখন দেখার বিষয়, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছাতে পারে কিনা নাকি আরও কঠোর শুল্ক আরোপের মাধ্যমে বাণিজ্য যুদ্ধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ আলোচনার টেবিলে ফিরতে ইচ্ছুক ইউক্রেন, শান্তির জন্য প্রস্তুত রাশিয়া

এফএনএস আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মঙ্গলবার মার্কিন কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতি ও শান্তি আলোচনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির একটি চিঠি পেয়েছেন, যাতে ইউক্রেনীয় নেতা রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ট্রাম্পের মতে, এই আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে। ট্রাম্প কংগ্রেসে দেওয়া বক্তৃতায় জেলেনস্কির চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বলেন, "দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নিকটতর করতে ইউক্রেন যত দ্রুত সম্ভব আলোচনার টেবিলে ফিরতে প্রস্তুত। শান্তি ইউক্রেনীয়দের চেয়ে বেশি আর কেউ চায় না।" তিনি আরও যোগ করেন, রাশিয়ার সঙ্গেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় রয়েছেন এবং রাশিয়া শান্তির জন্য প্রস্তুত বলে জোরালো ইঙ্গিত পেয়েছেন।

১৩ বছরের কিশোরকে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের সম্মাননা দিলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। টেক্সাসের ১৩ বছর বয়সি কিশোর ডিজে ড্যানিয়েলকে সম্মানসূচক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে চমকে দিলেন সবাইকে। বিরল এক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল মার্কিন কংগ্রেস, যেখানে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলই এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায়। ২০১৮ সালে বিরল এক ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত হয় ডিজে ড্যানিয়েল। চিকিৎসকরা বলেছিলেন, সে হয়তো পাঁচ মাসের বেশি বাঁচবে না। কিন্তু এই অদম্য কিশোর সব প্রতিকূলতা জয় করে ছয় বছর ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তার বরাবরের স্বপ্ন ছিল একদিন পুলিশ অফিসার হওয়ার, আর সেই স্বপ্নকেই বিশেষ সম্মানে রূপ দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কংগ্রেসে বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেন, "ডিজে ড্যানিয়েলের সাহসিকতা ও জীবনসংগ্রাম আমাদের সবার জন্য এক অনুপ্রেরণা। মাত্র পাঁচ মাস সময় বেঁচে থাকার কথা ছিল, কিন্তু সে ছয় বছর ধরে অসম্ভব এক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা তাকে একটি বিশেষ সম্মানে ভূষিত করছি।" এরপর তিনি সিক্রেট সার্ভিসের নবনিযুক্ত পরিচালক শন কুরানকে নির্দেশ দেন, ডিজে ড্যানিয়েলকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিক্রেট সার্ভিসের সম্মানসূচক এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিতে।

ট্রাম্পের এই ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস সদস্যরা দাঁড়িয়ে করতালি দেন, মুহূর্তেই পুরো ক্যাপিটল ভবন করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে। ডিজে ড্যানিয়েলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাজ পরিয়ে দেন সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালক। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান নেতারা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই তরুণ যোদ্ধাকে অভিনন্দন জানান। কয়েকজন সদস্য তাকে সস্নেহে কোলে তুলে নেন, যা এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে আরও আবেগঘন করে তোলে। মার্কিন রাজনীতিতে যেখানে বিভক্তি এখন চরমে, সেখানে ডিজে ড্যানিয়েলকে দেওয়া এই সম্মান ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলের কাছ থেকেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট সদস্যরাও, যা বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণের মধ্যে বিরল ঘটনা। তবে কংগ্রেসে আবেগঘন মুহূর্তের পরই স্বাভাবিক রাজনীতিতে ফিরে আসে পরিবেশ। ট্রাম্প যখন স্বাস্থ্যখাত নিয়ে তাঁর প্রশাসনের নীতির ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন, তখনই ডেমোক্র্যাট সদস্য রশিদা তালিব হোয়াইট বোর্ডে দেখিয়ে দেন, কীভাবে ট্রাম্পের বাজেট পরিকল্পনায় ক্যানসার গবেষণার জন্য বরাদ্দ কমানো হয়েছে। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্কের আঁচ আবারও ছড়িয়ে পড়ে।

মিয়ানমারের 'হাতি কূটনীতির' প্রশংসা করলেন পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মিয়ানমারের জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ছয়টি হাতি উপহার দিয়েছেন। এই উপহারকে সামরিক বিশ্লেষকরা 'হাতি কূটনীতি' বলে অভিহিত করেছেন। গত ৪ মার্চ মস্কোয় দুই নেতার বৈঠকে এই উপহার হস্তান্তর করা হয়। পুতিন হাতি উপহারের জন্য হ্লাইংকে ধন্যবাদ জানান এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সম্প্রসারণের প্রশংসা করেন। এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিয়ানমারের জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ছয়টি হাতি উপহার দেন। এই হাতিগুলো মস্কোর চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছে। পুতিন এই উপহারের জন্য হ্লাইংকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "আপনার উষ্ণ উপহারের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।" এই উপহারকে বিশ্লেষকরা 'হাতি কূটনীতি' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, কিছুদিন আগেই রাশিয়া মিয়ানমারকে ছয়টি যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছে। এই উপহারকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। বৈঠকে পুতিন উল্লেখ করেন যে, এ বছর রাশিয়া ও মিয়ানমারের মধ্যে বন্ধুত্বের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের ২৫তম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, "আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। গত বছর দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।" দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, কৃষি, পরিবহন ও অবকাঠামো খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি কোম্পানি 'রোসাটম' মিয়ানমারে ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ভবিষ্যতে তিন গুণ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। রোসাটম এই প্রকল্পের অর্থায়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব নেবে।

বাবাকে নিয়ে তানজিন তিশার আবেগঘন পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমান সময়ের ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অভিনেত্রী তানজিন তিশা। রূপ লাবণ্যে আর অভিনয় দক্ষতা দিয়ে অল্প সময়েই শোবিজ অঙ্গনে নিজে জায়গাটা পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। ফ্যাশন শুট ও র‍্যাম্প মডেলিংয়ের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু তার। এরপর রিজভি ওয়াহিদ এবং শুভমিতার গাওয়া 'চোখেরি পলকে' মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করে তারকা খ্যাতি পান। বর্তমানে নাটকের চেয়ে ওটিটিতেই বেশি দেখা তিশাকে। ২০২২ সালে ফেব্রুয়ারিতে বাবাকে হারিয়েছিলেন তিশা। বেশকিছু দিন অসুস্থ থাকার পর রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তার বাবা। তবে বাবা হারানোর ২ বছরের বেশি সময় পার হলেও এক মুহুর্তের জন্য বাবাকে ভুলতে পারেননি এই অভিনেত্রী। মাঝে মধ্যেই বাবাকে নিয়ে স্মৃতিকাতর হতে দেখা যায় তাকে। গতকাল বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিশা তার বাবাকে নিয়ে একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন। যেখানে এ অভিনেত্রী উল্লেখ করেছেন, 'তুমি কি তোমার বাবুকে অনুভব করতে পারো আব্বু'। ওই পোস্টে তিশা লিখেছেন, 'মৃত্যুর পর নাকি, মানুষ প্রিয় মানুষদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে, তুমি কি তোমার বাবুকে অনুভব করতে পারো আব্বু।' সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সে মিতু নামে এক নেটিজেন লিখেছেন, বাবা যার নাই তার কতটা আক্ষেপ সে শুধু সেই বোঝে। বাবা বলে ডাকতে না পারাটা কতটা কষ্টের। ফারহানা নামে আরেক ফেসবুক ব্যবহারকারীর কথায়, আমার আব্বুও আমাকে বাবু বলে ডাকে। আল্লাহ্ আপনার বাবাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুক এবং সকল বাবা কে সুস্থ রাখুক এবং দীর্ঘায়ু দান করুক।

বিয়েবাড়িতে ম্যাচিং পোশাকে অভিষেক-ঐশ্বর্য জুটি

বিনোদন ডেস্ক : ঐশ্বরিয়া রাই এবং অভিষেক বচ্চন মধ্যে ডিভোর্সের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে। অনন্ত আম্বানির বিয়ের অনুষ্ঠানের পর থেকেই এই বিষয়টা প্রকাশ্যে আসা শুরু হয়েছিল। কেউ বলেছেন এই দম্পতির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকে পড়েছেন। কেউ বলেছেন শাশুড়ি জয়ার সঙ্গে রাই সুন্দরীর সম্পর্ক ভালো না। আবার কারোর কথায়, ননদের কারণেই শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা থাকছেন ঐশ্বরিয়া। সম্পত্তি নিয়ে নাকি ঝগড়া? যদিও এসব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে গত বছরের শেষে আরাধ্যা বচ্চনের স্কুলেঐশ্বরিয়ার সঙ্গেই পৌঁছেছিলেন অভিতাভ-অভিষেক। তারপর আবার সপরিবারে ঘুরতেও গিয়েছিলেন তারা। আর এবার পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকরের ছেলের বিয়েতে একসঙ্গেই পৌঁছালেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। সেখানে আবার তাদের পোশাকেও ছিল ম্যাচিং রঙ। অভিষের পরেছিলেন আইভরি রঙের গলাবন্ধ। আর ঐশ্বরিয়া ওই রঙেরই আনারকলি ড্রেস পরেছিলেন। সুন্দর এই মুহূর্তটি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জানা যাচ্ছে, বৃন্দাবন মন্দিরে যাওয়ার আমন্ত্রণও পেয়েছেন এই দম্পতি। শুধু তাই নয়, বিয়েবাড়িতে নতুন বর-কনে কোনার্ক গোয়ারিকর ও নিয়তি কানাকিয়ারসহ অন্যান্য আরও অনেকের সঙ্গেই পোজ দিতে দেখা যায় ঐশ্বরিয়া-অভিষেককে। এদিকে অভিষেক-ঐশ্বরিয়াকে একসঙ্গে দেখে নেটপাড়ায় কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে। একজন লিখেছেন, 'অবশেষে তারা এক হলেন।' কেউ লিখেছেন, 'যাক, ঝগড়া মিটেছে তাহলে!' একজন কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'কারা যেন বলছিলেন ওদের ডিভোর্স হবে! কেউ কেউ তো অভিষেকের দ্বিতীয় বিয়ের কথাও ভেবে ফেললেন!'

'গোপনে বিয়ে-সংসার' নিয়ে যা বললেন তমা মির্জা

বিনোদন ডেস্ক : বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল জনপ্রিয় নির্মাতা রায়হান রাফি ও অভিনেত্রী তমা মির্জা প্রেম করছেন। এবার নতুন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, তারা নাকি বিয়ে করে সংসারও করছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন তমা মির্জা। গত মঙ্গলবার সামাজিকমাধ্যমে ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এক স্ট্যাটাসে দিয়েছেন তিনি। তমা লিখেছেন, 'আমি সংবাদমাধ্যমকে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করছি।' এ চিত্রনায়িকা আরও লিখেছেন, 'আমি একজন শিল্পী, আর একজন শিল্পী হিসেবে আমার প্রাথমিক মনোযোগ কাজের দিকে এবং বর্তমানে আসন্ন প্রকল্পগুলোর প্রতি মনোযোগ আমার। তবে যারা দায়িত্বশীল এবং সততার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করেন তাদের সম্মান এবং পেশদারিত্বের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' প্রসঙ্গত, নির্মাতা রায়হান রাফির পরিচালনায় 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি' ওয়েব ফিল্মে প্রথমবার অভিনয় করেন চিত্রনায়িকা তমা মির্জা। তারপর '৭ নম্বর ফ্লোর'-এ দেখা যায় তাকে। সবশেষ 'সুড়ঙ্গ' সিনেমায় দেখা গেছে এ অভিনেত্রীকে। এতে তার সঙ্গে ছিলেন ছোটপর্দার অভিনেতা আফরান নিশো।

দক্ষিনী অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে স্বর্ণ পাচারের অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক : দুবাই থেকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে দক্ষিণ ভারতের কন্নড় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও মডেল রান্যা রাও। গত সোমবার রাতে বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিমানবন্দর থেকে ১৪.৮ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে অভিনেত্রী রান্যা রাওয়ের কাছ থেকে। পরে গ্রেফতার করা হয় তাকে। তিনি এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে এসেছিলেন। কিছুদিন পরপর আন্তর্জাতিক ভ্রমণের কারণে তাকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল বলেও জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। গত সোমবার রাতে অভিনেত্রীকে গ্রেফতারের পর অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালত ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠায় রান্যা রাওকে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অভিনেত্রী রান্যা রাও স্বর্ণ সম্বলিত পোশাক পরে এবং তার পোশাকের মধ্যে স্বর্ণের বার লুকিয়ে তা পাচার করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি ১৫ দিনের মধ্যে চারবার দুবাই ভ্রমণ করেছেন। এ কারণে কর্তৃপক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করে এবং রান্যা রাও ফেরার পর তাকে লক্ষ্য করে অভিযান চালানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, দক্ষিণী এই অভিনেত্রী তার খ্যাতি ব্যবহার করে কাস্টমস চেক এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অবতরণের সময় নিজেকে কর্ণাটকের পুলিশ মহাপরিচালকের মেয়ে দাবি করেছিলেন। এমনকি সেখান থেকে বাড়ি যাওয়ার জন্য স্থানীয় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন যে, অভিনেত্রী রান্যা রাওয়ের আত্মীয় পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা তার এমন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিনা, নাকি নিজেকে রক্ষার জন্য বিভ্রান্ত করছিলেন। গ্রেফতারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বেঙ্গালুরুর এইচবিআর লেআউটে ডিআরআই সদর দপ্তরে নেওয়া হয়। এ ছাড়া স্বর্ণা পাচারের এ ঘটনায় সে একাই জড়িত, নাকি দুবাই ও ভারতের মধ্যে বৃহত্তর চোরাচালান নেটওয়ার্কের কোনো অংশ জড়িত রয়েছে?সেটিও তদন্ত করছে কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণী সিনেমায় অভিষেক হচ্ছে ডেভিড ওয়ার্নারের!

বিনোদন ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নারের দক্ষিণী ভারতের সিনেমার প্রতি আকর্ষণের কথা কারোই অজানা নয়। এবার জানা গেল, ডেভিড ওয়ার্নার প্রথমবারের মতো দক্ষিণী সিনেমায় অভিনয় করবেন। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে ওয়ার্নারের সিনেমায় অভিষেকের খবর। তবে আল্লু অর্জুনের কোনও সিনেমা নয়, অন্য এক তেলেগু সিনেমায় নাম লেখাচ্ছেন তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মিথ্রি মুভিজের প্রযোজক রবি শঙ্কর। গত সোমবার হায়দরাবাদে এক ইভেন্টে রবি জানান, ভেঙ্কি কুদুমুল্লা পরিচালিত এবং নীতীন-শ্রীলীলা অভিনীত 'রবিনহুড' সিনেমায় আছেন ওয়ার্নার। একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।ওই ইভেন্টের সঞ্চালক রবিকে অনুরোধ করেন, সিনেমার বিষয়ে কিছু অজানা তথ্য জানানোর জন্য। তখন অভিনেতা নীতীন ইশারা করলে রবি বলেন, ডেভিড ওয়ার্নার এই সিনেমায় আছেন। পরিচালকের অনুমতি ছাড়াই এটা প্রকাশ্যে আনায় আমি দুঃখিত। তবে সিনেমায় ওয়ার্নারের চরিত্রটা খুবই নজরকাড়া। 'রবিনহুড'-এর মাধ্যমেই ভারতীয় সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করছেন ডেভিড, এটা গর্বের বিষয় আমাদের কাছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ওয়ার্নার যে চরিত্রে অভিনয় করছেন, সেই কাজের জন্য প্রতিদিন ১ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন তিনি। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসেই ওয়ার্নারের তেলুগু সিনেমায় নামার খবর প্রকাশ্যে আসে। মেলবোর্নে একটি জায়গায় শুটিং করতে দেখা যায় তাকে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৮ মার্চ সিনেমাটি মুক্তি পাবে।

বিতর্কিত ভিডিও ক্লিপ নিয়ে মুখ খুললেন রুনা খান

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী ও মডেল রুনা খান। অভিনয়ে বেশ প্রশংসা কুড়ালেও সম্প্রতি খোলামেলা ফটোশুটের কারণে তিনি একাধিকবার নেটিজেনদের সমালোচনার মুখেও পড়েন। গেল বছরের শেষে একটি সিনেমার প্রিমিয়ারে অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেখানে অভিনেতা সম্রাটের সঙ্গে তার একটি ভিডিও ক্লিপ বেশ ভাইরাল হয়, যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। এতদিন চুপ থাকলেও বিষয়টি নিয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন রুনা। তিনি বলেন, 'কারও ব্যক্তিগত ভিডিও অসৎ উদ্দেশ্যে ভাইরাল হলে সেটার দায়ভার তারকাদের নয়। আমার দায়, যেটুকু আমি নিজের পেজ বা হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার করছি। ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম থেকে আমি যে ছবি, খবর, কাজ মানে আমার অভিনয় বা মডেলিং সংক্রান্ত যা কিছু শেয়ার করছি, সেটুকুর দায় শুধু আমার।' তিনি আরও বলেন, 'আমি যেহেতু এ দেশের একজন পরিচিত মুখ, কে কোথা থেকে, আড়াল থেকে, পেছন থেকে, অড অ্যাঙ্গেল থেকে ভিডিও করে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ভাইরাল করল, সে দায় একেবারেই আমার নয়।' মুক্তির অপেক্ষায় আছে তার অভিনীত 'লীলা মন্থন' ও 'দাফন' নামে দুটি সিনেমা।

মাঠ থেকে আলু তুলে রোদে শুকিয়ে বাছাই করছেন একদল কৃষক। গয়নাকুড়ি, শাজাহানপুর, বগুড়া।

বাবুগঞ্জের আখের গুড়ের চাহিদা বরিশালজুড়ে

বরিশাল প্রতিনিধি : রমজান এলেই ব্যস্ততা বেড়ে যায় বরিশালের বাবুগঞ্জের আখচাষিদের। ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। ক্ষেতেই ভেজালমুক্ত গুড় তৈরি করা হয় বলে এখানকার গুড়ের চাহিদা বেশি। চাহিদা অনুযায়ী গুড় সরবরাহ দিতে দিনভর কাজ করে যাচ্ছেন চাষিরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বরিশালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আখের গুড় তৈরি হয় বাবুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়। সেখানে ক্ষেতের পাশেই স্থানীয় পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয় গুড়। গুড় উৎপাদন ও বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের বায়লাখালি গ্গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল হাকিম জানান, তিনি দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে নিজ হাতে ভেজালমুক্ত আখের গুড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছেন। বিশেষ করে রমজান মাসের আগে এ গুড়ের চাহিদা অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। তাই রমজান মাসকে ঘিরে তাদের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত গুড় হওয়ায় তাদের তৈরি করা গুড়ের চাহিদা অনেক বেশি থাকে জানিয়ে আব্দুল হাকিম বলেন, গতবছর প্রায় তিন লাখ টাকার ভেজালমুক্ত গুড় বিক্রি করা হয়েছে। এবারও প্রতিকেজি ভেজালমুক্ত আখের রসের তৈরি গুড় ২০০-২৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। গুড় তৈরির প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথমে সরাসরি ক্ষেত থেকে আখ সংগ্রহ করে মাড়াই মেশিনে দিয়ে রস সংগ্রহ করা হয়। পরে রস বিশেষ এক বালতিতে করে বড় পাত্রে ঢেলে মাটির চুলায় জ্বাল দেওয়া হয়। টানা ৪০-৪৫ মিনিট জ্বাল দিয়ে তৈরি করা হয় গুড়। এককে পাত্রে ৩০-৩৫ কেজির মতো গুড় তৈরি করা হয়। আরেক আখচাষি সুলতান খা বলেন, 'আমাদের তৈরি গুড় ভেজালমুক্ত হওয়ায় এখন অনেকেই সরাসরি এখানে এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কাছেও একটা বড় প্রাপ্তির যে, ক্রেতাদের ভেজালমুক্ত আখের গুড় খাওয়াতে পারছি। এক্ষেত্রে লাভের চেয়ে প্রাপ্তির বিষয়টি অনেক।' সরাসরি ক্ষেত থেকে গুড় কিনতে আসা নাসির উদ্দিন বলেন, 'এ উপজেলায় আখের রস দিয়ে গুড় তৈরির ঐতিহ্য প্রায় শত বছরের পুরোনো। তাছাড়া বাবা-দাদার আমল থেকেই উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আখের রস থেকে ভেজালমুক্ত গুড় তৈরির বিষয়টি দেখে আসছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো এখানে তৈরি গুড়ে কোনো ধরনের হাইড্রোজ বা কেমিক্যাল দেওয়া হয় না। গুড় তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া চোখের সামনে দেখে কেনা যায়। আরেক ক্রেতা আসাদ বলেন, মাটির চুলার আগুনের তাপে তৈরি গুড় খুব সুস্বাদু হয় এবং এখানে গুড় তৈরির পুরো কাজটি প্রাকৃতিক নিয়মে হয়।

কিশোরগঞ্জে ইরি বোরো ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, নিকলী, কুলিয়ারচর, ভৈরব, অষ্ট্রগ্রাম, ইটনা ও মিঠামইন হাওরে এ বছর কয়েক লাখ হেক্টর জমিতে ইরি বোরো ধানের জমি লাগানো হয়েছে। তবে এ বছর শুষ্ক আবহাওয়া থাকায় ধানি জমিতে পোঁকার আক্রমন খুবই কম। এ কারণে এ বছর বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে কৃষি বিভাক সূত্রে জানা গেছে। নিকলী উপজেলার বিভিন্ন হাওরে গেলে কৃষকরা জানান, জমি প্রস্তুতির সময় ডিএপি সারের কিছুটা সংকট ছিলো। তবে ইউরিয়া ও এমওপি সারের কোনো এই পর্যন্ত অভাব নেই। এই আবহাওয়া থাকলে ফসল ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিংপুরের কৃষক রহিম উদ্দিন বলেন, আমরা নদীর পারের মানুষ। আমাদের ঘরে ধান উঠেও রেহাই নেই। কারণ ঘরে ধান উঠার আগেই সুদে আনা মহাজনদের টাকার পরিবর্তে ধান দিতে গিয়েই আমাদের গোলা অর্ধেক খালি থাকে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন কৃষক বলেন, শুধুই এই বছর নয়, প্রতি বছরই স্কীমের মালিকরা প্রতি একর ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা খরচ দিতে হয়। এদিকে বাজিতপুর উপজেলার হাসানপুর, হুমাইপুর, আয়নারগোপ কৃষকদের সাথে গতকাল দুপুরের আলাপ করলে জানান, সাব আমরা তো ঋণ গ্রস্ত কৃষক। যেই সরকারিই আসোক আমরা যারা প্রকৃত কৃষক, আমরা কেউই কৃষি কার্ড পাইনি গত ১২ বছর ধরে। যারা রাজনৈতিক ভাবে কৃষক না হয়েও বিভিন্ন ধরনের কৃষি বিভাগ থেকে বীজ,সার সহ বিভিন্ন ক্ষূর্ধ যন্ত্রপাতি ও ট্রেনিং এর জন্য টাকাও পায়। একি সাথে তাদের নামে কৃষি কার্ড ও আছে। আমাদের তো ক্ষমতা নাই আমরা কিভাবে কৃষি কার্ড পাবো। অন্য দিকে এ বছর যদি কাল বৈশাখী না হয় তাহলে কৃষকের স্বপ্নীল স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়। নিকলী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ শাখাওয়াত হোসেন বলেন, নিকলী হাওরে এ বছর ১৪ হাজার ৩ শত ৮০ হেক্টের ইরি বোরো জমির লক্ষ মাত্রা অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, ৭টি ইউনিয়নের মধ্যে সিংপুর ও দামপাড়া হাওরে সবচেয়ে বেশি ইরি বোরো জমি লাগানো হয়েছে।

পোকামাকড় রোধে ধান খেতে কীটনাশক ছিটাচ্ছেন কৃষক। অতিরিক্ত কীটনাশক ফসল ও মানবদেহেরজন্য ক্ষতিকর। মুজগুন্নী, খুলনা।

চরের মাটি কেটে অবাধে বিক্রি নদী ভাঙনের আশঙ্কা

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার মুলাদী ও গৌরনদী উপজেলার সীমান্তবর্তী আড়িয়াল নদীর মুলাদী অংশে অবাধে চরের মাটি কেটে বিক্রি করছেন স্থানীয় কতিপয় বিএনপির কর্মীরা। দিনের পর দিন চরের মাটি কেটে বিক্রি করা হলেও বিষয়টি দেখার যেন কেউ নেই। তবে যেই চরের মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে তা মুলাদী উপজেলার মধ্যে হওয়ায় ব্যবস্থা নিতে পারছেন না গৌরনদী উপজেলা প্রশাসন। উপজেলার মিয়ারচর এলাকার একাধিক বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আড়িয়াল খাঁ নদীর গৌরনদী ও মুলাদী উপজেলার সীমান্তবর্তী চর থেকে দীর্ঘদিন থেকে অবৈধভাবে মাটি বিক্রি করছে মিয়ারচর ও মুলাদী উপজেলার কতিপয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৪ দফা দাবিতে বিডিএমএ'র সংবাদ সম্মেলন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : শূণ্যপদে নিয়োগ ও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পদ সৃজনসহ চার দফা দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়েন বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিডিএমএ), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হালিম লিমন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সারাদেশে স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে তিন হাজারের বেশি পদ শূন্য থাকলেও একযুগ ধরে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এতে করে একদিকে যেমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী চিকিৎসা বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে ম্যাটস্ থেকে পাস করা বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান ও কোর্সের নাম পরিবর্তন করে অসংগতিপূর্ণ কোর্স কারিকুলাম সংশোধনের মাধ্যমে ইন্টার্নশিপে লগবুক প্রণয়ন, ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চশিক্ষার অধিকার প্রদান, প্রস্তাবিত এলাইড হেলথ প্রফেশনাল বোর্ড খসড়া আইনের নাম পরিবর্তন করে 'মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড অব বাংলাদেশ' করার দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সারাদেশে ডিপ্লোমা মেডিকেল কোর্স সম্পন্ন করা ৫০ হাজার দক্ষ জনবল কর্মসংস্থানহীন বেকার হয়ে আছেন। দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন সংগ্রাম করার পরেও তাদের প্রতি বৈষম্য নিরসনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, বিডিএমএ'র জেলা সভাপতি মেসবাহুল হক, সাধারণ সম্পাদক মো. বাবলুর রহমান, খলিল আহমেদ, কবির আলী, ফারুক হোসেনসহ অন্যরা।

সৈয়দপুরে যানজট নিরসনে পৌরসভার অভিযান অব্যাহত

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : সৈয়দপুরে শহরের সড়কগুলো দুই পাশের ব্যবসায়িরা দখল করে রেখেছে। সড়কের উভয় পাশে ব্যবসায়িরা চকি পেতে তাদের মালামাল সাজিয়ে রেখেছে। ফলে সড়ক সংকোচিত হয়ে অর্ধেকে পরিণত হয়েছে। এমন অবস্থা দীর্ঘদিন থেকে বিরাজ করলেও যেন দেখার কেউ নেই। সড়কের ওপর মালামাল,রিক্সা,রিক্সাভ্যান,অটো চার্জার, চার্জার ভ্যান, পিকআপ, ছোট-বড় ট্রাকের দখলে যেন সড়কগুলো। এর ফলে সৈয়দপুর শহরে তীব্র যানজট সৃষ্ঠি হয়। আর ভোগান্তির শিকার হয় জনগন। পৌর প্রশাসন মাঝে মাঝে অভিযান চালায়,ফুটপাত দখল মুক্ত করে। কিন্তু পরোক্ষণেই ব্যবসায়িরা তাদের দখল কাজ চালু করে। ফলে যানজটের কবল থেকে মুক্তি মেলে না জনগনের। রোববার ও সোমবার এ দুইদিন পৌর প্রশাসক নুর - ই- আলম সিদ্দিকী রাজনৈতিক দল,ব্যবসায়ি, সেনাবাহিনী, পুলিশ সদস্যকে নিয়ে শহরে অভিযান চালায়। এতে সাময়িক হলেও কিছুটা যানজট মুক্ত হয় শহর। এ সময় শহীদ ডা.জিকরুল হক সড়ক, শহীদ তুলশীরাম সড়ক, শেরেবাংলা সড়ক ও শহীদ জহুরুল হক সড়কগুলো যানজটের কবল থেকে রক্ষা পায়। তবে এটি কতক্ষণ স্থায়ী থাকবে তা জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সৈয়দপুরে রমজানে বেড়েছে লেবু কলা আঙ্গুরের দাম

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুরে রমজানের আগে লেবুর হালি ছিল ১০ টাকা। কোন কোন দিন ৫ টাকা দরেও বিক্রি হয়েছে এক হালি লেবু। বর্তমানে রমজান মাস শুরু হয়েছে। পবিত্র এ মাসে কতিপয় ব্যবসায়ি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা নিজেকে মনে করছে এ মাসটি হল অধিক মুনাফা লাভের মাস। তাই দাম বেশি নেয়ার সুযোগ এ মাসটি। তারা ৫ টাকা হালির লেবু এখন বিক্রি করছে ৫০ টাকা। আবার কোন কোন ব্যবসায়ি বিক্রি করছে ৬০ টাকা হালি দরে। শুধু লেবু নয় দাম বেড়েছে আঙ্গুর, তরমুজ,বরই, বেদানা, খেজুর, পেয়ারা,আপেল,কমলা,শশার ও কলার। অস্বাভাবিক দামে দুর্ভোগে পড়েছেন রোজাদাররা। অর্থশালীদের কোন সমস্যা না হলেও দিশেহারা নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা। রমজানের আগে এক হালি কলা বিক্রি হয়েছে ১০ টাকা থেকে ২০ টাকা। আর রমজানে ওই কলা বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকা থেকে ৪৫ টাকা।

চাঁদপুরে কুরআনের হাফেজ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী দুই ভাই

চাঁদপুর প্রতিনিধি : শুনে শুনেই কুরআনের হাফেজ হয়ে গেলেন চাঁদপুরের একটি এতিমখানায় থাকা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেধাবী দুই ভাই আল-আমিন (১৪) ও ফয়সাল (১২)। ফরিদগঞ্জের ঘনিয়া ছাইয়েদিয়া এতিমখানা ও মাদ্রাসায় গেলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই ভাইয়ের এমন কথা জানা যায়। জানা গেছে, চাঁদপুরের শাহরাস্তির কেশরাঙ্গা গ্রামের প্রয়াত মোখলেছুর রহমান ও মা রূপবান বেগমের ছেলে আল-আমিন ও ফয়সাল। পাঁচ বছর আগে তাদের বাবা মারা যায়। অভাব অনটনের সংসারে দেখা দেয় বিভীষিকা। মোখলেছুরের মৃত্যুর পর দুই ছেলেকে ঘনিয়া ছাইয়েদিয়া এতিমখানা ও মাদ্রাসায় ভর্তি করেন মা রূপবান বেগম। এরপর মাদ্রাসা ও দরবার শরীফের পীর হাফেজ মাওলানা মো. জুনায়েদুল হক এতিম শিশুদের সন্তানের মতো আদর যত্ন করেন। দুজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও তাদের অসম্ভব মেধা দেখে হুজুর তাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। অবশেষে কুরআনের হাফেজ হয়েছেন এ দুজন। হাফেজ মাওলানা জাকির বলেন, আল-আমিন ও ফয়সাল পবিত্র কুরআনের ৩০ পারা শুনে শুনেই মুখস্ত করেছেন। পৃথিবীর আলো দেখতে না পারলেও পবিত্র কুরআনের আলোয় আলোকিত তারা। তাদের সুরেলা কণ্ঠের তেলাওয়াত মুগ্ধ করেছে সবাইকে। হাফেজ আল-আমিন গত বছর জাতীয় পর্যায়ে হওয়া অন্ধ হাফেজদের কুরআন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। মাদ্রাসার ও দরবার শরীফের পীর হাফেজ মাওলানা মো. জুনায়েদুল হক বলেন, হাফেজ আল-আমিন ও ফয়সালকে মহান আল্লাহপাক বিশেষ রহমত ও মেধাশক্তি দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। হুজুরদের মুখে শুনে শুনে কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছেন তারা। দুই ভাইয়ের শিক্ষক মাওলানা বজলুল হক আজহারী বলেন, দুই ভাই আমাদের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতোই স্বাভাবিক চলাফেরা করে। বাহিরের অনেকে বুঝতেও পারে না তারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। মহান আল্লাহ যেন তাদের বিশেষ রহমতে পবিত্র কুরআনকে তাদের অন্তরে গেঁথে নিয়েছেন।

সেনবাগের ভুল অপারেশনে প্রসুতি মায়ের মৃত্যু, টাকায় দফারফার অভিযোগ

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : সেনবাগের সাফিয়া-সোবহান নামের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভুল সিজারিয়ান অপারেশনে সোনিয়া আক্তার (২২) নামের এক প্রসুতির মৃত্যু হয়েছে। এঘটনায় মৃতের স্বজনরা আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথা বললে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর স্বজনদের প্রায় ১০ঘন্টা জিম্মি করে সাড়ে ৩শত টাকার সাদা স্টাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে তিন লাখ টাকার বিনিময়ে ওই মৃত্যুর ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। মৃত সোনিয়া আক্তার সেনবাগ উপজেলা ৫নং অজুনতলা ইউপির ইদিলপুর গ্রামের নুরনবীর মেয়ে সোনাইমুড়ী উপজেলা ৬নং বরোগাঁও ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের মোল্লা বাড়ির মোঃ ফারভেজের স্ত্রী। মৃতের স্বামী মোঃ ফারভেজ অভিযোগ করে জানান গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হলে তার উকিল পিতা মাইন উদ্দিন ও তার স্ত্রী সহকারে প্রসুতি সোনিয়া আক্তারকে দ্রুত ছাতারপাইয়া সাফিয়া-সোবহান প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। এরপর ডাক্তারের পরামর্শে রাত ষাড়ে ১০ দিকে রোগিকে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে একটি কন্যা সন্তানে জন্ম হয়। রাত সাড়ে ১০টারদিকে রোগীর স্বজনদের মুঠোফোনে জানানো হয় রোগীকে রক্ত দিতে হবে। এরপর তারা দুইজন ডোনার থেকে রক্ত সংগহ করে রক্ত দেন। পরবর্তীতে রাত আড়াইটার দিকে হাসপাতাল থেকে ফের মুঠোফোনে জানানো হয় রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন তাকে কুমিল্লায় নিয়ে জেতে হবে। এরপর হাসাপাতালে এ্যাম্বুলেন্সে করে রোগীকে কুমিল্লায় নিয়ে যাওয়া হলেও ওই হাসপাতাল রোগীকে গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। এরপর কয়েকটি হাসপাতাল গুরাগুরি করে ফের ঢাকার উদ্দ্যেশে রওয়ানা দিলে পথে রোগীর মৃত্যু হয়। এরপর এ্যাম্বুলেন্স যোগে রোগীর মৃতদেহ সাফিয়া সোবাহান হাসপাতালে নিয়ে এসে রোগীর ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে বলে আইনের আশ্রয় নিবে বলে হুমকি দিলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মরদেহ সহ রোগীর স্বজদের ১০ঘন্টা আটকিয়ে রাখে। শেষে দুপুর ২টার সময় সাদা ষ্টাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে ৩লাখ টাকা দফারফা করে লাশ সহ রোগীর স্বজনদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন হাসাপাতালে ম্যানাজার মেজবা উদ্দিন, হাসপাতাল তদারকিকারী (অবঃ)সাবেক সোনালী ম্যানাজার আহম্মদ উল্লাহ, ছাতাপাইয়া ১নং ওয়ার্ড মেম্বার নুর আহম্মদ, বারোগ্াঁও ৪নং ওয়ার্ড মেম্বার কামাল, মৃতের স্বামী মোঃ ফারভেজ,পিতা নুরনবী, উকিল পিতা মাইন উদ্দিন প্রমুখ। এব্যাপারে যোগাযোগ করলে সেনবাগ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকলপনা কর্মকর্তা (ইউএইচএফপিও) ডাঃ রাদিফা জানান, জেলায় নতুন সিভিল সার্জন যোগদান করছেন,তিনি ওই যোগদান অনুষ্ঠানে আছেন।এধরণের ঘটনার অভিযোগ জেলা সিভিল সার্জন অফিসে করতে হয়। ওই অফিস থেকে তাদেরকে তদন্ত করতে বললে তিনি বিষয়টি তদন্ত করবেন। এব্যাপারে যোগাযোগ করলে সেনবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) এসএম মিজানুর রহমান জানান এধরণের অভিযোগ কেউ দেয়নি। অভিযোগ দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। এব্যাপারে নোয়াখালী জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার মাসুম ইফতেখার জানান, তার অনত্র বদলি হয়েছে। তিনি নতুন সিভিল সার্জনকে দায়ীত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পরে নতুন সিভিল সার্জনের অভিযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। এব্যাপারে সাফিয়া-সোবহান হাসপাতালের ম্যানাজার মেজবা উদ্দিনের সঙ্গে কথা বললে তিনি রোগী মারা যাওয়ার কথা স্বীকার করে বলে,বিষয়টি মিমাংসা করা হয়েছে বলে জানান। উল্লেখ্য সেনবাগের প্রায় সময় ভুল চিকিৎসায় রোগী মারা গেলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং এক শ্রেণীর প্রভাবশালীদের বাধার মুখে স্বজনরা আইনের আশ্রয় নিতে পারেনা। এতে করে প্রাইভেট হাসপাতাল মালিকরা ভূয়া ও অনভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।

বসতবাড়ি হারানোর আশংকায় আতংকিত একটি আদিবাসী পরিবার

সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর সাপাহার উপজেলার কামাশপুর আদিবাসী পাড়ার দুলাল এক্কার অসহায় পরিবার প্রভাবশালী মহলের রোষানলে পড়ে বসতবাড়ি হারানোর আশংকায় আতংকিত। ভুক্তভোগী ওই গ্রামের বাসিন্দা মৃত ষষ্ঠি এক্কার ছেলে শ্রীঃ দুলাল এক্কা(২৪) এ বিষয়ে ন্যায় বিচার পাওয়ার আশায় প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে। অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, উপজেলার গোয়ালা ইউনিয়নের কামাশপুর মৌজার হাল খতিয়ান নং ১১ হাল দাগ ৬৫৫ পুকুর পাড়ের ১.৪০ শতাংশ সম্পত্তির মুল মালিক পোরশা উপজেলার জোতদারগণ। সম্পত্তির মালিকদের অনুমতির ভিত্তিতে প্রায় ৫০/৬০ বছর ধরে ১৭/১৮ টি আদিবাসী পরিবার সেখানে বসত বাড়ি নির্মান করে শান্তিপুর্ন ভাবে বসবাস করে আসছিল। স্থানীয় প্রভাবশালী তসলিম উদ্দীন(৬৭) ও তার ছেলে আবু বক্কার,কাদের, আব্দুল্লাহ,হাবিবুল্লাহ বেআইনি জনতায় দলবদ্ধ হয়ে হাতে লাঠি, লোহার রড,হাসুয়া, কুদাল ও বল্লম নিয়ে গত ০৬/০৮/২০২৪ তারিখ বিকেলে তার বসত বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে এবংবাড়ি জোর পূর্বক জবর দখল করার জন্য বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভাংচুর সহ বাড়ির কিছু জিনিসপত্র বাড়ি থেকে বের করে ফেলে। এসময় তারা উত্তেজিত হয়ে তার বড় বোন শ্রী বিশ্বমুনী কেরকেটার বাড়ির সমস্ত কিছু ভাংচুর করিয়া প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পদ ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে ওই প্রভাবশালীগণ তার বাড়ি জোর পূর্বক জবর দখল করার পাইতারা করছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টার সময় প্রতিপক্ষের আবু বক্কার সহ সঙ্গীয় ৩/৪ জন উৎশৃঙ্খল উগ্র প্রকৃতির লোকজন বাড়িতে এসে তাকে সহ পরিবারের সদস্যদের অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ ও ভয়-ভীতি সহ খুন জখমের হুমকি প্রদর্শন করে। তারা এ সময় খাবার পানির ট্যাপের সংযোগ কেটে দেয়।

এ ঘটনার পর থেকে ভুক্তভোগী দুলালের পরিবার সহ গ্রামের আদিবাসী পরিবার গুলো আতঙ্কে দিনাতিপাত করছে। তারা বসতবাড়ি রক্ষা ও ন্যায় বিচারের আশায় প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন নিবেদন করেছে। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষের তসলিম উদ্দিনের সাথে কথা হলে তিনি জানান যে ওই সম্পত্তির প্রকৃত মালিক পোরশার জোতদার শাহুর নিকট থেকে তিনি সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। আদিবাসীরা তার ক্রয়কৃত ওই সম্পত্তির উপর বসবাস করছে। স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যাক্তিবর্গের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে। গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদেরকে অন্য জায়গায় বাড়ি করার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। ওই গ্রামের সকল আদিবাসী পরিবার সে সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও দুলাল তা অমান্য করে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে।

খামার থেকে ডিম ভ্যানে ভরে বিক্রির জন্য শহরে নিয়ে যাচ্ছেন চালক গোলাম হোসেন। চকভালী, শাজাহানপুর, বগুড়া।

শেরপুরের ৫টি পয়েন্টে বিক্রি হচ্ছে টিসিবির পণ্য

শেরপুর প্রতিনিধি : সারা দেশের মতো শেরপুরেও শুরু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে টিসিবির পণ্য বিক্রি। শেরপুর শহরের ৫ পয়েন্টে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সুবিধা নিশ্চিত করতে টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমান। নির্বাচিত স্থানগুলো হলো জেলা শহরের অষ্টমীতলা স্টেশন মোড়, শেরপুর পৌরসভার সামনে, জেলখানার মোড়, গৌরিপুর জামুর দোকান মোড়, ঢাকলহাটি মসজিদের সামনে। জেলা প্রশাসক জানান, পবিত্র রমজান উপলক্ষে গতকাল বুধবার বেলা ১১টা হতে শেরপুর শহরের ৫টি পয়েন্টে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে টিসিবির পণ্য বিক্রি হচ্ছে। প্রতি ট্রাকে ৪শ জনের পণ্য থাকবে। প্রতিটি প্যাকেজে থাকবে চিনি ১ কেজি, ছোলা ১ কেজি, মসুর ডাল ২ কেজি এবং সয়াবিন তেল ২ লিটার এবং প্রতি প্যাকেজের মূল্য ৪৫০ টাকা। এ কার্যক্রম শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত চলমান থাকবে। জেলা সদরের এই ট্রাকসেল কার্যক্রমের আওতায় যেকোনো ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। এ কার্যক্রমের পাশাপাশি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে টিসিবি কার্ডধারীদের নিকট পণ্য বিক্রি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

শ্রীমঙ্গলে ভূ-কম্পন অনুভুত

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে গতকাল বুধবার মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। মাঝারি ধরনের এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫.৬। শ্রীমঙ্গল আবহওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান ঢাকা ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, এই ভুমিকম্প সংঘটিত হয়।

বকশীগঞ্জে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ২ লাখ টাকা জরিমানা

বকশীগঞ্জ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের বকশীগঞ্জে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছেন উপজেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার ৪টি ইটভাটায় ওই অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বকশীগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা- উল- হুসনা ও জামালপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সুকুমার সাহা। ওই অভিযানের সময় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থ্রি স্টার ব্রিকস, মেসার্স রহমত উল্লাহ ব্রিকস, নাফিস ব্রিকস ও উজ্জ্বল ব্রিকসসহ চারটি ইট ভাটায় মোট ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ওই অভিযান পরিচালনায় সহায়তা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বকশীগঞ্জ থানা পুলিশ।

বেনাপোলে কোটি টাকার চোরাই পণ্য জব্দ

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : বেনাপোলের বিভিন্ন সীমানে– অভিযান চালিয়ে এক কোটি ৫ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড (বাংলাদেশ) বিজিবি। যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে: কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী গতকাল বুধবার সকালে চোরাই পণ্য জব্দের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান পণ্যসহ চোরাকারবারীদের আটকের ক্ষেত্রে সীমানে– বিজিবির গোয়েন্দা ও টহল তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবার রাতে গোপন সংবাদে বেনাপোল আইসিপি, বেনাপোল বিওপি, আমড়াখালী চেকপোস্ট এবং শিকারপুর সীমান– এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ফেনসিডিল।

চাঁদপুরে যৌথ বাহিনী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ৩

চাঁদপুর প্রতিনিধি : গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চাঁদপুর জেলায় সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই অভিযানের অংশ হিসাবে স্থানীয় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে চাঁদপুর সদর আর্মি ক্যাম্প এবং চাঁদপুর সদর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত যৌথ অভিযানে চাঁদপুর সদর উপজেলার বহরিয়া এলাকা থেকে তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী শাহজাহান গাজী(৫৫), জুয়েল গাজী(৩০) এবং পারভেজ গাজী(২৪)কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের নিকট হতে ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত দ্রব্যসামগ্রী এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

রংপুরে গাঁজাসহ নারী মাদককারবারি আটক

রংপুর প্রতিনিধি : দেড়কেজি গাঁজাসহ লাভলী বেগম (৩৫) নামে এক নারী মাদককারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক লাভলী নাটোর জেলার বাগাতিপাড়ার ৯ নং পাকা ইউনিয়নের গাওপাড়া এলাকার সামসুল হকের মেয়ে। তার স্বামী রফিকুল ইসলাম। গত মঙ্গলবার রাতে রংপুর নগরীর দর্শনা ব্রাক অফিসের বিপরীত পাশে পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে আটক করে তাজহাট থানা পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেট্রোপলিটন তাজহাট থানার এসআই মাহমুদুল হক। তিনি জানান, মাদককারবারি লাভলী বেগম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য গাঁজার বড় চালানটি অভিনব কায়দা নিয়ে যাচ্ছিলো। সোর্স মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তাকে আটকানো হয় এবং তার শরীর তল্লাশি চালিয়ে দেড়কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

নৌকায় করে রাঙামাটি শহরে বুধবারের সাপ্তাহিক হাটে নিজের বাগানের আনারস বিক্রি করতে এসেছেন পাহাড়ি কৃষাণীরা। কলেজ গেট, রাঙামাটি।

পিএসভির জালে আর্সেনালের গোলবন্যা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অবস্থান যাই হোক, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বেশ দাপটই দেখাচ্ছে আর্সেনাল। শেষ ষোলোর প্রথম লেগের লড়াইয়ে ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দোভেনের মাঠে গিয়ে রীতিমত গোলোৎসবে মেতেছিলো গানাররা। সে সঙ্গে গড়েছে রেকর্ড। স্বাগতিকদের আর্সেনাল হারিয়েছে ৭-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে নকআউট পর্বে এতবড় ব্যবধানে এর আগে আর কখনো জেতেনি কেউ। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যে কোনো পর্যায়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে এটা আর্সেনালের সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড। প্রথমার্ধে ১৩ মিনিটের ব্যবধানে তিনবার পিএসভির জালে বল জড়ায় আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে আরও চার গোল করে তারা। ম্যাচের ১৮তম মিনিটেই গোলের সূচনা করেন ডাচ ফুটবলার ইউরিয়েন টিম্বার। তিন মিনিট পর দ্বিতীয় গোল করেন টিনেজ ফুটবলার ইথান এনওয়ানেরি। ৩১তম মিনিটে আর্সেনালের হয়ে তৃতীয় গোল করেন মিকেল মেরিনো। ৪৩তম মিনিটে পেনাল্টি পায় পিএসভি। সেখান থেকে একটি গোল পরিশোধ করেন নোয়া লাঙ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান ৪-১ করেন মার্টিন ওডেগার্ড। একমিনিট পরই আবার গোল। ৫-১ ব্যবধান তৈরি করেন লিয়ান্দ্রো ত্রোসার্ড। ৭৩ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে ৬ষ্ঠ গোল করেন মার্টিন ওডেগার্ড। ৮৫তম মিনিটে পিএসভির পরাজয়ের কফিনে শেষ পেরেক মেরে সপ্তম গোল করেন রিকার্ডো ক্যালাফিওরি। সে সঙ্গে রেকর্ড গড়ে তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে প্রথম ক্লাব হিসেবে ৭ গোল করে আর্সেনাল। শেষ পর্যন্ত এই ১-৭ গোলের ব্যবধান নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল এবং পিএসভি।

ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন স্টিভ স্মিথ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার স্টিভ স্মিথ ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। ৩৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার শেষবার ওয়ানডেতে খেলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে। দুবাইয়ের সেমিফাইনালে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেও জেতাতে ব্যর্থ হন দলকে। স্মিথ ওয়ানডেতে মোট ১৭০ ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে ৫৮০০ রান করেছেন ৪৩.২৮ গড় ও ৮৬.৯৬ স্ট্রাইক রেটে। তার নামের পাশে রয়েছে ১২টি সেঞ্চুরি ও ৩৫টি ফিফটি। ২০১৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে করা ১৬৪ রান তার সর্বোচ্চ ওয়ানডে স্কোর। ক্যারিয়ারের শুরুতে লেগ স্পিনার হিসেবে দলে আসা স্মিথ ২৮টি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৯০টি ক্যাচও ধরেছেন। সেমিফাইনালে ভারতের কাছে পরাজয়ের পর ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের নিজের সিদ্ধান্ত জানান স্মিথ। যদিও তিনি টেস্ট

এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন। স্মিথ বলেন, 'এটা দারুণ এক যাত্রা ছিল, আমি প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। দুটি বিশ্বকাপ জেতার অভিজ্ঞতা অসাধারণ, আর দুর্দান্ত সব সতীর্থের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য গর্বের বিষয়।' তিনি আরও বলেন, 'এখন ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দলকে প্রস্তুত করার সময়, তাই আমি জায়গা ছেড়ে দেওয়াই যথার্থ মনে করছি। তবে টেস্ট ক্রিকেট আমার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং সামনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালসহ গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলো নিয়ে আমি রোমাঞ্চিত।'

স্মিথ ছিলেন ২০১৫ ও ২০২৩ বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের অংশ। তিনি মাইকেল ক্লার্কের পর ওয়ানডে দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং ৬৪ ম্যাচে নেতৃত্ব দেন, যেখানে ৩২টি জয় ও ২৮টি পরাজয় ছিল তার অধীনে। চলমান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ওডিআই র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে আজমতউল্লাহ ওমরজাই

স্পোর্টর্স ডেস্ক : একসময় নিয়মিতই ওয়ানডে অলরাউন্ডার র?্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানে দেখা যেত বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা। কারণ সাকিব আল হাসানই সিংহভাগ সময় শীর্ষস্থানটি দখলে রাখতেন। দীর্ঘ দিন ধরে সেখানে আর বাংলাদেশের পতাকা দেখা যায় না। এবার আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই দখল করেছেন 'নাম্বার ওয়ানের' মুকুটটি। অবসরের ঘোষণা দেওয়া স্টিভ স্মিথও এগিয়েছেন ব্যাটিং র?্যাঙ্কিংয়ে। ধারাবাহিকভাবেই ভালো পারফরম্যান্স করে আসছিলেন ওমরজাই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে দিয়েছেন তুলির শেষ আঁচড়টি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্মরণীয় জয়ের ম্যাচে বল হাতে ফাইফার নেন এই অলরাউন্ডার। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ব্যাট হাতে করেন অর্ধশতক। এই পারফরম্যান্স দিয়েই আইসিসি ওয়ানডে অলরাউন্ডার র?্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানটি দখল করেছেন ওমরজাই। এখন তার রেটিং পয়েন্ট ২৯৬। শীর্ষে উঠার পথে সতীর্থ মোহাম্মদ নবীকে পেছনে ফেলেছেন ওমরজাই। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছেন নবী। নবীর রেটিং পয়েন্ট ২৯২। আর দ্বিতীয় স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা। তার রেটিং পয়েন্ট ২৯০। চতুর্থ স্থানে আছেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ। শীর্ষ তিনের চেয়ে অবশ্য মিরাজের রেটিং পয়েন্ট অনেক কম, ২৪৮। মিরাজের ঘাড়েই নিঃশ্বাস ফেলছেন নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনার। পঞ্চম স্থানে থাকা স্যান্টনারের রেটিং পয়েন্ট ২৪৬। এছাড়া, অলরাউন্ডার র?্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। এই ভারতীয় অলরাউন্ডার এগিয়েছেন ১৭ ধাপ। বর্তমানে তিনি আছেন ১৩তম স্থানে। শুধু অলরাউন্ডার না, ব্যাটিং র?্যাঙ্কিংয়েও এগিয়েছেন ওমরজাই। এখানে লাফ দিয়েছেন ১২ ধাপ। বর্তমানে অবস্থান করছেন ২৪তম স্থানে। আফগানিস্তানের আরেক ব্যাটার প্রবেশ করেছেন সেরা দশে। ১৩ ধাপ এগিয়ে এখন আছেন দশম স্থানে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৭৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন ইব্রাহিম। অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে অবসর নেওয়ার আগেই র?্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে তারও। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর স্মিথ ব্যাটিং র?্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন ছয় ধাপ।

বাংলাদেশে আসার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হলো হামজা চৌধুরীর

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরি ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে আসন্ন ম্যাচের জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কোয়াডে আছেন। শেফিল্ড ইউনাইটেডের এই ফুটবলার ইংল্যান্ড থেকে সরাসরি সিলেট এসে পৌঁছাবেন ১৭ মার্চ সকালে। তার পৈতৃক নিবাস হবিগঞ্জে একদিন কাটিয়ে পরদিন ঢাকায় বাংলাদেশ দলের ক্যাম্পে যোগ দেবেন। গত মঙ্গলবার টিম হোটেলে জামাল ভূঁইয়াদের স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার সঙ্গে এক বৈঠকে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল হামজার আগমন সম্পর্কে এই তথ্য জানিয়েছেন। ওই সময় জাতীয় দল কমিটির একাধিক সদস্য ছাড়াও বাফুফের অন্যতম সহ-সভাপতি ফাহাদ করিমও উপস্থিত ছিলেন। হামজার আগমন সূচির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের একাধিক কর্মকর্তা। হামজার আগমন নিয়ে বাফুফে বেশ কয়েকদিন ধরেই

কাজ করছিল। হামজা ও তার পরিবারের ইচ্ছে হবিগঞ্জে একদিন কাটানো। এজন্য বাফুফে কয়েকটি বিকল্প দিয়েছিল। সেই বিকল্পের মধ্যে হামজা ইংল্যান্ড থেকে সরাসরি ঢাকায় না এসে সিলেটে যাওয়া-ই বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট সরাসরি লন্ডন থেকে সিলেটে আসে। হামজা বাংলাদশ বিমানেই ১৭ মার্চ সকালে পৌঁছাবেন সিলেটে। বাফুফে হামজাকে বিমানের বিজনেস ক্লাস টিকিট প্রদান করবে। হামজার সঙ্গে তার স্ত্রী এবং সন্তানেরও আসার কথা রয়েছে। হামজার সরাসরি সিলেটে আসা নিশ্চিত হয়েছে, এখন বাফুফে তার বরণ ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করবে এই কয়েকদিন। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গতকাল বুধবার দুপুরে বাংলাদেশ দল সৌদি আরব রওনা দিয়েছে। এর আগে বাফুফে সভাপতি কোচ ও ম্যানেজারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

মাদ্রিদ ডার্বিতে জয় পেলো রিয়াল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইতিহাসই ধরে রাখলো রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগায় অ্যাটলেটিকোর মুখোমুখি হলে পয়েন্ট হারানো তাদের যেন নিয়মিত অভ্যাস। হয় হারবে, না হয় কোনোমতে ড্র; কিন্তু উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মুখোমুখি হলে কোনো ছাড় নেই। অ্যাটলেটিকোর বিপক্ষে রিয়াল জিতবেই। গত একযুগে অন্তত দু'বার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে তারা, দু'বারই জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। যদিও দু'বারই তারা খেলেছে ভিন্ন কোনো ভেন্যুতে। এবার আর ফাইনাল নয়, মাদ্রিদের দুই জায়ান্ট রিয়াল এবং অ্যাটলেটিকো মুখোমুখি শেষ ষোলোয়। প্রথম লেগ রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। কিন্তু সেই আগের মতোই, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের নার্ভ ধরে রাখার কাজটি করলো রিয়াল ফুটবলাররা। ঘরের মাঠে অ্যাটলেটিকোকে ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে এক পা দিয়েই রাখলো তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রদ্রিগো এবং মরক্কান তারকা ব্রাহিম দিয়াজ। অ্যাটলেটিকোর হয়ে একটি গোল পরিশোধ করেন আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ। রিয়াল আর অ্যাটলেটিকো- মাদ্রিদ ডার্বিতে জমজমাট লড়াই। এমন একটি ম্যাচ মিস করতে চায় না কেউই। যার ফলে বার্নাব্যু কানায় কানায় ভরে উঠেছিলো। ৭৭ হাজারের বেশি দর্শক উপস্থিত হয়েছিলো গ্যালারিতে। এমন কঠিন লড়াইয়ের শুরুতেই রিয়াল এগিয়ে গিয়েছিলো রদ্রিগোর গোলে। ৪র্থ মিনিটেই দারুণ এক শটে অ্যাটলেটিকোর জাল খুঁজে নেন তিনি। গোল হজম করার পর ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরে আসার চেষ্টা করে অ্যাটলেটি। যার ফলস্বরূপ ৩২তম মিনিটে দুর্দান্ত এক স্ট্রাইকে রিয়ালের জাল কাঁপিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ। সমতায় ফেরে অ্যাটলেটি। ৫৫ মিনিটে রিয়ালকে জয় এনে দেয়া দুর্দান্ত গোলটি করেন ব্রাহিম দিয়াজ। দারুণ এক ম্যাজিকে অ্যাটলেটিকোর গোলরক্ষক ইয়ান ও'ব্ল্যাককে ফাঁকি দিয়ে ছোট্ট একটি কোন দিয়ে অ্যাটলেটিকোর জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। ম্যাচের পর স্প্যানিশ টিভি স্টেশন মোভিস্টার প্লাসকে বলেন, 'আমি মনে করি পুরো ম্যাচে আমরা

দারুণ ভারসাম্য রক্ষা করে খেলতে পেরেছিলাম। শুধু তারা যখন গোল করেছিলো, তখন আমাদের মনযোগে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছিল; কিন্তু আমাদের হাতে যে সব প্রতিভা আছে, আমরা আরও অনেক গোল পেতে পারতাম এবং সে অনুযায়ী আমরা খেলেও গেছি।' তবে ম্যাচের ফল নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নন অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে। তিনি বলেন, 'এটা খুবই ভালো একটি ম্যাচ ছিল। ফলটাও ভালো। আমরা চেয়েছিলাম, হয় জয় না হয় ড্র। আমি মনে করি, দল খুব ভালো লড়াই করেছে। মাত্র দুই গোর হজম করেছে। আমরা এখন ফিরতি লেগ নিয়ে চিন্তা শুরু করছি। আশা করি পরের লেগে ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারবো।'

মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করে দোয়া

ধর্ম ডেস্ক : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী (সা.) দোয়ায় বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে হেদায়েত, আল্লাহভীতি, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষী জীবন চাই।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭২১) আলোচ্য হাদিসে মহানবী (সা.) মুমিন জীবনের চার পাথেয়র ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। হাদিস বিশারদদের মতে, এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) এমন চারটি বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। দোয়া কেন ও কিভাবে করব? দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। দোয়াকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং না চাইলে তিনি ক্ষুব্ধ হন। বিপদগ্রস্ত দোয়া করলে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেন। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'বরং তিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন।' (সুরা নামল, আয়াত : ৬২) দোয়া করতে হয় একান্তে ও বিনয়ী হয়ে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো; তিনি অবিচারকারীদের পছন্দ করেন না।' (সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৫) চার প্রার্থনার উদ্দেশ্য, আল্লামা আবদুর রহমান বিন নাসির (রহ.) বলেন, 'এটি একটি ব্যাপক ও কল্যাণকর দোয়া। কেননা তাতে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চাওয়া হয়েছে। হেদায়েত হলো উপকারী জ্ঞান, আল্লাহভীতি হলো ভালো কাজ করা ও পাপ পরিহার করা, পবিত্রতা হলো পার্থিব সম্পর্ক থেকে অন্তরকে মুক্ত করা, অমুখাপেক্ষিতা হলো সব কিছু ছেড়ে আল্লাহমুখী হওয়া।' (বাহজাতু কুলুবিল আবরার, পৃষ্ঠা ২৪৯) চার প্রার্থনার গুরুত্ব, কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে হাদিসে বর্ণিত চারটি বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো– ১. হিদায়াত : হিদায়াত মানে

দ্বিন-ইসলামের পথে চলা। কোরআনে হিদায়াতের অনুসারীদের অভয় দিয়ে বলা হয়েছে, 'আমি বললাম, তোমরা সবাই এই স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ৩৮) ২. আল্লাহভীতি : আল্লাহভীতি মানে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে পাপ পরিহার করা এবং পুরস্কার লাভের আশায় তাঁর আদেশ মান্য করা। আল্লাহভীতি মুমিনের ইহকালীন জীবনে শৃঙ্খলা ও সম্মান বয়ে আনে, সমুদয় সংকট থেকে রক্ষা করে এবং পরকালে পুরস্কারের যোগ্য করে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেবেন।' (সুরা তালাক, আয়াত : ৪) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানী যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।' (সুরা হুজরাত, আয়াত : ১৩) ৩. পবিত্রতা : হাদিসে ব্যবহৃত 'আফাফ' শব্দটি মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বোঝায়। সুতরাং মুমিন সব অবৈধ বিষয়, আল্লাহর অবাধ্যতা, চারিত্রিক স্খলন ও আত্মিক ত্রুটি, পার্থিব জীবনের মোহ ত্যাগ করে আল্লাহমুখী হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আজ সম্পদ ও সন্তান কোনো উপকার করতে পারবে না, কেবল যে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।' (সুরা শুআরা, আয়াত : ৮৮-৮৯) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্রের চেয়ে অন্য কিছু পাল্লায় বেশি ভারী হবে না।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২০০৩) ৪. অমুখাপেক্ষী জীবন : হাদিসে ব্যবহৃত 'গিনা' শব্দ আনা হয়েছে। এর অর্থ এমন অমুখাপেক্ষী ও সচ্ছল জীবন, যেখানে দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। আল্লাহ সচ্ছল ও স্বাবলম্বী মুমিনদের পছন্দ করেন।

জান্নাতে যাওয়ার ৫ আমল

ধর্ম ডেস্ক : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য জান্নাতে যাওয়ার অনেক আমলের বর্ণনা দিয়েছেন। এসব আমল বান্দার অপরাধ ও পাপ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া সুনিশ্চিত। এর মধ্যে ৫টি আমল অন্যতম। তাহলো- > সাইয়েদুল ইসতেগফার উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আংতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আংতা খালাক্বতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিং শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বি-নিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিজাম্বি ফাগফিরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আংতা।' অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোনো প্রভু নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যমত তোমার কাছে দেয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিগুলো পালনে সচেষ্ট আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমাকে যে নেয়ামত দান করেছ, তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপগুলো স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই।' > কালেমা শাহাদাত পড়া, হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করার পর (কালেমা শাহাদাত) বলে-উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।' অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি একক এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (হজরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসুল।'

জামাআতে নামাজ পড়ার সুফল

ধর্ম ডেস্ক : জামাআতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে অনেক বেশি। এ কারণেই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের সবাইকে জামাআতে নামাজ আদায়ের জোর তাগিদ ও নির্দেশ দিয়েছেন। জামাআতে নামাজ পড়ায় রয়েছে বিশেষ ৫টি সুফল ও উপকারিতা, যা একাকী নামাজ পড়ায় অর্জন করা সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকনির্দেশনায় তা সুস্পষ্ট এবং প্রমাণিত। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে-
> বিশেষ সাওয়াব, জামাআতে নামাজ আদায়ে রয়েছে বিশেষ সাওয়াব। একাকী নামাজ পড়ার ব্যক্তির চেয়ে ২৭ গুণ বেশি সাওয়াবের কথা এসেছে হাদিসের বিশুদ্ধ বর্ণনায়- হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একাকির নামাজ অপেক্ষা জামাআতে নামাজ সাতাশ গুণ উত্তম।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা মালেক) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের পক্ষে জামায়াতে নামাজ আদায় করার ছাওয়াব তার ঘরে ও বাজারে নামাজ পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। এর (মসজিদে নামাজ আদায়ের) কারণ হলো- -কোনো ব্যক্তি যখন ভালোভাবে অজু করে নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে এবং নামাজ ছাড়া তার মনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকে; তখন মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের (কদমের) বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটি গোনাহও মাফ হয়ে যায়। -মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে, ততক্ষণ সে নামাজের অনুরূপই ছাওয়াব পেতে থাকে। -আর যে ব্যক্তি নামাজ আদায়ের পর কাউকে কষ্ট না দিয়ে ওজুসহ মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ক্ষমার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে- 'হে আল্লাহ! এ (ব্যক্তি) কে তুমি ক্ষমা করে দাও; হে আল্লাহ! এর তাওবা কবুল কর; হে আল্লাহ! এর প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন কর।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা মালেক) > ফেরেশতাদের দোয়া হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজু অবস্থায় তার নামাজের স্থানে যতক্ষণ অবস্থান করে, ফেরেশতারা তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (ক্ষমা ও রহমতের) দোয়া করতে থাকে। তারা দুআ করে- 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন।

অন্যের বাবা-মাকে গালি দেয়ার পরিণতি কী হতে পারে?

ধর্ম ডেস্ক : গালি দেয়া মহাপাপ। হাদিসের পরিভাষায় তা 'আকবারুল কাবায়ির' বা কবিরা গোনাহ। অনেকেই অজ্ঞাতসারে নিজের বাবা-মাকেও গালি দিয়ে থাকে। তবে এ গালির ধরন একটু ভিন্ন। আর কবিরা গোনাহের মধ্যেও এটি জঘন্যতম বড় গোনাহ। মানুষ কি আসলেই কখনো নিজ বাবা-মাকে গালি দেন! বাবা-মাকে গালি দেয়ার এ বিষয়টি হাদিসে পাকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সুস্পষ্টভাষায় তুলে ধরে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। এসেছে- হজরত আবদুল্লাহ

ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কবিরা গোনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের বাবা-মাকে লানত (অভিশপ্ত) করা। (সাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞাসা রলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোনো লোক তার আপন বাবা-মাকে কীভাবে লানত করতে পারে? তিনি বললেন, সে (কোনো ব্যক্তি যখন) অন্যের বাবাকে গালি দেয়, তখন সে তার বাবাকে গালি দেয় আর সে (কোনো ব্যক্তি যখন) অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়।' (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ) হাদিসের বর্ণনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, অন্যের বাবা-মাকে গালি দেয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের বাবা-মাকে গালি দেয়া।

মৃত্যুর স্মরণই ভালো কাজে নিয়োজিত রাখে

ধর্ম ডেস্ক : সমাজের প্রতিটি স্তরে মন্দ কাজের ছড়াছড়ি। আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, দিনের পর দিন নানা অপকর্মের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ছোট বড় কোনো পাপকেই আমরা পাপ মনে করছি না। আমাদের চিন্তা-চেতনা এমন যে, যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবো, মৃত্যু কখনো স্পর্শ করতে পারবে না। প্রকৃত পক্ষে এমন চিন্তা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃত্যু যখন আসবে তখন পাহাড়সম ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা তা ঠেকাতে পারবে না। তারপরও আমরা প্রতিনিয়ত বিরামহীনভাবে মন্দ কাজ করেই যাচ্ছি। আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছি। মৃত্যুর কথাও স্মরণ করছি না। মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করছেন- ??'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের স্পর্শ করবেই।' (সুরা নিসা : আয়াত ৩৪)।

আজানের জবাব ও সাওয়াব সম্পর্কে হাদিস কি বলে?

ধর্ম ডেস্ক : মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় আজানের সুমধুর সুর। আযান শোনার পর এর জবাব দেয়ায় রয়েছে উপকারিতা ও সাওয়াব। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আজান পরবর্তী সময়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যারা আজানের জবাব দেয়ার পর আল্লাহর কাছে কোনো কোনো কিছু প্রার্থনা করেন; আল্লাহ তাআলা বান্দার সে চাওয়া পূর্ণ করেন। আবার যথাযথভাবে আজানের জবাব দেয়ায় রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তির স্থান জান্নাতের ঘোষণা। আজানের জবাব, সাওয়াব

ও উপকারিতা সম্পর্কে রয়েছে হাদিসের একাধিক নির্দেশনা ও সুসংবাদ- -হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আজান ও ইক্বামতের মাঝে যে দোয়া করা হয়, তা ফেরত দেয়া হয় না।' (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ) -হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসুল! মুয়াজ্জিনদের মর্যাদা যে আমাদের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমিও তা-ই বল, মুয়াজ্জিন যা বলে। তারপর আযান শেষ হলে (আল্লাহর কাছে) চাও। (তখন) যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে।' (আবু দাউদ, মেশকাত) -অন্য হাদিসে এসেছে, 'মুয়াজ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি আজানের শব্দগুলো বলবে, সে জান্নাতে যাবে।' (আবু দাউদ, মেশকাত) -আজানের জবাব দেয়ার বিবরণ ও প্রাপ্তি সম্পর্কে হাদিসের দীর্ঘ এক বর্ণনায় এসেছে- হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি মুয়াজ্জিনের- -'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'-এর জাওয়াবে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'।